GIFT

গবেষণার শিরোনাম :

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ প্রাথমিক সরকারী শিক্ষা

গবেষকের নাম ঃ
সাইদা আক্তার লিপি
রেজিষ্ট্রেশন নং-২৯৯
সেশন ২০০৩-২০০৪
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Library
466339

466339

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ঃ
ড. ইউ. এ. বি রাজিয়া আকতার বানু
প্রফেসর, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

466339

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা : প্রাথমিক সরকারী শিক্ষা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে পূর্বে কোন গবেষণা হয়নি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

466339

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Shaida akhter

সাইদা আক্তার লিপি
এম.ফিল গবেষক

তাং ৮-১২-২০১০ইং

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ণ পত্র

আমি প্রত্যয়ণ করছি যে, এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য সাইদা আক্তার লিপি রচিত "বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ প্রাথমিক সরকারী শিক্ষা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে তার এককভাবে রচিত একটি মৌলিক গবেষণা। লেখক এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করে নাই।

তত্ত্বাবধায়ক
ড. ইউ. এ. বি রাজিয়া আকতার বানু
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ ঃ ৮/১২/১০

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা কাজের জন্য যারা বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য ও সহযোগীতা করেছেন আমি তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ইউ. এ. বি. রাজিয়া আকতার বানু এর সুযোগ্য তত্ত্বাবধান ও নির্দেশণায় আমি আমার অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছি। তাঁর মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ দ্বারা আমি অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

গবেষনা কাজের জন্য আমি বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। গবেষণার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরী, ইউনিসেফ গ্রন্থাগার, বেনবেইজ গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি।এ সকল গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে অত্যন্ত আন্ত-রিকভাবে সহযোগিতা করেছে। এজন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

এছাড়া গাজীপুর P T I গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ আমাকে বিভিন্ন বই এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছে। এছাড়া নারায়নগঞ্জ জেলার শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, এবং সানারপাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জরিনা বেগম আমাকে তথ্য সংগ্রহ কাজে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। এছাড়া আমার মা খন্দকার নাছিমা আক্তার ও বাবা জহিরুল ইসলাম ভূইয়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। নানা ব্যস্ততার মাঝেও আমার স্বামী মোঃ সারোয়ার হোসেন এই গবেষণা সমাপ্ত করার ব্যাপারে আমাকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

Shaeda akhter

তাং ৮-১২-২০০৯ইং

সাইদা আক্তার লিপি

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই 'শিক্ষা' বিষয়টি জড়িত। জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত যে জিনিসটি সার্বিকভাবে প্রয়োজন তা হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের বেঁচে থাকার পথকে সুগম করে। নির্মাণ করে মানব সভ্যতার ক্রমান্বিত অগ্রযাত্রার পথ। মানুষকে ক্রমাগত তার পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে সাহায্য করছে শিক্ষা।

জন্মের পর থেকে একটি শিশু একটু একটু করে পরিবেশ, মানুষ, প্রকৃতি সম্পর্কে বুঝতে চেষ্টা করে। এবং সে পরবর্তিতে একাডেমিক শিক্ষা লাভের জন্য তার অভিভাবকের হাত ধরে পা বাঁড়ায় বিদ্যালয়ে, যা তার জীবনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করবে। শিক্ষার প্রথম ধাপই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে সকল শিক্ষার বুনিয়াদী শিক্ষা।

শিক্ষা মানুষকে সত্যিকার মর্যাদা দেয়। জীবনকে করে অর্থবহ। শিক্ষা মানুষের জীবনে বহুমাত্রিক সমৃদ্ধি আনে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞানই লাভ করে না, লাভ করে নতুন সামাজিক অবস্থান, মননশীলতা ও পরিপূর্ণতা। অন্য কথায়, শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ লাভ করে নতুন জীবন। শিক্ষার সাহায্যেই সমাজের দাবীর সাথে সংগতি রেখে মানব সভ্যতার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ ঘটে।

যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন শিক্ষাবিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদগণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের মূল্যবান মতামত দিয়েছেন। প্লেটো, এরিস্টটল, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে ফ্রয়েবল মন্টেসরী, জন ডিউই, হোয়াইট হেড, প্রমুখ মনীষী শিক্ষা সম্বন্ধে এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব দর্শন, মতামত ও মূল্যবান বক্তব্য রেখে গেছেন। যার দ্বারা আমরা আমাদের প্রচলিত শিক্ষার বিভিন্ন দিককে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধশালী করতে পেরেছি।

এই গবেষণায় বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাসহ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্র আলোচিত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপনসহ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে কিছু সুপারিশমালা সন্নিবেশ করা হয়েছে। মোট ৮টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই গবেষণাকর্মটিতে প্রাথমিক শিক্ষাকেই প্রধান বিষয় হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ

১.১ গবেষণার পটভূমি, ১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য, ১.৩ গবেষণার যথার্থতা, ১.৪ গবেষণার পদ্ধতি, ১.৫ তথ্য সংগ্রহ, ১.৬ প্রাথমিক শিক্ষার স্বরূপ, ১.৭ আর্থ সামাজিক প্রাক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষা। [পৃষ্ঠা: ১-৮]

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ শিক্ষা পরিচিতি ও বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

২.১ শিক্ষার ধারণা, ২.২ শাব্দিক অর্থে শিক্ষা, ২.৩ শিক্ষার সংগা, ২.৪ প্রাথমিক শিক্ষা, ২.৫ প্রাথমিক শিক্ষা কি, ২.৬ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, ২.৭ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, ২.৮ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, ২.৯ প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষানীতি। । [পৃষ্ঠা: ৯-২৪]

তৃতীয় অধ্যায়ঃ প্রাথমিক শিক্ষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্রমবিকাশের ধারা ঃ ৩.১ প্রাথমিক শিক্ষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, ৩.২ বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্রমবিকাশের ধারা ৩.৩ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ধরণ, ৩.৪ বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ ধারা। [পৃষ্ঠা: ২৫-৪৬]

চতুর্থ অধ্যায় ঃ বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটির রিপোর্ট এ প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

৪.১ প্রাথমিক শিক্ষায় বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির রিপোর্ট, ৪.২ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, ৪.৩ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, ৪.৪ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে গঠিত বিভিন্ন কমিটি, ৪.৫ কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য। [পৃষ্ঠা: ৪৭-৬২]

পঞ্চম অধ্যায় ঃ উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের প্রাথমিক শিক্ষা এবং বাংলাদেশের সাথে তুলনামূলক আলোচনা ঃ

৫.১ বিভিন্ন দেশের প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা, ৫.২ যুক্তরাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, ৫.৩ জাপানের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, ৫.৪ ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, ৫.৫ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্তরাজ্য, জাপান এবং ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনা। [পৃষ্ঠা: ৬৩-৮৬]

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ শিক্ষানীতি ২০০৯-এ প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহিত কিছু নীতিমালাঃ ৬.১ প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, ৬.২ প্রাথমিক শিক্ষা, ৬.৩ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহিত ২০১০ সালের মধ্যে অর্জিতব্য কৃতিসূচক সমূহ, ৬.৪ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহিত ২০১০ সালের মধ্যে অর্জিতব্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানের সূচকসমূহ। [পৃষ্ঠা: ৮৭-১০০]

সপ্তম অধ্যায় ঃ কেস স্টাডি ঃ

৭.১ সানারপাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর সমীক্ষা, ৭.২ বিদ্যালয়ের বর্তমান সমস্যাবলী, ৭.৩ বিদ্যালয়ে জরুরী ভিত্তিতে যা প্রয়োজন। [পৃষ্ঠা: ১০১-১০৭]

অষ্টম অধ্যায় ঃ

৮.১ প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু সুপারিশমালা, ৮.২ উপসংহার। [পৃষ্ঠা: ১০৮-১১০]

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১.১ গবেষণার পটভূমি ঃ

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ স্বল্প আয়তনের একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। সরকারি নাম গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার বা ৫৬,১৭৭ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ১৪ কোটি ২৪ লাখ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৮)। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি:মি:তে: ৯৫৩ জন। (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৮)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪২%। মানুষের গড় আয়ু ৬৫.৪ বছর (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৮)। শিক্ষার হার ৬২.৬৬% (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়) এদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। ৮৬,০৩৮ টি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত এদেশের ৮০ ভাগ মানুষ পল্লী এলাকায় বাস করে এবং এদের বেশির ভাগই কৃষির উপর নির্ভরশীল। মাথাপিছু গড় আয় ৫৯৯ মার্কিন ডলার (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৮)। মোট জনসংখ্যার ৫০% দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। দরিদ্রতা এদেশের একটি সাধারণচিত্র যেখানে খাদ্যাভাব, পুষ্টিহীনতা, পরিবেশ দূষণজনিত রোগব্যাধি, আর্সেনিক বিষক্রিয়া, আয়োডিনের অভাবজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব, বন্যা খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্নিঝড় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এহেন পরিস্থিতিতে একমাত্র শিক্ষাই পারে সার্বিক মুক্তির পথ দেখাতে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী আত্মউন্নয়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, পারে সচেতন জীবন চালাতে ও গড়তে।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের মানুষ শিক্ষানুরাগী। সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে এদেশের মানুষ বরাবরই সজাগ ও সচেতন। দীর্ঘ ২০০ বছরেরও বেশি সময় বাংলাদেশ বিদেশী শাসনের অধীনে থাকায় এ অঞ্চলের মানুষ শিক্ষালাভের মৌলিক অধিকার থেকে এক রকম বঞ্চিত ছিল। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা বাংলাদেশের মানুষের শিক্ষার আশা আকাঙ্খার দ্বার খুলে দিয়েছে।

১৭৫৭ সালে বাংলাদেশ বৃটিশ কলোনীভূক্ত হয়। তার পূর্বে পাঠশালা ও মক্তব নামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিল। স্থানীয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মোতাবেক এসব বিদ্যালয়গুলোতে পড়া, লেখা ও সরল পাটিগনিত বিষয়ে যুগযুগ ধরে শিক্ষার ব্যবস্থা চালু ছিল। তখনকার সময়ও পরিবেশে দেশীয় এই শিক্ষা বর্তমানকালের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মতোই গড়ে উঠেছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ পাকিস্তানের কলোনী হিসাবে আরও ২৪ বছর শাসিত হয়েছে। বৃটিশ ও পাকিস্তানি শাসকগণ বাংলাদেশকে সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু

Dhaka University Institutional Repository

রেখে নির্বিঘ্নে শাসন ও শোষণ স্থায়ী করার লক্ষ্যে এদেশে শিক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে ১৯৭১ সালে মাত্র ১৭.৬% স্বাক্ষর মানুষ নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। বাকী ৮২.৪% মানুষ ছিল নিরক্ষর। বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর মানুষের এই বোঝা কাঁধে নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের যে কোন কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না। তাছাড়া দারিদ্র, পুষ্টিহীনতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির আধিক্য, অন্ধবিশ্বাস ও অদৃষ্টবাদিতার দুষ্টচক্রে বাধা বিশাল এই জনগোষ্ঠী দেশের সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টার পথে প্রধান অন্তরায় ছিল।

দেশের সকল মানুষকে দক্ষ ও উৎপাদনমুখী জনশক্তিতে রুপান্তরের প্রথম ধাপ হলো প্রাথমিক শিক্ষা। আবার মধ্যম ও উচ্চ পর্যায়ে সৃজনশীল জনশক্তি নির্মাণের ভিত্তিও রচিত হয় প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাস্তর। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে প্রথম সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। লক্ষ্য ছিল ২০০০ সালের মধ্যে দেশের ৬-১০ বছর বয়সী সকল শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা। সে উদ্দেশ্যে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, পুরাতন বিদ্যালয় সংস্কার, শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনীয় আসবাপত্র সরবরাহ, নতুন শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য PTI গুলোর আধুনিকীকরণ, বিনামূল্যে শিশুদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণসহ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা মনিটরিং ও পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদার করার ব্যপক কর্মসূচী গৃহীত হয়। এসব কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে দেশের বিদ্যালয়গুলোতে শিশু ভর্তির হার বৃদ্ধি পেলেও এর নির্ধারিত লক্ষ্য মাত্রা ৯০% এর পরিবর্তে মাত্র ৬০% অর্জিত হয়। লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলেও ৮০ এর দশকে গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নের কারণে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার দৃঢ় ও স্থায়ী অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

ব্রাক এর ডেপুটি এক্সুকেটিভ ডাইরেক্টর ডঃ এ. এম. আর চৌধুরীর মতে,

"Education is the backbone of sustainable development. Education stimulates and empowers people to participate in their own development."

(Chowdhury et al,1)

যেহেতু শিক্ষার মূল ভিত্তিই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, তাই এ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে বাংলাদেশ সরকার তৎপর। ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন গৃহীত হয়। ১৯৯৩ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে সরকার আরও কিছু পদক্ষেপ নেয়। যেমন-খাদ্য ও শিক্ষা কর্মসূচী, মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান এবং অতি সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (PEDP) ঘোষণা করে সরকার।

Dhaka University Institutional Repository

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

উক্ত গবেষণা কর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এবং প্রাথমিক সরকারি শিক্ষাসেক্টরের ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা । প্রাথমিক সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে জড়িত সংগঠন তথা প্রশাসনের ভূমিকা এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতিমালা আলোচনা করাই হচ্ছে এই গবেষণার লক্ষ্য।

গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সুনির্দিষ্ট যেসব উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ-

১. বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা পর্যালোচনা করা।
২. বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার পরিস্থিতি এবং বিশ্বের কিছু দেশের প্রাথমিক শিক্ষার সাথে তুলনামূলক আলোচনা করা।
৩. সর্বোপরি প্রাথমিক শিক্ষায় গৃহীত সরকারি নীতিমালাসহ বুনিয়াদি শিক্ষারূপে প্রাথমিক সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে পর্যালোচলা করা।

১.৩ গবেষণার যথার্থতা ঃ

প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের শিক্ষার প্রথম স্তম্ভ। বাংলাদেশ একটি ঘনবতিপূর্ণ দেশ। ৮৬,০৩৮ টি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত এদেশের ৮০% মানুষ পল্লী এলাকায় বাস করে। মোট জনসংখ্যার ৫০% দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। এই বিশাল জনগোষ্ঠী প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রাথমিক সরকারি বিদ্যালয়গুলোর উপর নির্ভরশীল । স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন তথা সার্বজনীন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই গবেষণায় সেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার বিভিন্ন পদক্ষেপসহ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রজেক্ট প্রকল্প, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, শিখন পদ্ধতির উন্নয়ন, শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনা, একাডেমিক তত্ত্বাবধান, তথ্য ও অর্থব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও বিদ্যালয় উন্নয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, একীভূত শিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা সরকার প্রাথমিক শিক্ষার মানকে যথাযথভাবে উন্নয়ন এবং সুদৃঢ় করার পদক্ষেপ নিয়েছে, এসব বিষয়ই এ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ গবেষণার পদ্ধতিঃ

গবেষণাটি মূলত একটি শিক্ষা জরিপ। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম ভিত্তি হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে গবেষণা করা হয় এই গবেষণায়। গবেষণার পদ্ধতি প্রধানত দুই ধরণের।

(১) গুণগত তথ্য

(২) সংখ্যাগত তথ্য

এই গবেষণাটি মূলত একটি তথ্যভিত্তিক গবেষণা। এখানে গুণগত তথ্য এবং সংখ্যাগত তথ্য দুটোই স্থান পেয়েছে। তবে সংখ্যাগত পদ্ধতির চেয়ে গুণগত পদ্ধতিই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। গুণগত পদ্ধতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংখ্যাগত পদ্ধতির সাহায্য নেয়া হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যগুলোকে সাদৃশ্য অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস করে সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু বই, পত্রপত্রিকা, জার্নাল প্রভৃতি থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি থেকে বিভিন্ন তথ্য ও ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (PTI) হতে প্রকাশিত বিভিন্ন বই, জার্নাল ও পত্রপত্রিকা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৫ তথ্য সংগ্রহ ঃ

গবেষণাকর্মের সুষ্ঠু, সার্বিক তথ্য উপস্থাপন, বিশ্লেষণের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজন হয়। গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এ পর্যায়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রাথমিক উৎস ঃ গবেষণাকর্মের প্রাথমিক উৎসের ক্ষেত্রে মূলত জরিপ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নারায়নগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার সানারপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জরিপ করা হয়েছে। তাছাড়া থানা শিক্ষা অফিস থেকে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ছাড়াও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সাহায্য নেয়া হয়েছে। গাজীপুর PTI থেকেও প্রয়োজনীয় বই ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমিক উৎস ঃ যেসব উপাত্ত পূর্বে সংগ্রহকৃত এবং বিভিন্ন গবেষণাধর্মী কাজে অনেকবার ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো হলো মাধ্যমিক উপাত্ত। তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমিক উৎসগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:-

সরকারি প্রকাশনা, শিক্ষা বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা, বিভিন্ন বার্ষিক পরিকল্পনা, শিক্ষা বিষয়ক জরিপ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যাণ ব্যুরো, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত রির্পোট হতে প্রাপ্ত তথ্য।

এনজিও সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনা, প্রাথমিক শিক্ষায় নিয়োজিত বিভিন্ন এনজিও সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বই পুস্তক, জার্নাল, বার্ষিক প্রতিবেদন, পত্রিকা ইত্যাদি প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফলে এসব বই, পত্রিকা থেকেও মাধ্যমিক তথ্য, উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। গবেষণাক্ষেত্রে পূর্বে প্রকাশিত প্রকাশনা, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন ইত্যাদি থেকেও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৬ প্রাথমিক শিক্ষার সরূপ ঃ-

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের মতে, দেশের সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের বাঞ্ছিত নতুন সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য। কমিশনের মতে, প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত সুষ্ঠু কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে শুধু শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধই জাগ্রত হবে না বরং তারা জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সমাজ সেবার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করার প্রেরণা লাভ করবে। প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীকে একটি নিয়মিত কার্যসূচীর মাধ্যমে কোন না কোন ধরণের কায়িক শ্রমের কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে বিপুল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিকে পরিণত করে জাতীয় উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই প্রাথমিক শিক্ষার উপরোক্ত সরূপ নির্ধারণ করা হয়।

পরবর্তিতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা এবং শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুণনির্ধারণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর প্রাথমিক শিক্ষাশেষে সমাজ, অর্থনীতি ও জাতীয় জীবনে যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠার জন্য এদেশের শিশুদের আবশ্যকীয়ভাবে যে যোগ্যতাগুলো অর্জন করা উচিত তা নির্ধারণ করা হয়। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যসূচীতে বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক ধারণা প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যসূচীতে রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যপক প্রসারের ফলে এসব ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল অর্জন সম্ভব। ৫ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষাশেষে অর্জনযোগ্য প্রান্তিক ও বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাগুলো এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, শিক্ষার্থী শুধু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান বা ধারণাই অর্জন করবে না বরং তার সমাজ ও পরিবেশে ঐসব জ্ঞান অনুশীলন করে শিক্ষণীয় বিষয়ে কার্যকর দক্ষতা অর্জন করবে। এ ক্ষেত্রে সমাজ হবে তার পরীক্ষাগার।

১.৭ আর্থ-সামাজিক পেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

বাংলাদেশ পৃথিবীর নিম্নআয়ভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন। অধিকাংশ মানুষ চরম দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু আয় কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও তা এখন ৬০০ ডলারেও উন্নীত হতে পারেনি। মোট অভ্যন্তরীন আয়ের সিংহভাগই আসে কৃষি থেকে। শিল্প থেকে আসে সামান্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪ ভাগ। জনসংখ্যার এ বৃদ্ধি উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে এবং অর্জিত উন্নয়নকে ব্যহত করেছে। শতকরা ৩৫ ভাগ লোক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। শতকরা ৩২ ভাগ শিশু ১ম শ্রেনীতে ভর্তি হবার পর ৫ম শ্রেণীতে যাবার পূর্বে ঝড়ে পড়ে। অভিভাবকের দারিদ্র, অসচেতনতা এবং শিক্ষাক্রম শিক্ষণের অবনত মান এর কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। কুসংস্কার, অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস, ভ্রান্তবিশ্বাস, পশ্চাৎ মানসিকতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, শোষণ এখানকার সামাজিক চিত্র।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন কমিটির সুপারিশের আলোকে প্রাথমিক শিক্ষায় এমনসব বিষয়াবলী সন্নিবেশ করা হয়েছে, যা হবে মৌলিক শিক্ষা এবং যা শিশুর মূল দক্ষতাগুলির বিকাশ ঘটিয়ে কার্যকর জনশক্তিতে পরিণত হতে সাহায্য করে, যা শিশুর মধ্যে আত্মসচেতনতা, অধিকার সচেতনতা আত্ম নির্ভরশীলতা, আত্ম বিশ্বাস সৃষ্টি করে সফল নাগরিক হিসাবে দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে গড়ে তুলবে। শিশুর মধ্যে সামাজিক, মানসিক, নৈতিক ও মানবিক গুনাবলীর স্ফুরণ ঘটিয়ে তাকে একটি সুশীল সমাজের সদস্য হিসাবে গড়ে তুলবে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৮ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষা

১.৮.১ কৃষিক্ষেত্রে ঃ-

প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ পরিচিতি বিষয় থেকে একজন শিক্ষার্থী মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করার উপায়, ভৌগলিক অবস্থা, উদ্ভিদের জন্ম-বৃদ্ধির কার্যকারণ সম্পর্ক যেমন জানতে পারে তেমনি পশু পাখির খাদ্য, বাসস্থান ও রোগের চিকিৎসা সম্পর্কেও ধারণা অর্জন করে। পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী পড়ে বোঝার যোগ্যতা অর্জন করে বিধায় উন্নত চাষাবাদ এবং হাস-মুরগী, গবাদীপশু পালন কৌশল সম্পর্কে অবহিত হয়ে নিজে তা প্রয়োগ করতে পারে এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করতে পারে। এতে একদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে আত্মকর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১.৮.২ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও অপুষ্টি রোধ ঃ-

প্রাথমিক স্তরের একটি আবশ্যকীয় বিষয় হচ্ছে শারীরিক শিক্ষা। শিক্ষার্থী সুস্থ সবল শরীর গঠনের উপায় ও কৌশল সম্পর্কে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে। শিক্ষার্থী সুষম খাদ্য ও পুষ্টি জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সমাজে পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। তাছাড়া শিক্ষার্থী হাত-পা কাটা, পানিতে ডোবা, আগুনে পোড়ার প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। পানি ও বায়ু বাহিত বিভিন্ন রোগ, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের রোগ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে।

১.৮.৩ সামাজিক প্রগতি আনয়নে ঃ-

প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজে প্রচলিত নানা কুসংস্কার কুপমন্ডুকতা চিহ্নিত করে এসবের কারণ অনুসন্ধান তথা এগুলো দূর করার উপায় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। ফলে শিক্ষার্থী নিজে উদার, সংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী মানসিকতা লালন করে এবং পরিবার ও সমাজে বিদ্যমান সকল সংকীর্ণতা, অন্ধত্ব, কুপ্রথা যেমন :- যৌতুক, বাল্য বিবাহ, নারী-পুরুষ বৈষম্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। তাছাড়া শিক্ষার্থী স্বাস্থ্য, কৃষি, সমবায় কার্যক্রম, রাস্তা, পুল নির্মাণ তথা এলাকার উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কাজ ও ভূমিকা সম্পর্কেও সে অবহিত হতে পারে।

১.৮.৪ দেশপ্রেম, গণতান্ত্রিক চেতনা ও জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি ঃ-

প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি স্বাধীনতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করে এবং দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করতে পারে সমাজের মানুষদের। সমাজে গণতন্ত্রের প্রচার করে প্রতিনিধি

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে অংগ্রহণ করে। দেশ, সমাজ ও জাতীয় কল্যাণে ও অর্থনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

১.৮.৫ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ বিপর্যয় রোধ ঃ-

পরিবেশ বিপর্যয় রোধ, বৃক্ষরোপন, পরিচর্যা ও বৃক্ষণিধন রোধ এর গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি। ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও ব্যপক ধারণা রাখে। ফলে পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ সুগম হয়।

১.৮.৬ চিন্তা ও বিচারশক্তির বিকাশ ঘটায় ঃ-

স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ আবেগ ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে স্বচ্ছ চিন্তা করতে শেখে। ফলে তারা ব্যক্তিগত ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে সঠিক কর্মপন্থা উদ্ভাবন এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হয়। ফলে তারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করে।

১.৮.৭ কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ঃ-

প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি নিজে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। কারণ সে নিজে আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে দোষত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে একজন দক্ষ জনসম্পদরূপে নিজেকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে।

১.৮.৮ সর্বোপরি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঃ-

শিক্ষিত ব্যক্তি নিজের জ্ঞান-বৃদ্ধি ও বিবেক বিবেচনার মাধ্যমে আত্মউন্নয়নের পথ সুগম করে। শুধু নিজের নয় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় উন্নয়ন সম্পর্কে সে সচেতন হয়।

তাই প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষাজীবনের শেকড় সরূপ। ব্যক্তির সৃজনশীলতা, উৎপাদনশীলতা, সততা, নিষ্ঠা, মূল্যবোধ, সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসচেতনতা, সর্বোপরি চিন্তাশক্তির প্রসারের মাধ্যমে আত্মউন্নয়নের পথ সুগম করে প্রাথমিক শিক্ষা।

.....

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষা পরিচিতি ও বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা

২.১ শিক্ষার ধারণা ঃ-

সাধারণভাবে মানুষ যা শেখে তাই শিক্ষা। মানুষের জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের বিবর্তন ধারার সাথে শিক্ষার বিবর্তন ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কালক্রমে শিক্ষা মানুষের মূল্যবোধ সম্পৃক্ত প্রপঞ্চে রূপলাভ করেছে। এক্ষেত্রে সামাজিক স্বীকৃতপ্রাপ্ত শিখন অংশকে শিক্ষা হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।

২.২ শাব্দিক অর্থে শিক্ষা ঃ-

উৎপত্তিগত অর্থের দিক থেকে ইংরেজী "Education" প্রত্যয়টির উদ্ভব ঘটেছে ল্যাটিন শব্দ "Educare" থেকে। ইংরেজীতে এর ভাবার্থ হচ্ছে "To read out" বা "To drawout"এক্ষেত্রে শিক্ষা বলতে শিক্ষার্থীর অন্তর্ণিহিত শক্তিপুঞ্জের বিকাশ সাধন বা তার অভ্যন্তরীন ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ও বাস্তবায়ন বোঝায়।

২.৩ শিক্ষার সংগা ঃ-

শিক্ষা বলতে ব্যক্তির আচরণের কাঙ্খিত পরিবর্তনকে বোঝায়। অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণের যে পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় শিখন। শিখন প্রকাশ পায় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে শিক্ষা হলো জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকাশিত আচরণের সেই পরিবর্তন যা ব্যক্তি ও সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য, কল্যাণকর ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী।

অধ্যাপক রেমন্ট এর মতে, "Education means the process of development in which consists the passage of the human body from infancy to maturity, the process whereby he gradually adapts himself in various ways to the physical, social and spiritual environment."

(Raymont: 1963 : 17)

Dhaka University Institutional Repository

সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খাইম এর মতে,

"Education is the influence exercised by adult generation on those who are not yet ready for social life. Its object is to arouse and to develop in children those physical, intellectual and moral states which are required of them both by their society as a whole and by the milieu for which they are especially destined."

[Durkheim : 1956 : 24]

আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানী জন ডিউই দর্শন মনস্তত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান , অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার একটি সমন্বিত ধারণার বিকাশ ঘটান। তার ধারণা মতে,

"Education is not a preperation of life, rather it is living." (Dewey: 1916: 24)

শিক্ষা সম্পর্কে UNESCO এর দেয়া ভাষ্য হচ্ছে- Education is "organized and sustained instruction designed to communicate a combination of knowledge, skills and understanding valuable for all the activities of life"

[UNESCO : 2002]

সুতরাং বলা যায় যে, শিক্ষা হচ্ছে এমন এক মানবীয় গুণাবলী যার দ্বারা ব্যক্তি তার সত্তার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটাতে পারে এবং নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষের কল্যাণে অবদান রাখতে পারে।

২.৪ প্রাথমিক শিক্ষা ঃ-

বিশ্বব্যপী আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানত ৩টি স্তরে বিন্যস্ত-প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা। এই শিক্ষা কাঠামোর প্রারম্ভিক ধাপই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা বা মৌলিক শিক্ষা। যে কোন দেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক অংঙ্গীকার ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান প্রয়োগ ক্ষমতার উপর সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষাসহ অন্যান্য শিক্ষাস্তরের মেয়াদকাল, বিন্যাস ও বিস্তার বহুলাংশে নির্ভরশীল। তবে সবদেশেই প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে স্বীকৃত। আমাদের সংবিধানে সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ সরকারের দায়িত্ব হিসাবে বিবৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সে অনুয়ায়ী ৮০ এর দশকে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বারোপ করা হয় এবং ১৯৯০ এ প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে আইন পাশ করা হয়েছে।

২.৫ প্রাথমিক শিক্ষা কি?

প্রাথমিক শিক্ষা বলতে শিক্ষা প্রক্রিয়ার প্রথম বা ভিত্তি স্তরকেই বুঝানো হয়ে থাকে। সাধারণ অর্থে শিক্ষার প্রথম স্তরটি জীবনের যে কোন সময়ই সূচিত হতে পারে। সাধারণত এটা শুরু হয় শৈশব কাল থেকে। শিক্ষার্থীর বয়সের দিক বিবেচনা করলে এটি এমন একটি শিক্ষাস্তর যেখানে শিশুরা পড়া, লেখা গণিত শেখার সংগে সংগে স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং সামাজিক সম্পর্ক ও সহযোগীতার বিষয়েও শিক্ষা লাভ করে থাকে। শ্রেণী ব্যাপ্তির দিক থেকে প্রাথমিক শিক্ষা কোন কোন দেশে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত, আবার কোন দেশে প্রথম থেকে ষষ্ঠ বা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত।

বর্তমান বিশ্বে সব রাষ্ট্রই প্রাথমিক শিক্ষার বেশিরভাগ দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। আর এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য রাষ্ট্র বিশেষ সুবিধা সৃষ্টি করে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা বলতে বর্তমানে শিশুর সমগ্র শিক্ষাকালের সেই অংশকে বোঝানো হয় যে সময়ে প্রত্যেক শিশুরই শিক্ষালয়ে থাকা উচিত।
(Primary Education refers to the period of schooling during which every child must remain in school.)
শৈশবকাল থেকে বয়ঃসন্ধিকালের মধ্যবর্তী সময় কালের শিশুদের জন্য আয়োজিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমকেই সাধারণ অর্থে সকল রাষ্ট্র বা সমাজে প্রাথমিক শিক্ষা বলে অভিহিত করা হয়।

সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট বয়:স্তর বা বয়সকাঠামো শিশুদের জন্য আয়োজিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম। এর পরিসর ব্যপক ও বিস্তৃত। প্রাথমিক শিক্ষা শুধু ভিত্তিমূলক জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং পরবর্তী শিক্ষাস্তর অথাৎ মাধ্যমিক স্তরের সুদৃঢ়ভিত্তি রচনার শিক্ষাও বটে।

২.৬ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ঃ-

সার্বজনীন শব্দের অর্থ সকলের জন্য। কাজেই সকলের জন্য যে কল্যাণকর শিক্ষা এক কথায় তাকেই সার্বজনীন শিক্ষা বলাযেতে পারে। কোন শিক্ষাব্যবস্থাকে তখনই সার্বজনীন বলা হবে যখন কোন সমাজ বা দেশের ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ও ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য তা হবে সমভাবে গ্রহণযোগ্য ও কল্যাণকর। সার্বজনীন শিক্ষার বৈশিষ্ট্য মোটামুটি ৩টি। সমান সুযোগ, বিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ভর্তির সমান অধিকার এবং নূন্যতম স্তর পর্যন্ত অভিন্ন শিক্ষাক্রম। শিক্ষার্থীর জীবনের নানা সমস্যা সমাধানের উপযোগী সাক্ষরতা, জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনের শিক্ষাই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। আমাদের দেশে ৬+ থেকে ১০ বছর বয়সী সকল স্বাভাবিক শিশুর জন্য পরিকল্পিত আনুষ্ঠানিক যে শিক্ষাব্যবস্থা তাকেই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বলা হয়। এর মূল কথা হচ্ছে শিক্ষা সকলের জন্য এবং সর্বস্তরের শিশুর জন্মগত অধিকার।

২.৭ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ঃ-

দেশের সকল শিশুকে একটি নূন্যতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষিত করে তোলাই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্য অর্জনের প্রধান উপায় হচ্ছে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা সত্ত্বেও নির্ধারিত বয়সের সকল শিশুকে যেমন বিদ্যালয়ে আনা সম্ভব হয়নি তেমনি বিদ্যালয়ে আসা শিশুদের অকাল ঝরে পড়াও রোধ হয়নি। ফলে সার্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন সম্ভবপর হয়নি। এ অবস্থায় আইনের মাধ্যমে সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। এ ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাথমিক শিক্ষা বলা হয়। বাংলাদেশে ১৯৮০ সাল থেকে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় ১৯৯০ সালে আইন পাশের মাধ্যমে।

২.৮ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ-

একটি উন্নত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য, একটি সুষম, সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, মানবিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য চাই সার্বজনীন শিক্ষার গভীর ও ব্যপক আয়োজন। পৃথিবীর উন্নয়ন অগ্রগতি-প্রগতির ইতিহাস স্বাক্ষী, ব্যপক মানুষকে নিরক্ষর রেখে অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষার অন্ধকারে রেখে কোন জাতি, দেশ, রাষ্ট্র সামনে অগ্রসর হতে পারেনি। এই ধ্রুব সত্যকে বিবেচনায় রেখে স্বাধীনতার উষালগ্নে নতুন রাষ্ট্রের পক্ষে সবার জন্য একটা সুষম, গণতান্ত্রিক, উপযুক্ত মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা নির্মাণ ও বিকাশের সাংবিধানিক অঙ্গীকার নির্ধারণ করা হয়। সেই সর্বত্র প্রসারিত মানসম্মত সার্বজনীন শিক্ষার শক্তি ভিত্তির উপর শিক্ষার অন্যান্য স্তরগুলোর উপরিকাঠামো তৈরীর কাজটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের জন্য এই উপলব্ধির আলোকে একটি উপযুক্ত শিক্ষানীতি সুপারিশের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নির্দেশে সর্বপ্রথম শিক্ষা কমিশন কুদরত-ই-খুদা কমিশন গঠিত হয়। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রমকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়-

Dhaka University Institutional Repository

ক) অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা

খ) উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা

গ) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা

২.৮.১ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ-

কোন রকম আয়োজন ছাড়া যে শিক্ষা কার্যক্রম সম্পাদিত হয় তাকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলে। এটি সার্বজনীন শিক্ষা। এই শিক্ষার সাথে বাংলাদেশের অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জড়িত। যেমন-

- বাংলাদেশ মসজিদ মিশন
- আহসানিয়া মিশন
- বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতি
- UCEP (Under Previleged Children Education Programme)
- BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee)
- VIRC (Village Education Resource Center)
- BACD (Bangladesh Association for Community Development)

খ) উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও বর্তমান অবস্থার সাথে সংগতি রেখে কম সময়ে ও কম খরচে একক কর্মসূচীর মাধ্যমে যে শিক্ষা প্রদান করা হয় তাকে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলে। যারা শিক্ষার বয়সে নানা কারণে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি তাদের জন্য এ জাতীয় শিক্ষার আয়োজন করা হয়।

উদ্দেশ্য ঃ-

- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।
- জনগণকে কর্মে অনুপ্রেরণা দানের জন্য মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা।
- পরনির্ভশীলতা রোধ।
- পণ্যের মান উন্নয়ন।
- সম্পদ উন্নয়ন, ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

২.৮.২ উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ৩টি পর্যায়ে বিভক্ত ঃ-

সরকারি পর্যায়	সায়ত্তশাসিত	বেসরকারি পর্যায়
১) গণশিক্ষা কর্মসূচী ২) কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৩) গ্রামীণ সেবা বিভাগ ৪) ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র ৫) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৬) কর্মকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ ৭) মহিলা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্প।	কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)	১) ব্রাক ২) গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩) গণসাহায্য কেন্দ্র ৪) আহসানিয়া মিশন ৫) পল্লী সম্পদ ব্যবহার শিক্ষা কেন্দ্র, ইত্যাদি।

২.৮.৩ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামো ঃ- ১৯৭৪ সালের ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতি প্রতিবেদন ও ১৯৭৭ সালের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত শিক্ষা কাঠামো বিদ্যমান বাংলাদেশে।

ক্রমিক নং	স্তরের নাম	বয়স	শ্রেণী	শিক্ষাকাল	প্রতিষ্ঠানের নাম
১.	প্রাক প্রাথমিক স্তর	৩-৫ বছর	১ম শ্রেণী হতে ২য় শ্রেণী পর্যন্ত	৫ বছর	কোন প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হয় না।
২.	প্রাথমিক স্তর	৬-১১ বছর	৩য় শ্রেণী হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত	৩ বছর	প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩.	নিম্ন মাধ্যমিক স্তর	১১-১৪ বছর	৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত	৩ বছর	নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়
৪.	মাধ্যমিক স্তর	১৪-১৬ বছর	৯ম শ্রেণী হতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত	২ বছর	হাই স্কুল সমূহ
৫.	উচ্চ মাধ্যমিক স্তর	১৬-১৮ বছর	একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী	২ বছর	ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও ডিগ্রী কলেজ সমূহ যেখানে–

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	স্তরের নাম	বয়স	শ্রেণী	শিক্ষাকাল	প্রতিষ্ঠানের নাম
					ইন্টারমিডিয়েট পড়ে।
৬.	মাদ্রাসা শিক্ষা এবতেদায়ী	৬-১১ বছর	প্রাথমিক	৫ বছর	এবতেদায়ী মাদ্রাসা
	দাখিল	১১-১৬ বছর	মাধ্যমিক	৫ বছর	জুনিয়র মাদ্রাসা
	আলিম	১৬-১৮ বছর	উচ্চমাধ্যমিক	২ বছর	আলিম মাদ্রাসা
	ফাজিল	১৮-২০ বছর	স্নাতক	২ বছর	সিনিয়র মাদ্রাসা
	কামিল	২০-২২ বছর	স্নাতকোত্তর	২ বছর	সিনিয়র মাদ্রাসা
৭.	কারিগরি শিক্ষা ঃ- সার্টিফিকেট কোর্স ডিপ্লোমা কোর্স স্নাতক কোর্স স্নাতকোত্তর	৯ম-১০ম দ্বাদশ		২ বছর	ভকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ৫১টি
				৩ বছর	২০টি পলিটেকনিক ও ৩টি মনোপলিটেকনিক
				৪ বছর	বুয়েট ও BIT এবং লেদার টেক্সটাইল টেকনোলজী
				২ বছর	বুয়েট
৮.	উচ্চশিক্ষা	১৮-২২ বছর	স্নাতক স্নাতকোত্তর ও পি এইচ ডি	৪ বছর ২ বছর	বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ

Dhaka University Institutional Repository

২.৯ প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষানীতি ঃ-

ড: কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে দেশে নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হচ্ছে। জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে প্রধান করে ৮ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে ১৬ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটি গঠিত হয়। এতে ২৪টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাস্তবায়নযোগ্য এ শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হচ্ছে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা চালু, প্রাথমিক শিক্ষার ১১টি লক্ষ্য নির্ধারণ, পঞ্চম শ্রেণীতে সমাপণী এবং অষ্টম শ্রেণীতে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পাবলিক পরীক্ষা, এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী চালু, নৈতিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ, অন্তর্ভূক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা, দেশে বিরাজমান আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ত শিক্ষাব্যবস্থা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠন, একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন, একটি সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রবর্তন। নিম্নে নতুন শিক্ষানীতিতে বিভিন্ন স্তরের জন্য প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম কাঠামো ছকের সাহায্যে দেখানো হলো ঃ-

২.৯.১ প্রাথমিক শিক্ষাস্তর ঃ-

ক. প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম কাঠামো

শ্রেণী	সাধারণ		মাদরাসা		মন্তব্য
	বিষয়	নম্বর	বিষয়	নম্বর	
১ম ও ২য় (আবশ্যিক)	১. বাংলা	১০০	বাংলা	১০০	কোন আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না।
	২. গণিত	১০০	গণিত	১০০	
	৩. ইংরেজি	১০০	ইংরেজি	১০০	
অতিরিক্ত বিষয়	৪. ললিতকলা	১০০	আরবী	১০০	
৩য়, ৪র্থ ও ৫ম (আবশ্যিক)	বাংলা	১০০	বাংলা	১০০	
	গণিত	১০০	গণিত	১০০	
	ইংরেজি	১০০	ইংরেজি	১০০	
	জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশ	১০০	জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশ	১০০	
	বাংলাদেশ স্টাডিজ	১০০	বাংলাদেশ স্টাডিজ	১০০	
	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা।	১০০	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা।	১০০	

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণী	সাধারণ		মাদরাসা		মন্তব্য
অতিরিক্ত বিষয়	ললিতকলা/ইংরেজি মাধ্যমের জন্য তাদের উপযোগী বিষয়	১০০	কোরআন ও তাজবিদ আরবি ১ম পত্র আকাইদ ও ফিকহ আরবি ২য় পত্র (শুধুমাত্র ৫ম শ্রেণীতে)	১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০	
৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী	বাংলা গণিত ইংরেজি সাধারণ বিজ্ঞান তথ্যপ্রযুক্তি বাংলাদেশ স্টাডিজ কর্মমুখী শিক্ষা জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০	বাংলা গণিত ইংরেজি সাধারণ বিজ্ঞান তথ্যপ্রযুক্তি বাংলাদেশ স্টাডিজ কর্মমুখী শিক্ষা জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০	
অতিরিক্ত বিষয়	ললিতকলা/ইংরেজি মাধ্যমের জন্য তাদের উপযোগী বিষয়	১০০	কোরআন আকাইদ ও ফিকাহ আরবী	১০০ ১০০ ১০০	

Dhaka University Institutional Repository

২.৯.২ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর ঃ

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বিষয় তালিকা (৯ম ও ১০ম শ্রেণী)

সাধারণ	ভোকেশনাল শিক্ষা	মাদরাসা শিক্ষা
ক. আবশ্যিক বিষয় (সকল শাখার জন্য) ৭০০	ক. আবশ্যিক বিষয় ৭০০	ক. আবশ্যিক বিষয়
১. বাংলা ২০০	১. বাংলা ২০০	(সকল শাখার জন্য) ৮০০
২. ইংরেজি ২০০	২. ইংরেজি ২০০	১. বাংলা ২০০
৩. গণিত ১০০	৩. গণিত ১০০	২. ইংরেজি ২০০
৪. সামাজিক বিজ্ঞান ১০০	৪. সামাজিক বিজ্ঞান ১০০	৩. গণিত ১০০
(Bangladesh Studies)	(Bangladesh Studies)	৪. আল-কুরআন ১০০
৫. তথ্য প্রযুক্তি ১০০	৫. তথ্য প্রযুক্তি ১০০	৫. হাদিস ও ফিকাহ ১০০
		৬. আরবি ১০০
খ. বিজ্ঞান শাখা	খ. অন্যান্য আবশ্যিক বিষয়সমূহ৩০০	বিজ্ঞান শিক্ষা
নৈর্ব্যচনিক বিষয়	১. উচ্চতর গণিত ১০০	১. পদার্থ ১০০
১. উচ্চতর গণিত ১০০	২. পদার্থ বিজ্ঞান ১০০	২. রসায়ন বিজ্ঞান ১০০
২. পদার্থ বিজ্ঞান ১০০	৩. রসায়ন ১০০	জীব বিজ্ঞান/উচ্চতর গণিত ১০০
৩. রসায়ন বিজ্ঞান ১০০		
৪. জীব বিজ্ঞান ১০০		
ঐচ্ছিক বিষয় (যেকোন একটি) ১০০	গ. নৈর্ব্যচনিক বিষয়সমূহ	ঐচ্ছিক বিষয় (যেকোন ১টি)
১. কৃষি শিক্ষা	১. ভোকেশনাল ট্রেড ৩০০	১. তথ্যপ্রযুক্তি
২. গার্হস্থ্য অর্থনীতি	২. বাস্তব প্রশিক্ষণ ১০০	২. বাংলাদেশ ষ্ট্যাডিজ
৩. ভূগোল		৩. জীব বিজ্ঞান
৪. কর্মমুখী শিক্ষা	ঘ. ঐচ্ছিক বিষয়	৪. উচ্চতর গণিত
৫. বেসিক ট্রেড	১. ধর্ম শিক্ষা	৫. কৃষি শিক্ষা
৬. হিসাব বিজ্ঞান	১০০	৬. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান
৭. আরবি অথবা সংস্কৃতি অথবা পালি	২. ট্রেড বিজ্ঞান	৭. কর্মমূখী শিক্ষা
৮. সংগীত		৮. বেসিক ট্রেড
৯. শারীরিক শিক্ষা		৯. হিসাব বিজ্ঞান
	বৃত্তিমূলক ট্রেডসমূহ	১০. বিদুৎ বিদ্যা
মানবিক শাখা	*কৃষি উপশাখা ঃ*	১১. গার্মেন্টস
নৈর্ব্যচনিক বিষয়	১. অ্যাকোয়া কালচার	১২. অটো সার্ভিস
১. ইতিহাস ১০০	২. এগ্রো-বেজড থুড	১৩. উচ্চতর ইংরেজি
২. ভূগোল ১০০	৩. ডেইরি	১৪. সামাজিক বিজ্ঞান
৩. অর্থনীতি/পৌরনীতি ১০০	৪. ফার্ম মেশিনারি	১৫. ইসলামের ইতিহাস
সাধারণ বিজ্ঞান ১০০	৫. ফ্লেরি কালচার	১৬. উর্দূ
	৬. হর্টি কালচার	১৭. ফিক্‌হ ও আকাইদ
	৭. মিল্ক এন্ড মিল্ক প্রোডাক্টস	১৮. আল হাদীস
		১৯. স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান
ঐচ্ছিক বিষয় (একটি ঐচ্ছিক)	*ইঞ্জিনিয়ারিং উপ-শাখা ঃ*	*মানবিক শাখা*
১. অর্থনীতি ১০০	১. আর্কেটয় ওয়েল্ডিং	*নৈর্ব্যচনিক*
২. পৌরনীতি	২. অটোমোটিভ	১. আল হাদিস
৩. কৃষি শিক্ষা	৩. কেবল জয়েন্টার	২. ফিক্‌হ ও উসুলে ফিক্‌হ
৪. গার্হস্থ্য অর্থনীতি	৪. কর্পেন্টিং	৩. সাধারণ বিজ্ঞান
৫. উচ্চতর ইংরেজি	৫. সিরামিক্স	
৬. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	৬. সিভিল কন্সট্রাকশন (মেসিনারি)	*ঐচ্ছিক বিষয়*
৭. আরবি/সংস্কৃতি/পালি	৭. ড্রাফটিং (সিভিল)	১. তথ্যপ্রযুক্তি

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ	ভোকেশনাল শিক্ষা	মাদরাসা শিক্ষা
১০. চারু ও কারুকলা ১১. হিসাব বিজ্ঞান ১২. সংগীত ১৩. শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া ব্যবসায় শিক্ষা শাখা ১. ব্যবসায় পরিচিতি ২. হিসাব বিজ্ঞান ৩. ব্যবসায় উদ্যোগ অথবা বাণিজ্যিক ভূগোল ৪. সাধারণ বিজ্ঞান **ঐচ্ছিক বিষয় (একটি) ১০০** ১. তথ্যপ্রযুক্তি ২. বাণিজ্যিক ভূগোল ৩. ব্যবসায় উদ্যাগ ৪. অর্থায়ন ও উৎপাদন ৫. বিপর্নন ৬. কৃষি শিক্ষা ৭. গার্হস্থ্য অর্থনীতি ৮. উচ্চতর গণিত ৯. কর্মমূখী শিক্ষা ১০. বেসিক ট্রেড্র ১১. আরবি/সংস্কৃতি/পালি ১. সংগীত	৮. ইলেক্ট্রিকাল লাইনম্যান ৯. কাউন্ড্রি ১০. জেনারেল ইলেক্ট্রিসিয়ান ১১. জেনারেল মেকানিক্স ১২. হাউজ ওয়্যারিং ১৩. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রিশিয়ান ১৪. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স ১৫. মেশিনিস্ট ১৬. প্যাটার্ন মেচিং ১৭. রেডিও এন্ড টি ভি ১৮. প্লাম্বি এন্ড পাইপ টিটিং ১৯. রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিংস (ইন্ডাস্ট্রিয়াল) ২০. ট্যানারি ২১. ওয়েল্ডিং **ইনফরমেশন উপ-শাখাঃ** ১. কম্পিউটার মেকানিক ২. কম্পিউটার অপারেটর **লেদার উপ-শাখাঃ** ১. ফুটওয়্যার ২. লেদার প্রোডাক্টস ৩. লেদার ট্যানিং **সার্ভিস উপ-শাখাঃ** ১. কুকিং ২. ড্রাইভিং ৩. ফুড প্রসেসিং এন্ড প্রিজার্ভেশন ৪. হেয়র ড্রেসিং ৫. পেইন্টার ৬. সেলসম্যানশিপ **টেক্সটাইল উপ-শাখাঃ** ১. ড্রেস মেকিং ২. ডাইং, প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং ৩. গামেন্টর্স ম্যানুফ্যাকচারিং ৪. নিটিং ৫. স্পিনিং ৬. উইভিং/ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং **বিবিধ বৃত্তি উপ-শাখাঃ** ১. ফরেস্টি ২. প্রিন্টিং ৩. সেরিকালচার	২. কৃষি শিক্ষা ৩. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ৪. কর্মমুখী শিক্ষা ৫. বেসিক ট্রেড ৬. হিসাব বিজ্ঞান ৭. বিদ্যুৎ বিদ্যা ৮. গার্মেন্টস ৯. অটো সার্ভিস ১০. উচ্চতব ইংরেজি ১১. সামাজিক বিজ্ঞান ১২. ইসলামের ইতিহাস ১৩. উর্দূ ২০. ফারসী ১৪. ফিকহ ও আকাইদ ১৫. আল-হাদিস ১৬. স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান **ব্যবসায় শিক্ষা** **বৈর্ব্যচনিক বিষয়** ১. ব্যবসায় নিতি ১০০ ২. হিসাব বিজ্ঞান ১০০ ৩. ব্যবসায় উদ্যোগ/ বাণিজ্যিক ভূগোল ১০০ ঐচ্ছিক বিষয় ১. অর্থায়ান ও উৎপাদন ২. বিপনন ৩. তথ্যপ্রযুক্তি ৪. কৃষি শিক্ষা ৫. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ৬. কর্মমুখি শিক্ষা ৭. বেসিক ট্রেড ৮. বিদ্যুৎ বিদ্যা ৯. গার্মেন্টস ১০. অটো সার্ভিস ১১. উচ্চতর ইংরেজি ১২. সামাজিক বিজ্ঞান ১৩. ইসলামের ইতিহাস ১৪. উর্দূ ১৫. ফারসী ১৬. ফিকস ও আকাইদ ১৭. আল-হাদিস ১৮. স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান

Dhaka University Institutional Repository

খ. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বিষয় তালিকা (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী)

১. সাধারণ শিক্ষা ঃ

বিজ্ঞান		মানবিক		ব্যবসায় শিক্ষা	
ক. আবশ্যিক বিষয়	৬০০	ক. আবশ্যিক বিষয়	৬০০	ক. আবশ্যিক বিষয়	৬০০
১. বাংলা	২০০	১. বাংলা	২০০	১. বাংলা	২০০
২. ইংরেজি	২০০	২. ইংরেজি	২০০	২. ইংরেজি	২০০
৩. সাধারণ গণিত	১০০	৩. সাধারণ গণিত	১০০	৩. সাধারণ গণিত	১০০
৪. সামাজিক বিজ্ঞান (Bangladesh Studies)	১০০	৪. সামাজিক বিজ্ঞান (Bangladesh Studies)	১০০	৪. সামাজিক বিজ্ঞান (Bangladesh Studies)	১০০
নৈর্ব্যাচনিক বিষয়	৬০০	নৈর্ব্যাচনিক বিষয়	৪০০	নৈর্ব্যাচনিক বিষয়	৪০০
১. পদার্থ বিজ্ঞান	২০০	১. অর্থনীতি	২০০	১. ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ	২০০
২. রসায়ন বিজ্ঞান	২০০	২. সমাজবিজ্ঞান	২০০	২. হিসাব বিজ্ঞান	২০০
৩. উচ্চতর গণিত	২০০				
ঐচ্ছিক বিষয় (যেকোন একটি)	২০০	নৈর্ব্যচনিক-১ ও ঐচ্ছিক-১	৪০০	নৈর্ব্যচনিক-১ ও ঐচ্ছিক-১	
১. জীব বিজ্ঞান		১. যুক্তি বিদ্যা		১. ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা	
২. তথ্যপ্রযুক্তি		২. উচ্চতর বাংলা		২. অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল	
৩. ভূগোল		৩. উচ্চতর ইংরেজি		৩. অর্থায়ন, উৎপাদন ও বিপণন	
৪. মনোবিজ্ঞান		৪. গণিত		৪. তথ্যপ্রযুক্তি	
৫. পরিসংখ্যান		৫. পরিসংখ্যা		৫. কৃষি বিজ্ঞান	
৬. কৃষি বিজ্ঞান		৬. অর্থনীতি		৬. পরিসংখ্যান	
৭. হিসাব বিজ্ঞান		৭. পৌরনীতি		৭. সাচিবিদ বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা	
৮. আরবি/সংস্কৃতি		৮. ভূগোল		৮. আরবি/সংস্কৃতি/পালি	
৯. আইন শিক্ষা		৯. মনোবিজ্ঞান		৯. আইন শিক্ষা	
১০. ক্রীড়াঃ		১০. সমাজ কল্যাণ			
ফুটবল/হকি/ক্রিকেট/টেনিস		১১. সমাজ বিজ্ঞান			
ভলিবল/সাঁতার/অ্যাথলেটিকস।*		১২. গার্হস্থ্য অর্থনীতি			
		১৩. আরবি/সংস্কৃতি/পালি			
		১৪. ইসলামি শিক্ষা			
		১৫. ইতিহাস/ইলামের ইতিহাস			
		১৬. সংগীত			
		১৭. উচ্চঙ্গ সংগীত			
		১৮. চারু ও কারুকলা			
		১৯. নাট্যকলা			
		২০. কৃষি শিক্ষা			
		২১. তথ্যপ্রযুক্তি			
		২২. হিসাব বিজ্ঞান			
		২৩. শিক্ষক শিক্ষণ			
		২৪. আইন শিক্ষা			
		২৫. ক্রীড়া			
		ফুটবল/হকি/ক্রিকেট/টেবিল টেনিস/ ভলিবল/সাঁতার/বক্সিং/ অ্যাথলেটিক্স			

Dhaka University Institutional Repository

২. ভোকেশনাল শিক্ষা (উপ-ব্যবস্থা)		৩. মাদরাসা শিক্ষা (উপ-ব্যবস্থা)	
ক. আবশ্যিক বিষয়		ক. আবশ্যিক বিষয়	
১. বাংলা	২০০	১. বাংলা	২০০
২. ইংরেজি	২০০	২. ইংরেজি	২০০
৩. সাধারণ গণিত	১০০	৩. সাধারণ গণিত	১০০
৪. সামাজিক বিজ্ঞান (Bangladesh Studies)	১০০	৪. সামাজিক বিজ্ঞান (Bangladesh Studies)	১০০
		৫. আল কুরআন	১০০
		৬. আল হাদিস	১০০
নৈর্ব্যচনিক বিষয়		**ক. বিজ্ঞান শাখা**	
১. পদার্থ বিজ্ঞান	১০০	**নৈর্ব্যচনিক বিষয়**	
২. রসায়ন বিজ্ঞান	১০০	১. পদার্থ বিজ্ঞান	২০০
৩. জীব বিজ্ঞান	১০০	২. রসায়ন বিজ্ঞান	২০০
৪. উচ্চতর গণিত	১০০	৩. জীববিজ্ঞান/গণিত	২০০
(সাধারণ শাখা নবম দশম শ্রেণীর সমতুল্য)			
ঐচ্ছিক বিষয়		ঐচ্ছিক বিষয় ১টি	২০০
ক. একটি ভোকেশনাল ট্রেড	৩০০	১. আরবি	
খ. সংশ্লিষ্ট ট্রেডে বাস্তব প্রশিক্ষণ	১০০	২. ফিক্‌হ/উসূলে ফিক্‌হ	
১. এ্যাকোয়াকালচার		৩. গণিত/জীববিজ্ঞান	
২. এগ্রো-বেজড্ ফুড		৪. তথ্যপ্রযুক্তি	
৩. আর্মেচার ওয়াইন্ডিং		৫. কৃষিশিক্ষা	
৪. অটো ইলেকট্রিশিয়ান		৬. গার্হস্থ্য	
৫. অটোমোটিভ			
৬. কেবল জয়েন্টার			
৭. কার্পেন্ট্রি			
৮. সিরামিক্স		**খ. মানবিক**	
৯. সিভিল কন্সট্রাকশন (মেসনারি)		**নৈর্বাচনিক বিষয়**	
১০. কম্পিউটার মেকানিক্স		১. ফরায়েজ ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ	১০০
১১. কম্পিউটার অপারেটর		২. আরবী	১০০
১২. বুকিং		৩. ইসলামের ইতিহাস	২০০
১৩. ডেয়ারি		৪. বালাগাত ও মানতিক	২০০
১৪. ডেন্টিং এ্যান্ড পেইন্টিং			
১৫. ড্রাফটিং (মেকানিক্যাল)		ঐচ্ছিক বিষয় ১টি	
১৬. ড্রাইভিং (সিভিল)		১. উচ্চতর ইংরেজি	
১৭. ড্রাইভিং		২. পৌরনীতি	
১৮. ডাইং, প্রিন্টিং এ্যান্ড ফিনিশিং		৩. উর্দু	
১৯. ইলেকট্রিক্যাল লাইনম্যান		৪. ফার্সি	
২০. ফার্ম মেশিনারি		৫. ইসলামিক অর্থনীতি	
২১. ফ্লোরিকালচার		৬. তথ্যপ্রযুক্তি	
২২. ফুড প্রসিসিং এ্যান্ড প্রিজার্ভেশন		৭. কৃষি অর্থনীতি	

Dhaka University Institutional Repository

২. ভোকেশনাল শিক্ষা (উপ-ব্যবস্থা)		৩. মাদরাসা শিক্ষা (উপ-ব্যবস্থা)	
২৩. ফরেস্ট্রি		৮. গার্হস্থ্য অর্থনীতি	
২৪. ফাউন্ডি			১০০
২৫. গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং		গ. ব্যবসায় শিক্ষা	১০০
২৬. জেনারেল ইলেকট্রিশিয়ান		নৈর্বাচনিক বিষয়	২০০
২৭. জেনারেল মেকানিক্স		১. ফরায়েজ, ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ	২০০
২৮. হেয়ার ড্রেসিং		২. আরবী	২০০
২৯. হর্টিকালচার		৩. ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ	
৩০. হাউজ ওয়ারিং		৪. হিসাব বিজ্ঞান	
৩১. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রিশিয়ান			
৩২. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স			
৩৩. নিটিং		ঐচ্ছিক বিষয় ১টি	
৩৪. লেদার		১. অর্থায়ন ও উৎপাদন এবং বিপনন	
৩৫. মেশিনিষ্ট		২. অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল	
৩৬. মিল্ক এ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্টস		৩. পরিসংখ্যান	
৩৭. পেইন্টার		৪. তথ্যপ্রযুক্তি	
৩৮. প্যাটার্ণ মেকিং		৫. সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা	
৩৯. প্লাম্বিং এ্যান্ড পাইপ ফিটিং		৬. ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা	
৪০. পোল্ট্রিং			
৪১. প্রিন্টিং			
৪২. রেডিও এ্যান্ড টিভি			
৪৩. রেফ্রিজারেশন এ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনং (ডোমেটিক)			
৪৪. রেফ্রিজারেশন এ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং (ইন্ডাষ্ট্রিয়াল)			
৪৫. সেলসম্যানশিপ			
৪৬. সেরিকালচার			
৪৭. স্পিনিং			
৪৮. টার্নার			
৪৯. উইভিং			
৫০. ওয়েল্ডিং ইত্যাদি			

Dhaka University Institutional Repository

১.৯.৩ কারিগরি শিক্ষান্তর।

কারিগরি শিক্ষার পথ নির্দেশিকা

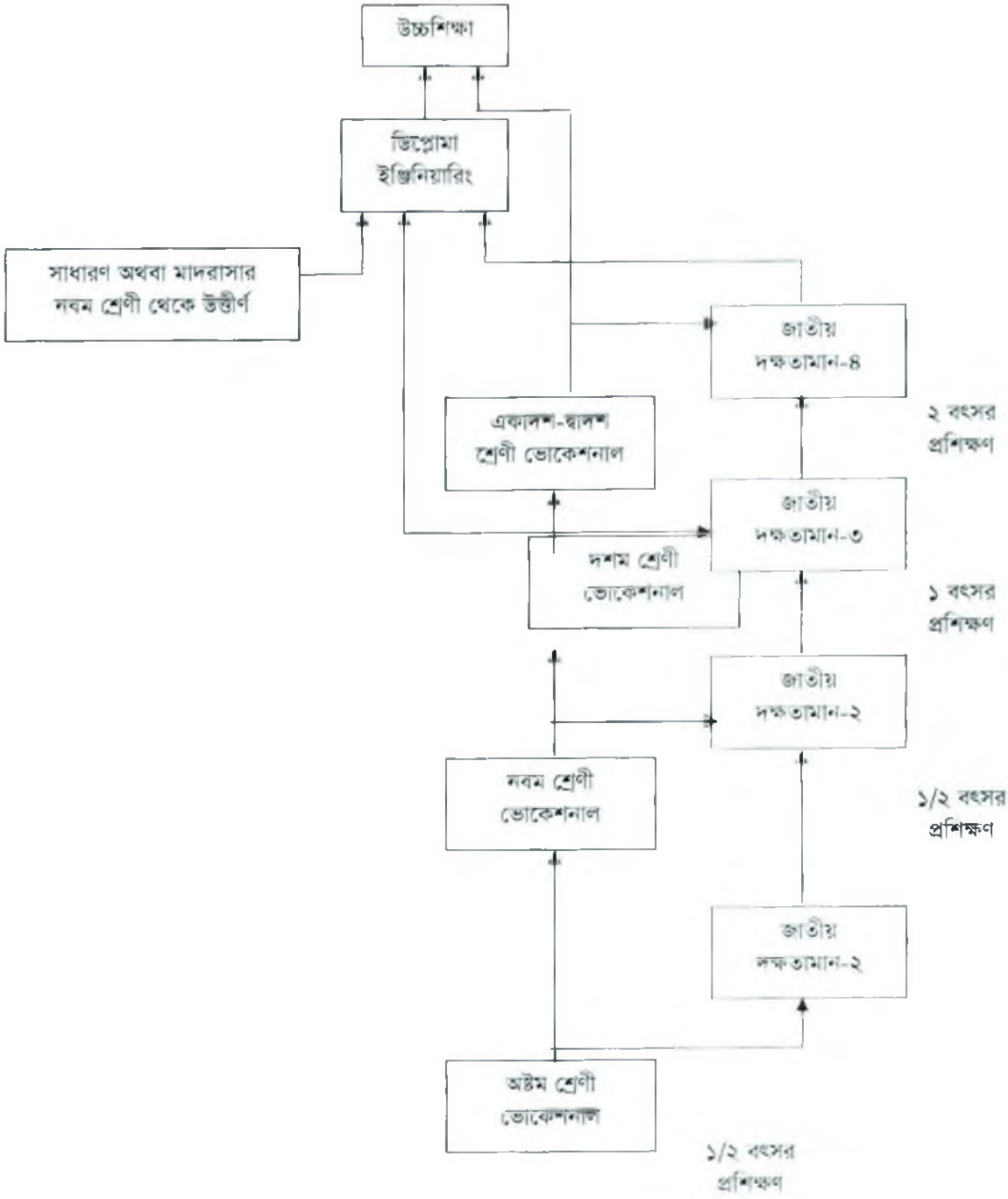

Dhaka University Institutional Repository

নতুন শিক্ষানীতির সমালোচনা :

নতুন শিক্ষানীতিতে অবহেলিত মাধ্যমিক স্তরের ব্যাপ্তি বেড়ে, সুযোগ ও চাহিদা পূরণের কোন প্রকার দিক নির্দেশনা নেই। বিদ্যমান মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষায় সংকট, শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণসহ অবকাঠামোগত সমস্যার কোন দিক নির্দেশনা নেই। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক স্তরের জন্য পৃথক ও আলাদা শিক্ষা অধিদপ্তর গড়ে তোলার জন্য শিক্ষকদের দাবীর প্রতি কোন দিক নির্দেশনা নেই।

বিশেষায়িত শিক্ষার প্রতি প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার জন্য কিছু প্রস্তাবনা রয়েছে। কিন্তু এ সব প্রস্তাবনা ও সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য যে ধরনের অবকাঠামো ও যোগ্য শিক্ষক দরকার তা পূরণের সুনির্দিষ্ট কোন দিক নির্দেশনা নেই।

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় শিক্ষার প্রাথমিক, এবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষার মতো অন্য সাধারণ বিষয়গুলোকে বাধ্যতামূলক করা হবে। এর দ্বারা ধর্মীয় সিলেবাসকে সংকুচিত করে সাধারণ বিষয়গুলোকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ফলে ধর্মীয় বিষয়গুলোর গুরুত্ব কমে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাথমিক শিক্ষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্রমবিকাশের ধারা ঃ

৩.১ প্রাথমিক শিক্ষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ঃ

পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ঊনিশ শতকের শেষভাগ থেকে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ শুরু হয়। প্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে জাপানে ঊনিশ শতকেই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক যে শিশু অধিকারের ঘোষণা গৃহীত হয় তাতে প্রতিটি শিশুর শিক্ষালাভের অধিকারের কথা বর্ণিত হয়েছে।

৩.১.১ জাতিসংঘের ঘোষণা ঃ-

১৯৪৮ এবং ১৯৫৯ সালের ২টা ঘোষণাতেই প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা আন্তর্জাতিকভাবে মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯২৪ সালের জেনেভা ঘোষণায় শিশুদের শিক্ষার অধিকারের কথা বর্ণিত হয়েছে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ সম্মেলনে মানবাধিকার সংক্রান্ত সার্বজনীন ঘোষণায় উল্লেখ করা হয় যে, শিক্ষায় সকলের অধিকার রয়েছে। কমপক্ষে শিক্ষার মৌলিক ও প্রাথমিক স্তর হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সবার জন্য প্রাপ্তিসাধ্য করতে হবে এবং উচ্চ শিক্ষা মেধানুসারে সমভাবে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৫৯ সালের ২০ ডিসেম্বর শিশু অধিকার বিষয়ে ১০টি নীতি গ্রহণ করা হয়। এই নীতিগুলোর ৭নং নীতিতে বলা হয়েছে, শিশু খেলাধুলা, বিনোদন এবং স্বার্থরক্ষার উপযোগী নির্দেশনাসহ শিক্ষা বিশেষত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়ার অধিকার ভোগ করবে। ১৯৮৯ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হওয়ার মধ্যে দিয়ে সমগ্র বিশ্বের শিশুর মৌলিক শিক্ষার অধিকার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে। এ সনদে বিশ্বের শত কোটি শিশুর আশা আকাঙ্খার প্রতিফলিত হয়েছে। জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো এ যাবৎকালে নেয়া সনদগুলোর মধ্যে শিশু অধিকার সনদকে সবচেয়ে প্রগতিশীল ও সুনির্দিষ্ট মানবাধিকার চুক্তি বলে ব্যপক ভাবে বিবেচনা করা হয়। ৫৪টি অনুচ্ছদের এ সনদে শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার, ক্ষতির পরিবেশ থেকে সুরক্ষার অধিকার, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অংশগ্রহণের অধিকার, মানবিক ও মানসিক উন্নয়নের অধিকার নিশ্চিত করণার্থে শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ সনদের

Dhaka University Institutional Repository

২৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকারকে স্বীকার করে সকলের জন্য সমান সুযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও বিনা খরচে শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দেবে। সনদের ২৯ অনুচ্ছেদে শিশুর শিক্ষার লক্ষ্য বিধৃত হয়েছে। অপরদিকে ILO- তে শিক্ষাকে শিশুদের জন্য একমাত্র স্বীকৃত কাজ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুর জন্য সকল প্রকার শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং শিশুর শিক্ষা তার জন্য কোন বাড়তি সুযোগ বা অনুগ্রহ না বরং এটি তার মৌলিক অধিকার। এ কথা আজ বিশ্বজন স্বীকৃত। তাই প্রাথমিক শিক্ষা সামাজিক আন্দোলনে রুপ নিয়েছে।

৩.১.২ UNESCO কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী ঃ-

UNESCO, Asia-Pacific Programme of Education for All- সংক্ষেপে APPEAL নামে এক ব্যপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এ কর্মসূচীর লক্ষ্য হচ্ছে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে সাক্ষরতার বিস্তার, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও চলমান শিক্ষার সম্প্রসারণ। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা আঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত। বয়স্ক শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষিত করে তোলার অর্থ হবে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী রূপায়নে বড় ধরণের সাহায্য করা। পক্ষান্তরে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিরক্ষরতা দূরীকরণকে তরান্বিত করবে।

৩.১.৩ করাচী সিদ্ধান্ত ঃ-

১৯৬০ সালে সর্বপ্রথম UNESCO এর উদ্যোগে পাকিস্তানের করাচীতে অনুষ্ঠিত এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর সম্মেলনে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। করাচী সিদ্ধান্তে বলা হয় ১৯৬০ সনের পরবর্তী ২০ বছরের মধ্যে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রত্যেকটি দেশ কমপক্ষে ৭ বছর মেয়াদী সার্বজনীন ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবে।

৩.১.৪ তেহরান সিদ্ধান্ত ঃ-

শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইরানের রাজধানী তেহরানে ১৯৬৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ দিনব্যপী এক সম্মেলনের আয়োজন করে

Dhaka University Institutional Repository

UNESCO। এ সম্মেলনে ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে পৃথিবীর ৮৯টি দেশের শিক্ষামন্ত্রীরা যোগদান করেন। তখনই ৮ সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩.১.৫ ব্যংকক সিদ্ধান্ত ঃ-

১৯৮৫ সালের মার্চ মাসের ৪-১১ তারিখ পর্যন্ত থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যংককে অনুষ্ঠিত হয় "Ministers of Education and those Responsible for Education Planning in Asia and Pacific" সম্মেলনে। এই সম্মেলনে এতদঞ্চলের দেশগুলোতে ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩.১.৬ বিশ্ব শিশু সম্মেলন ঃ-

১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার নিউইয়র্ক এ অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব শিশুদের বেঁচে থাকা, সুরক্ষা ও উন্নয়নের বিশ্ব ঘোষণা। এ সম্মেলনে শিশুদের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক নিরক্ষরতা হ্রাসকরণ, মেয়ে ছেলে নির্বিশেষে সবার জন্য মৌলিক শিক্ষা এবং ২০০০ সালের মধ্যে অন্তত ৮০% শিশুর প্রাথমিক স্কুল শিক্ষা সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশ এ ঘোষণার অন্যতম সাক্ষরকারী দেশ।

৩.১.৭ ডাকার সম্মেলন ঃ-

২০০০ সালের এপ্রিল এ সেনেগালের রাজধানী ডাকার এ উন্নয়ন সংক্রান্ত বহু সংগঠনের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৬টি উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়। ডাকার ঘোষণায় ঘোষিত ৬টি লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি দেশে একটি করে 'জাতীয় সবার জন্য শিক্ষা কমিটি' গঠনের কথা বলা হয়েছে। এই কমিটি সম্মেলনে গৃহীত লক্ষ্য অর্জনে একটি জাতীয় কার্যপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে ও তা বাস্তবায়ন করবে। পাশাপাশি কমিটি লক্ষ্য বাস্তবায়নে অর্জিত গতি ও তার বাধাসমূহ নিরীক্ষণ করে তা দূর করার পদক্ষেপ নেবে। কমিটিকে পুরোপুরি গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক করার জন্য এতে সমাজের সকল শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। ২০০২ সালের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ডাকার ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য ১৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৮ জমতিয়েন সম্মেলন ঃ-

সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলন যা জমতিয়েন সম্মেলন নামে পরিচিত। থাইল্যান্ডের সমুদ্র উপকূলবর্তী শহর জমতিয়েনে ৫-৯ মার্চ ১৯৯০ পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বব্যাংক, UNDP, UNICEF, UNESCO এর যৌথ উদ্যোগে ৯-১১ ডিসেম্বর ১৯৮৫ ঢাকায় দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া অঞ্চলের শিক্ষামন্ত্রী ও সচীব পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত মোট ৯টি আঞ্চলিক সম্মেলনের মধ্যে এটি একটি ছিল। জমতিয়েনের এ বিশ্ব সম্মেলনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং সংশ্লিষ্ট কয়েকটি দেশের সরকার প্রধানসহ ১৫০টি দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধি দল যোগদান করেন। এ ধরণের সম্মেলন এটাই প্রথম। বিশ্বের সর্বঅঞ্চলের প্রতিনিধিদের অঙ্গীকারে সমৃদ্ধ হয়ে ঘোষিত এই ঘোষণার মূল কথাগুলো নিম্নরূপ ঃ-

- সকলের মৌলিক শিক্ষার চাহিদা পূরণ।
- দৃষ্টিভঙ্গী গঠন।
- সার্বজনীন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও সমতার বিস্তৃতি।
- শিক্ষা অর্জনের প্রতি গুরুত্বপ্রদান।
- মৌলিক শিক্ষার পদ্ধতি ও পরিধি বিস্তৃতকরণ।
- শিক্ষার পরিবেশ উন্নতকরণ।
- অংশীদারিত্ব শক্তিশালীকরণ।
- প্রাসঙ্গিক সমর্থক নীতিমালা গঠণ।
- সম্পদ সংগ্রহ।
- আন্তর্জাতিক সংহতি দৃঢ়করণ।

এ সম্মেলনের উদ্দেশ্যগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ-

- প্রতিটি দেশ তাদের জাতীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে কমপক্ষে ১৪ বছর বয়সের ৮০% শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে।
- সবার জন্য মৌলিক দক্ষতা ও জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করবে।
- নিরক্ষরতার হার ব্যপকভাবে কমানোর জন্য প্রতিটি দেশ লক্ষ্য স্থির করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৯ দিল্লী সম্মেলনঃ–

১৯৯৩ সালের ১৪–১৬ ডিসেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশসহ ৯টি অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট দেশের সম্মেলন। এ সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে ২০০০ সালের মধ্যে নিরক্ষতা দূরীকরণসহ সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও ঘোষণার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালের মধ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করে নিম্নরূপ :-

- ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার ৯৫ ভাগ উন্নীতকরণ।
- ছাত্রী ভর্তির হার ৯৪ ভাগ উন্নীতকরণ।
- প্রথমিক শিক্ষা চক্র সম্পন্ন করণের হার ৭০ ভাগে উন্নীতকরণ।
- বয়স্ক শিক্ষার হার ৬২ ভাগে উন্নীতকরণ।

৩.২ বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্রমবিকাশের ধারা ঃ-

ভূমিকাঃ- বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মতো বাংলাদেশ সরকারও প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার জন্য বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। কারণ পূর্ণরুপ মানুষ হয়ে উঠার একটি প্রধান অবলম্বন হলো শিক্ষা। কাজেই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষালাভের সুযোগ প্রত্যেক শিশুকেই দিতে হবে। এ সত্য সরকার উপলব্ধি করছে। বাংলাদেশে অক্ষরজ্ঞানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাদানের প্রায় দেড় হাজার বছরের ইতিহাস রয়েছে। অবশ্য এ দীর্ঘ সময়কালে বর্তমানের বাংলাদেশ ভূখন্ড প্রাচীন অবিভক্ত ভারতে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে এতদঞ্চলের শিক্ষার লক্ষ্য ও প্রকৃতি যেমন বারবার পরিবর্তিত হয়েছে তেমনি এর ব্যবস্থাপনায় এসেছে বৈচিত্র্য। বাংলাদেশও জন্মলগ্ন থেকে শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি স্বাধীন দেশের সার্বভৌম চাহিদা ও আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটানোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.১ বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষা ঃ-

১৯৭২ সালে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের একটি উল্লেখ করা হয়। সংবিধানের ১৭ নং ধারায় বলা হয়েছে "একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা" প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত "সকল বালক বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের" ব্যবস্থা গৃহীত হবে এবং এই শিক্ষাকে "সমাজের প্রয়োজনের সাথে সংগতিপূর্ণ" করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২৩, ২৮, ৪১ এ শিক্ষা সংক্রান্ত বিধানাবলি বিধৃত হয়েছে। নিম্নে এগুলো উল্লেখিত হলো ঃ-

অনুচ্ছেদ-১৫

রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবন যাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়। যেমন-

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা ।

অনুচ্ছেদ-১৬

নগর ও গ্রামাঞ্চলে জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দুর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অনুচ্ছেদ-১৭

(ক) একই পদ্ধতির গণমূখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য;

Dhaka University Institutional Repository

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করার জন্য এবং সেই প্রয়োজনসিদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অনুচ্ছেদ-১৯

(১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

অনুচ্ছেদ-২৩

রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐহিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার এবং অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।

অনুচ্ছেদ-২৮

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

অনুচ্ছেদ-৪১

(২) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম সংক্রান্ত না হইলে তাহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

যেহেতু সংবিধান রাষ্ট্রকে শিক্ষা সম্পর্কে বর্ণিত দায়দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দিয়েছে তাই রাষ্ট্রের উচিত দেশের সকল জনগণের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.২ স্বাধীনতাপূর্ব প্রাথমিক শিক্ষা ঃ-

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নানামুখী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার বিকাশ ঘটেছে। ধারাবাহিকতা ও গুরুত্ব অনুযায়ী এসব পরিবর্তনের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ-

৩.২.২.১ প্রাচীন আমলে প্রাথমিক শিক্ষা ঃ-

প্রাচীন ভারতের অপরাপর অঞ্চলের মতো সেকালের বাংলাদেশ ভূ-খন্ডের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ধর্মকেন্দ্রিক, তাই ধর্মের ভিত্তিতে এ সময়ের শিক্ষাব্যবস্থাকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।

- বৈদিক শিক্ষা
- বৌদ্ধ শিক্ষা
- মুসলিম শিক্ষা

বৈদিক শিক্ষা ঃ-

হিন্দুদের পবিত্র ধর্ম বেদ এর উপর ভিত্তি করে বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৈদিক চিন্তাধারা ও দার্শনিক মতবাদ অনুসারে শিশুদের গড়ে তোলা। বৈদিক শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃতি। শিক্ষকরা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মন। শিক্ষকদের গুরু বলে সম্বোধন করা হতো। পুরো শিক্ষাই ছিল গুরুকেন্দ্রিক, গুরুই শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচী নির্ধারণ করতেন। শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল মৌখিক ও একমুখী। ৫ বছর বয়সে 'স্বীকরনম' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশুর শিক্ষা শুরু হতো এবং ১২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু গুরুগৃহে বাস করত। এই শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্রাহ্মন্য শিক্ষাব্যবস্থা নামে অভিহিত করা হয়। ব্রাহ্মন শিক্ষাব্যবস্থায় বর্ণবৈষম্য ছিল প্রকট। ফলে এ শিক্ষা সার্বজনীন না হয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কেন্দ্রিক হয়ে উঠে। এ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মন বালকেরা উচ্চতর জ্ঞান লাভের সুযোগ পেত। ক্ষত্রিয় বালকেরা রাজ গৌরব ও যুদ্ধবিদ্যা লাভ করত। অন্যদিকে বৈশ্য বালকেরা কৃষি ও ব্যবসা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করত। শুদ্র বালকেরা এ ব্যবস্থায় শিক্ষালাভের সুযোগ হতে বঞ্চিত হতো।

ব্রাহ্মন শিক্ষা ব্যবস্থায় তিন ধরণের বিদ্যালয় ছিল। বিদ্যালয়গুলো পরিষদ, টোল ও পাঠশালা নামে পরিচিতি লাভ করে। ব্রাহ্মনরা পরিষদ ও টোল এবং শুদ্ররা ছাড়া বাকী সকলেই পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ পেত।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠশালায় পড়ালেখা, গণনা এবং পৌরাণিক কাহিনী শিখানো হতো। শিক্ষকরা কোন বেতন পেতেন না। পূজা পার্বনে দক্ষিণা এবং ফসল উঠার সময় ফসলের একটি বিশেষ অংশ পেতেন।

বৌদ্ধ শিক্ষা ঃ-

প্রাচীন অবিভক্ত ভারতে বৈদিক শিক্ষা যুগের পরে আসে বৌদ্ধ শিক্ষা যুগ। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের অহিংস নীতির ভিত্তিতে বৌদ্ধ শিক্ষার আবির্ভাব ঘটে। বৌদ্ধ ধর্মের শেষ লক্ষ্য হলো নির্বাণ লাভ। অষ্টম বা অষ্টপন্থায় নির্বাণ লাভ ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার মূল কথা। সৎ ধ্যান, সৎ বাক্য, সৎ কর্ম, সৎ বিশ্বাস, সৎ উপার্জন, সৎ সঙ্গ, সৎ স্মৃতি হচ্ছে অষ্টমার উপাদান। শিক্ষার মাধ্যমে অষ্টমা চর্চা এবং ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দুঃখময় পৃথিবী থেকে নির্বাণ লাভ করাই হলো বৌদ্ধ শিক্ষার লক্ষ্য।

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মঠকেন্দ্রীক। এই মঠগুলোই প্রাথমিক শিক্ষার কাজ করতো। ভারতের বিহার রাজ্যের নালন্দা মঠ এবং বাংলাদেশের পাহাড়পুর এবং ময়নামতি বৌদ্ধ বিহার প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে দেশে বিদেশে খ্যাতি অর্জন করে। বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল বংশের শাসনামলে বৌদ্ধ শিক্ষা বিশেষভাবে বিস্তৃতি লাভ করে।

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর ছয় বছর বয়সে শিক্ষা শুরু হতো এবং তা চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত চলতো। গল্পের মাধ্যমে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে সাধারণত মুখে মুখে ধর্ম শিক্ষা দেয়া হতো। মাঝে মাঝে আলোচনা ও বির্তক সভারও আয়োজন হতো। গণতন্ত্র ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য, শিক্ষার দার সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ইংরেজ আমলে দেশীয় শিক্ষার মূল্যায়ণ করতে যেয়ে লর্ড মনরো, উইলিয়াম এডাম ও স্যার এলফিনস্টোন মন্তব্য করেছেন যে বৌদ্ধ শিক্ষা তুলনামূলকভাবে হিন্দু শিক্ষার চেয়ে বেশি ব্যপক, উন্নত ও গণতান্ত্রিক ছিল।

(গ) মুসলিম শিক্ষা ঃ-

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মুহম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু জয়ের মধ্য দিয়ে ভারতে মুসলিম যুগের সূচনা হয়। বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের শুরু হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে। ১২০৪ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বাংলা জয় করেন। তিনিই প্রথম দেশের নানাস্থানে বহু মসজিদ, মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে অন্যান্য মুসলিম শাসকগণও এদেশে শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তারে বিশেষভাবে বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনে অবদান রাখেন। এক্ষেত্রে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ ও নূসরত শাহ্ এর নাম বিশেষভাবে স্মরনীয় হয়ে আছে। এছাড়া ধর্মপ্রাণ মুসলমান, পীর ও আওলিয়াগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

মুসলিম শাসনামলে প্রাথমিক শিক্ষা ছিল মসজিদ ভিত্তিক। তখন বিদ্যালয় ছিল দু'ধরণের। (১) মক্তব ও (২) মাদ্রাসা। মক্তবগুলো ছিল মসজিদ সংলগ্ন, মুসলিম শিক্ষা ধারার প্রথম স্তর ও জনসাধারণের মধ্যে গণশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যম। আর মাদ্রাসা ছিল মুসলিম শিক্ষা ধারার উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এগুলো মসজিদ সংলগ্ন ছিল। চার বছর বয়সে শিক্ষার্থীকে আনুষ্ঠানিকভাবে কলেমা পাঠের মাধ্যমে মক্তবে ভর্তি হতে হতো। নামাজ আদায়ের জন্য মক্তবে প্রয়োজনীয় সুরা কেরাত শিক্ষা দেয়া হতো। মসজিদের ঈমামগণ মক্তবে শিক্ষকতার কাজ করতেন। বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার মতো মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায়ও ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক ছিল খুব নিবিড় ও মধুর। শিক্ষকগণ কোন পারিশ্রমিক নিতেন না, শিক্ষাদান বিষয়টিকে তারা ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন।

৩.২.২.২ ইংরেজ আমলে প্রাথমিক শিক্ষা ঃ-

১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক পলাশীর যুদ্ধ বিজয়ের মধ্যে দিয়ে ভারতে ইংরেজ শাসনামল শুরু হলেও প্রথমদিকে এদেশের মানুষের শিক্ষার কোন দায়িত্ব ইংরেজরা গ্রহণ করেনি। ১৮১৩ সালে বৃটিশ সরকার এক সনদপত্রের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতে শিক্ষার দায়িত্ব নিতে এবং শিক্ষাখাতে প্রতিবছর একলক্ষ টাকা ব্যয় করতে নির্দেশ দেয়। কোম্পানীকে দেশীয় পদ্ধতির শিক্ষা পুনরজ্জীবিত করতে বলা হলেও কোম্পানী তা করেনি। বরং কোম্পানী ও মিশনারীরা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষাদানে আগ্রহী হয়ে ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। ফলে দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা ধ্বংসমুখী হয়। ১৮৩১ সালে এডাম দেশীয় বিদ্যালয়গুলোকে পুরজ্জীবিত করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু শাসকবর্গ তা গ্রহণ করেননি। অধিকন্তু দেশীয় শিক্ষা পদ্ধতি উন্নয়নের ঘোর বিরোধী লর্ড মেকলের প্রস্তাবিত "নিম্নগামী পরিস্রবন নীতি" "The drow ward Filtration Theory" সরকারিভাবে গৃহীত হওয়ার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি আরও বাধাপ্রাপ্ত হয়।

১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মাতৃভাষাকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারকল্পে ১০২টি ভার্নাকুলার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করে। এ সময়ে কলকাতায় একটি

Dhaka University Institutional Repository

নর্মাল স্কুল ও তৎসংলগ্ন একটি আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এসব তৎপরতার মধ্যে ১৮৫৪ সালে টমাস উডের বিখ্যাত এডুকেশন ডেসপ্যাচ প্রকাশিত হয়। ডেসপ্যাচের সুবাদে ১৮৫৫ সালে ভারতে ৫টি বিভাগে শিক্ষা বিভাগ গঠন করা হয়। এই বিভাগের প্রধান ছিলেন একজন জনশিক্ষা পরিচালক বা DPI (Dirctor of public Instructor) ১৯৮১ সাল পর্যন্ত এই ঐতিহ্যবাহী পদটি বাংলাদেশে বিদ্যমান ছিল। উডের এই ডেসপ্যাচ অনুসারে দেশে বহু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৮৫৭ সালে ঢাকায় ১টি এবং ১৮৬৯ সালে চট্টগ্রামে ১টি নর্মাল স্কুল স্থাপন করা হয়। উডের ডেসপ্যাচে উচ্চশিক্ষার চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার উপর বেশি জোর দেয়া হয়। এবং দেশীয় বিদ্যালয়গুলোকে সরকারি ব্যবস্থাভূক্ত করে অধিকহারে সরকারি অনুদান দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সদিচ্ছা ও অর্থের অভাবে এ প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। লর্ড উইলিয়াম হান্টারের নামে খ্যাত হান্টার কমিশন ১৮৮২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ও উন্নয়নের জন্য বেশকিছু সুপারিশ করে। এদিকে ১৮৮৩-৮৪ সালে লর্ড রিপন লোকাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ড চালু করে বোর্ডের হাতে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন। এ কাজে বোর্ডগুলোকে সরকার অর্থ সাহায্য দেয়ার ব্যবস্থা করে। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছুটা প্রাণসঞ্চার ঘটে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মনোন্নয়নে আগ্রহী হন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গসহ অন্যান্য সমস্যার কারণে তার পরিকল্পনাকে বেশিদূর এগিয়ে নিতে পারেননি। ১৯১০-১১ সালে গোপালচন্দ্র গোখলে রাজকীয় আইন সভায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাব আইন সভায় বাতিল হলেও জনগণের মনে শিক্ষা সম্পর্কে চেতনা বিস্তারে সবিশেষে অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এর ফলে ১৯১৯ সালে বাংলাসহ ভারতের ৪টি প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়। এই আইনের মাধ্যমে শহরাঞ্চলের বালকদের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব পৌরসভার উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৯৩০ সালে The Bengal (Rural) Primary Education Act পাশ হয়। এতে পল্লী এলাকার ৬-১১ বছর বয়সী সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৪ বছর ধার্য করা হয় এবং দশ বছরের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়। এই আইনের মাধ্যমে জেলা স্কুল বোর্ড গঠন এবং বোর্ডকে শিক্ষা পরিচালনার জন্য সরকারি অনুদানের অতিরিক্ত স্থানীয়ভাবে শিক্ষা কর আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয়। এর ফলে স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ স্কুল পরিচালনার শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে বাধ্যতামূলক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ যুগের ক্রান্তিলগ্নে ১৯৪৪ সালে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় পুণর্গঠনের জন্য ৪০ বছর ব্যাপী একটি পরিকল্পনা জন সার্জেন্টের নেতৃত্বে প্রণীত হয়। এতে ছয় বছরের কম বয়সী শিশুদের নার্সারী স্কুল এবং ৬-১৪ বছর বয়সীদের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশ ছিল। কিন্তু এই রিপোর্ট বাস্তবায়নের পূর্বেই ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভেঙ্গে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি পৃথক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

৩.২.২.৩ পাকিস্তান আমলে প্রাথমিক শিক্ষা ঃ-

১৯৪৭ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পরেই পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুণর্গঠনের লক্ষ্যে করাচিতে প্রথম জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্তের আলোকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার পূর্ববঙ্গ শিক্ষা পুণর্গঠন কমিটি গঠন করেন এবং এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫১ সালে একটি নতুন আইন পাশ করেন। এই আইনের লক্ষ্য অনুসারে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয় এবং তা মাত্র ২ বছর চালু থাকে। এই আইনের ফলে শিক্ষার মেয়াদ ৪ বছর থেকে ৫ বছরে উন্নীত করা হয় এবং পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়। ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকার "আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন" এর সুপারিশক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব জেলা বোর্ড থেকে সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব জেলা মেজিস্ট্রেটের উপর অর্পন করে। নির্বাচিত কিছু প্রাথমিক স্তরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্ববর্তী ব্যবস্থা বাতিল করে। এর ফলে সারা পূর্ব পাকিস্তানে 'মডেল' ও 'নন মডেল' দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ১৯৬৫ সালে মডেল ও নন মডেল প্রথা বিলুপ্ত করে "ম্যানেজড" প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করা হয়।

পাকিস্তান আমলে ৩টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫৫-৬০, ১৯৬০-৬৫, ১৯৬৫-৭০) বাস্তবায়িত হয়। এ সময় প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৫ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৮ বছর করার জন্য বারবার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ ও সদিচ্ছার অভাবে লক্ষ্য অর্জন করা দূরের কথা এক্ষেত্রে নূন্যতম অগ্রগতিও হয়নি। এ সময় এমনিতেই (১৮% থেকে ২২%) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয়। উপরন্তু অর্থ বরাদ্দ ও প্রাপ্তির মধ্যে তারতম্যও ছিল খুব বেশি। পাকিস্তান আমলে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির মন্থরতার

Dhaka University Institutional Repository

কারণ ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বাংলাদেশ সরকার "জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক কমিটি, ১৯৯৭ এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তা দেশব্যাপী সাড়া জাগাতে পারেনি। আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি আরও মন্থর হয়ে পড়ে। ছাত্র, শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হয়নি। ১৯৪৮-৪৯ সালে পূর্ববঙ্গে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ২৪,৭৮৬ এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৩,০৯,০৫৮ জন। আঠার বছর পর ১৯৬৬-৬৭ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৮,২২৫ এবং ৪২,৬৮,৫৮২। বাৎসরিক বৃদ্ধি গড় বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ১৯১টি এবং শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ১ লক্ষের সামান্য বেশি। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী বয়সের শিশুদের অর্ধেকের কাছাকাছি বিদ্যালয় বহির্ভূত থেকে যেত। সবচাইতে মারাত্মক সমস্যা ছিল ঝরে পড়া। ভর্তি হওয়া শিশুদের অর্ধেকের বেশি ভর্তির দু'বছরের মধ্যে ঝরে পড়ত। একটি ক্ষুদ্র অংশ (১০%-১৫%) পঞ্চম শ্রেণী সমাপ্ত করত। মোট জনসংখ্যার চার পঞ্চমাংশই ছিল নিরক্ষর, আজকের বাংলাদেশের বয়স্ক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ সেকালের বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর মধ্য থেকে উদ্ভূত।"

৩.২.২.৪ স্বাধীনতা উত্তর প্রাথমিক শিক্ষা ঃ-

বাংলাদেশের স্বাধীনতার উষ্ণালগ্ন থেকেই জনগণের নবজীবন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থার পূণর্গঠনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে এদেশের জনগণ উপলব্ধি করে আসছিল যে, সমৃদ্ধ জীবনে ও নতুন সমাজ গড়ার চাবিকাঠি হচ্ছে শিক্ষা। এ সত্য উপলব্ধি করেই ১৯৭২ সালে দেশের সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষাকে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। বাংলাদেশের ১ম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আরেকটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেগুলো বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার একটি শক্ত ভিত্তি নির্মাণে সহায়ক হয়। দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয় এবং একটি শিক্ষা কমিশনও গঠন করা হয়। এই দুটি সিদ্ধান্তের ফলেই বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা নানা বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের অবস্থায় উন্নীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ১৯৭৩ এর "প্রাথমিক শিক্ষা অর্ডিন্যান্স" এবং ১৯৭৪ এর "প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিগ্রহণ আইন" এর আওতায় ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করে এবং এসব বিদ্যালয়ের ১,৫৭,৭৪২ জন শিক্ষককে সরকারি কর্মচারী হিসাবে অধিভূক্ত করে। এর ফলে শিক্ষকদের দারিদ্র ও দুর্দশার অবসান হয়। ভবিষ্যত নিরাপত্তা সূচিত হয় এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া বিপুল সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়নের দায়িত্বও সরকারের উপর অর্পিত হয়।

(খ) শিক্ষা কমিশন গঠন ঃ

স্বাধীন বাংলাদেশের সকল নাগরিককে আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষ ও উৎপাদনমূখী জনসম্পদে রুপান্তর এবং একটি শক্তিশালী জাতি গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা পূণর্গঠনের লক্ষ্যে ড. কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের রির্পোট ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কিরূপ হওয়া প্রয়োজন তা কমিশন সুনির্দিষ্ট করে দিয়ে কিছু যুগোপযোগী পরামর্শ প্রদান করে। কমিশন দেশের প্রচলিত ৫ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা দায়িত্বশীল নাগরিক ও উন্নত ব্যক্তি গঠনের জন্য যথোপযুক্ত নয় বলে অভিমত প্রদান করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ বছর মেয়াদী, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার পরামর্শ দেন। তবে বাস্তবায়নের সুবিধার্থে ১৯৮০ সালের মধ্যে ৫ম এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে ৮ম শ্রেনী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা বলেন।

(গ) প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ঃ

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) এবং তার অনুসারক দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৮-৮০) কর্মসূচীতে প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ, পূনর্নির্মাণ ও মেরামতকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ড: কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় শিক্ষাক্রমও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি ১৯৭৫-৭৮ সালে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাক্রম পূণর্বিন্যাস ও পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করে সাত খন্ডে রিপোর্ট প্রকাশ করে। যেমন- প্রাথমিক শিক্ষা, নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ণ। নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী মোতাবেক নতুন পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক নির্দেশিকা রচিত হয় এবং এগুলো

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার করে শ্রেণীকক্ষে সঠিকভাবে শিক্ষাদানের জন্য পর্যায়ক্রমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। ফলে ১৯৭৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন শ্রেনীতে নতুন শিক্ষাক্রম চালু করা সম্ভব হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় (১৯৮০-৮৫) প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ গুরুত্ব পায়। শিক্ষা খাতের সমগ্র খরচের প্রায় ৪৮% বরাদ্দ করা হয় কেবল প্রাথমিক শিক্ষার জন্য। এ ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার জন্য দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকালে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তা হলো নিম্নরুপ ঃ

- ১৯৮১ সালের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং ময়মনসিংহ জাতীয় মৌলিক শিক্ষা একাডেমী পরবর্তীকালে "জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী" (NAPE) স্থাপন।

-প্রতি ২০-২৫টি বিদ্যালয় তত্ত্বাবধানের নিমিত্তে একজন করে সারাদেশে ১৮৩৪টি সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি।

- ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ

-সুসংগঠিত চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ ও ক্লাস্টার ট্রেনিং এর মাধ্যমে শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি।

-সহকারি থানা শিক্ষা অফিসার, থানা শিক্ষা অফিসার ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের উন্নততর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কর্মসূচীতে (১৯৮৫-৯০) সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় অন্তর্ভূক্ত হয়। এই মেয়াদে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো ঃ-

- ৬ থেকে ১১ বছর বয়সী শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা ৭০ শতাংশে উন্নীত করা।
- ১৯৮৫ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর কমপক্ষে ৫ বছর মেয়াদী শিক্ষা সম্পন্ন করা।
- বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ এবং শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৯০-৯৫) আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর একটি আই ডি,এ সাহায্যসুষ্ট প্রায় ১১০০ কোটি টাকার প্রকল্প (সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প)। অপরটি এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক সাহায্যপুষ্ট ২৭৫ কোটি টাকার প্রকল্প (প্রাইমারী শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প)। প্রকল্প দুটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, শিক্ষার মান উন্নয়ন, এবং শিক্ষার ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি। এ সময়ে বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব অর্থ ব্যয়ে মোট প্রায় ৯০০ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করে। এগুলো হচ্ছে-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পূণনির্মাণ ও সংস্কার এবং রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ৩টি নতুন কর্মসূচীও হাতে নেয়া হয়-কমিউনিটি স্কুল নির্মাণ, স্যাটেলাইট স্কুল নির্মাণ, এবং শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রথম থেকে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং গৃহীত অন্যান্য ব্যবস্থার ফলে অর্জিত সাফল্যের পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য সরকার বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য দাতা সংস্থার সহযোগীতায় একটি Project preparation cell (PPC) গঠন করে। এই সেল ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত কাজ করে Primary Education Development Programme (PEDP) নামে একটি সমন্বিত Primary Sub-Sector Development Plan গ্রহণ করে। PEDP এর মুখ্য উদ্দেশ্যগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ-

(ক) মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ

(খ) ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে ছেলেমেয়ে সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষায় সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ।

এবং

(গ) প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ ১৯৯৭ সালের জুলাই থেকে ২০০২ সালের জুন পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে এ পরিকল্পনায় ২০০০ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা তথা সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ধরণ ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে ১১ ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এগুলো হচ্ছে

১। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ-

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর আর্থিক দায়দায়িত্ব সরকারের। শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয়ের নির্মাণ ও সংস্কার, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতনভাতা সরকারই বহন করে। এসব বিদ্যালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের। একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে এ অধিদপ্তর পরিচালিত হয়। উপজেলা পর্যন্ত এ অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো বিস্তৃত। তবে স্থানীয়ভাবে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির।

২। রেজিষ্টার্ড বেসরকারি বিদ্যালয় ঃ

প্রধানত ব্যক্তি উদ্যেগে স্থানীয় জনগণের সহায়তায় এ ধরণের বিদ্যালয়গুলো গড়ে উঠে। অধিকাংশক্ষেত্রে ব্যক্তি পর্যায়ে দানকৃত জমিতে কাঁচা বা পাকাঘর নির্মাণ করে স্থানীয় শিক্ষিত বেকার যুবকদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দিয়ে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়। এসব বিদ্যালয় স্থাপন ও চালু করার অনুমোদন পাওয়ার মোট ১০ বছর পরে স্থানীয়ভাবে রেজিষ্ট্রেশন পায়। ফলে শিক্ষকগণ সরকারি অনুদান পাওয়ার উপযুক্ত হন। স্থাপন ও চালুর অনুমতি পাবার পর পরই এ বিদ্যালয়গুলো তদারকির দায়িত্ব প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপর বর্তায়।

৩। আনরেজিষ্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ-

এসব বিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে বেসরকারিভাবে স্থাপিত ও পরিচালিত হয়। এদের কার্যবলী তদারকির জন্য নির্দিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষ নেই। সাধারণত রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এ ক্যাটাগরির অন্তর্ভূক্ত থাকে। স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করে এ বিদ্যালয়গুলো পরিচালনা করা হয়। সরকারের তরফ থেকে তদারকির কেউ না থাকায় এখানে পড়ালেখার বিষয়টি সার্বিকভাবে অবহেলিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪। উচ্চবিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ-

এসব বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর শুধু বই বিতরণ করে। তাই এসব বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার একাডেমিক তত্ত্বধানে কার্যকর কোন ব্যবস্থা নেই। নেই শিক্ষকদের সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ গ্রহণের কোন সুযোগ। এ কারণে এ ধরণের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

৫। সতন্ত্র এবতেদায়ি মাদরাসা ঃ

এসব বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সার্বিকভাবে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। তাই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায় না। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণেরও তেমন সুযোগ নেই। তাই এসব বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা কম।

৬। উচ্চ মাদরাসা সংলগ্ন এবতেদায়ি মাদরাসা ঃ-

এসব বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিষয়টি সতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসার মতো।

৭। পিটি আই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয় ঃ-

PTI এর ল্যাবরেটরি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। এসব বিদ্যালয়ের সার্বিক দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। স্থানীয়ভাবে **PTI** এর সুপারিশেও এগুলো পরিচালিত করে। এখানে আলাদা কোন ব্যবস্থাপনা কমিটি নেই। এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক সরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। তবে এদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বেতনস্কেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বেতনস্কেল থেকে আলাদা। এ জন্য **PTI** -তে কিছু প্রশাসনিক যোগ্যতা সৃষ্টি হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

৮। কমিউনিটি বিদ্যালয় ঃ-

স্থানীয় উদ্যোগে বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় কমিউনিটি বিদ্যালয় গড়ে তোলা হচ্ছে। তারা সরকারের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতাও পায়। এসব বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ৫টি শ্রেণী রয়েছে।

৯। স্যাটেলাইট বিদ্যালয় ঃ-

এটি কোন পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়। প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুদের আবাসস্থলের নিকটবর্তী স্থানে বেসরকারিভাবে এ বিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠিত। এসব বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ঘরভাড়া সরকার থেকে দেয়া হয়। কোন কোন স্থানে সরকারি প্রকল্পের আওতায় দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পাকাভবন নির্মাণ করে দেয়া হয়। এসব বিদ্যালয়ে স্থানীয়ভাবে ২জন মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। সরকার এদের ভাতা দিয়ে থাকে।

১০। কিন্ডারগার্টেন স্কুল ঃ-

এই বিদ্যালয়গুলো ব্যবসায়ীক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং সাধারণত শহরভিত্তিক। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন ভবন নেই। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ও পরিক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। আন রেজিষ্ট্রার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় এসব বিদ্যালয়ের উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এখানে ছাত্র বেতন অতি উচ্চ। শিশুদের ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত শিক্ষাক্রমের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। আর্থিক অবস্থাও ভাল এসব বিদ্যালয়ের। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রেজিষ্ট্রেশনে মোটেই আগ্রহী নয়, ফলে এসব বিদ্যালয়ের উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

১১। এন জিও পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ-

এসব বিদ্যালয় দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিচ হয়ে আসছে। এসব বিদ্যালয়ের জন্য আলাদা কোন পরিচালনা কমিটি নেই। সরকারের নিয়ন্ত্রণও শিথিল। এসব বিদ্যালয়ের অধিকাংশই রেজিষ্ট্রেশনে আগ্রহী হলেও রেজিষ্ট্রেশনের প্রচলিত নিয়মনীতি এ পথে অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। এসব বিদ্যালয়কে জাতীয় স্বার্থে রেজিষ্ট্রেশনের আওতাভূক্ত করা দরকার। এসব বিদ্যালয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থে প্রতিষ্ঠিত।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪ বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ ধারা ঃ-

৩.৪.১ বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধিধারা ঃ-

সন	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা
১৯৫৯	২৬,৩৫২
১৯৫৫	২৬,২২০
১৯৭০	২৮,৭৩১
১৯৮০	৪৩,৯৩৬
১৯৮৭	৪৪,২০৫
১৯৯৬	৮০,৮১৮
২০০০	৭৬,৮০৯
২০০১	৭৮,১২৬

৩.৪.২ বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী বৃদ্ধিধারা ঃ-

সাল	মোট শিক্ষার্থী	বালকের হার	বালিকার হার
১৯৫০	২৪,৪৯৪৩৬	৮০.২%	১৯.৮০%
১৯৬০	৩৪,৩৩,৩০৭	৭২.২০%	২৭.৮০%
১৯৭০	৫০,৭৩,২৬৪	৬৮.০৬%	৩৯.৯৪%
১৯৮০	৮২,১৯,৩১৩	৬৩.০৫%	৩৬.৯৫%
১৯৯১	১২৬,৩৫,৪১৯	৫৪.৭%	৪৫.৩%
২০০০	১,৭৬,৬৭,৯৮৫	৫১.১%	৪৮.৯%
২০০১	১,৭৬,৫৯,২২০	৫১.০%	৪৯%
২০০৭ (মার্চ)	৯.৩৯ মিলিয়ন	৪.৫৫ মিলিয়ন	৪.৮৩ মিলিয়ন

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪.৩ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকের হার ঃ-

সাল	কর্মরত শিক্ষক		
	মোট	পুরুষ	মহিলা
১৯৯১	১,৬০,০৯৫	১,২৬,৩৪১	৩৩,৭৫৭
১৯৯৫	১,৫৮,৬৫৮	১,২২,৭০০	৩৩,৭৮০
২০০১	১,৬২,০৯০	১,০১,০৮২	৬১,০০৮
২০০৫	১,৬২,০৮৪	৯০,৩৪৫	৭১,৭৪০
২০০৬	১,৭০,০৯৭	৯১,০৮৭	৭৯,০১০

৩.৪.৪ প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ঃ

বিদ্যালয়ের ধরণ	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত
সরকারি বিদ্যালয়	১: ৬৬
বেসরকারি ও অন্যান্য বিদ্যালয়	১: ৪০
মোট	১: ৫৫

৩.৪.৫ বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়া ঃ-

সাল	সমাপ্তিকরণ %	ঝড়েপড়া হার %
১৯৯১	৪০.৭	৫৯.৩
১৯৯৫	৫২.০	৪৮.৭
১৯৯৮	৬৫.০	৩৫.০
২০০০	৬৭.০	৩৩.০
২০০১	৬৭.০	৩৩.০

৩.৪.৬ প্রাথমিক শিক্ষায় তালিকাভূক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ঃ-

সাল	ছাত্রছাত্রী
১৯৯১	১,২৬,৩৫,৪১৯
২০০৫	১,৬২,২৫,৬৫৮

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪.৭ প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় পাশের হার ঃ-

সাল	মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	পাশের হার
১৯৯৬	২,৬৯,৮৭১	১২.১%
২০০০	৩,৭০,৩৭২	২৬.৩৪%
২০০৪	৪,৪৭,৬৬২	৫৪.২১%
২০০৫	৫,৪৭,৯৮৭	৬৭.২৫%
২০০৬	৫,১০,৪৭৪	৭০.৪৩%

শিক্ষানীতি ২০০৯ এ বলা হয় ৫ম শ্রেণী শেষে সকলের জন্য উপজেলা/পৌরসভা/থানা পর্যায়ে স্থানীয় সমাজ কমিটি/স্থানীয় সরকারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি দেয়া হবে।১মপ্রাথমিক বিদ্যালয় সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৮,২৩,৪৬৫জন। উত্তীর্ণের হার ছিল ৮৮.৮৪% ।

সর্বমোট শিক্ষকের সংখ্যা, পুরুষ- ২,১২,৯৭৪ জন, মহিলা, ১,৫২,৯৫১ জন, ছাত্রর সংখ্যা ৯৭,১৯,৮৩৭জন ছাত্রী সংখ্যা- ৮০,৮১,৭৬৮ জন। শিক্ষক ছাত্র অনুপাত ১:৫০।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটির রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষা ঃ-

মানব সভ্যতার সূচনা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে। ভরতবর্ষে মুসলিম শিক্ষার পাশাপাশি অংক, তর্ক শাস্ত্র ও ব্যকরণ শিক্ষার প্রচলন ছিল। মুসলিম শাসন প্রবর্তনের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে ঘটে ব্যপক পরিবর্তন। মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ, মঠ এবং ব্যক্তিগত বাড়িতে শিক্ষাকর্ম চলতো। অবিভক্ত পাক-ভারত উপমহাদেশে, পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর কালে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন গঠন হয়। শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় জনবল তৈরির উপযোগী ও সার্বিক সামঞ্জস্য বিধানের দিক নির্দেশনা প্রধানের দিক নির্দেশনা প্রদানই শিক্ষা কমিশন ও কমিটিরপ্রধান দায়িত্ব। নিম্নে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযোজ্য উল্লেখযোগ্য কিছু কমিশন ও কমিটির রিপোর্ট আলোচিত হলো ঃ-

৪.১.১ এডামস রিপোর্ট (১৮৪৪)

ভারতবর্ষে কোম্পানীর শাসন প্রবির্তত হওয়ায় শিক্ষার ক্ষেত্রে আমূল সংস্কার সাধিত হয় ঃ- ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিং এর আমলে উইলিয়াম এডামস জনৈক স্কটল্যান্ডবাসী স্বীয় উদ্দ্যেগে তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থার উপর জরিপ চালান এবং ৩টি রিপোর্ট প্রণয়নকরত সরকারের নিকট পেশ করেন। এ জন্য এ রিপোর্টকে এডামস রিপোর্ট বলে।

উক্ত রিপোর্টে এদেশে ৭ শ্রেনীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা উলেখ করা হয়। যেমন ঃ-

(ক) দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়

(খ) মিশনারী বিদ্যালয়

(গ) পারিবারিক বিদ্যালয়

(ঘ) ইংরেজি বিদ্যালয় ও কলেজ

(ঙ) দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়

(চ) দেশীয় শিক্ষার বিদ্যালয় ও

(ছ) বয়স্ক বিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক পৃথক বিদ্যালয় ছিল। বৃটিশ সরকার ১৭৬৫ সাল হতে ১৮১৩ সাল পর্যন্ত ও হিন্দুদের সন্তুষ্টির জন্য স্ব-স্ব ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ করে দেয়। পরবর্তিতে খ্রিষ্টানধর্মের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

৪.১.২ উডস ডেসপ্যাস রিপোর্ট (১৮৫৪) ঃ-

ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর একটি পূর্ণাঙ্গ জরিপ চালিয়ে তার প্রতিবেদন বৃটিশ সরকারের নিকট প্রদানের জন্য হাউজ অব কমন্স একটি সিলেক্ট কমিটি গঠন করে। কমিটির প্রধান ছিলেন উডস ডেসপ্যাট। তাই তার নামানুসারে এ কমিটির সুপারিশকে উডস ডেসপ্যাস শিক্ষা রিপোর্ট বলে।

ভারতবর্ষে ইংরেজদের শিক্ষানীতি প্রবর্তনের এটিই ছিল ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রতিবেদন। একে ভারতবর্ষের শিক্ষার ম্যাগনাকার্টা বলা হয়। এই প্রতিবেদনে ভারতবর্ষের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইউরোপে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা অনুকরণে ঢেলে সাজানোর উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করা হয়। যাতে বৃটিশ সরকার অধিক লাভ হতে পারে।

এ রিপোর্টে যে সুপারিশ করা হলো ঃ-

(ক) প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে অব্যাহত রেখে তার উন্নতি সাধন

(খ) বিদ্যমান পরিজ্ঞান, দর্শন সাহিত্যকে ত্রুটিপূর্ণ উল্লেখপূর্বক তাকে নিরুৎসাহিত করা।

(গ) ইংরেজি শিক্ষার উপর অধিক গুরুতারোপ।

(ঘ) আধুনিক শিক্ষার ব্যপক প্রসার ঘটানো।

(ঙ) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারি সাহায্য প্রদান।

(চ) শিক্ষা বিষয়ক কার্যাবলী পরিচালনা ও নির্দেশনা দানের জন্য জনশিক্ষা বিভাগ এবং প্রত্যেক প্রদেশে ডিপি আট আর্য ও শিক্ষা পরিদর্শক নিয়োগ।

(ছ) বাংলা, মোম্বাই, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে ইংরেজিকে প্রাধান্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

(জ) শিক্ষা প্রশিক্ষণের জন্য নির্মাণ স্কুল প্রতিষ্ঠা।

(ঝ) নারী শিক্ষার উপর অগ্রাধিকার দান।

(ঞ) ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ ইত্যাদি।

এসব সুপারিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বটে কিন্তু তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৩ হান্টর কমিশন (১৮৮২)

ডেসপ্যাস কমিশনের সুপারিশমালা কার্যত বাস্তবায়িত না হওয়ায় ক্ষোভের সঞ্চার হয়।এ অবস্থায় বৃটিশ সরকার ডেসপ্যাস কমিশনের শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি মূল্যায়ন এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো আধুনিকরণার্থে ১৮৮২ সালে ইউলিয়াম হান্টারকে সভাপতি করে একটি কমিশন গঠন করে। এ কমিটিতে ভারতের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদগণ অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কমিটি শিক্ষা বিষয়ে যে সব সুপারিশমালা পেশ করেন তাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অর্ন্তভুক্ত ছিল ঃ-

(ক) দেশীয় ভাষায় গণশিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) দেশীয় প্রদ্ধতিতে শিক্ষা দানের জন্য বিদ্যমান স্কুলগুলোর সংস্কার সাধন।

(গ) পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতেই সাহায্যদান নীতি অবলম্বন।

(ঘ) শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসনের উপর অর্পণ।

(ঙ) শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি।

(চ) স্থানীয় অবস্থানুযায়ী পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রবর্তন।

(ছ) পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সাধন ও নিয়ন্ত্রণ।

(জ) কলেজের ২ বছরের শিক্ষাকে বোর্ডের অধীন ন্যস্তকরণ।

(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয় পড়া ডিগ্রী কোর্স থেকে শুরু।

(ঞ) নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং বিশ্ববিদ্যালগুলো সংস্কার সাধন ইত্যাদি।

৪.১.৪ লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার (১৯৯৮)

যেসব অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর গণরোষ সৃষ্টি হয়েছিল ঠিক সে সময় অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। মাতৃভাষায় শিক্ষাঙ্গনের জোর দাবি উঠে এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

লর্ড কার্জন উইলিয়াম হান্টার কর্তৃক সুপারিশকৃত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা এবং তাকে আরো বেগবান ও মানসম্পন্ন করণার্থে নিম্নোক্ত বিষয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করে ঃ-

(ক) মানসিক শিক্ষারক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তার মান উন্নয়ন।

(খ) কলেজ অনুমোদন নীতি এবং

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কার্যকর ক্ষেত্র পরিবর্তন আনয়ন।

৪.১.৫ স্যাডলার কমিশন ১৯১৭ ঃ-

লর্ড কার্জনের সংস্কার রিপোর্টের অব্যবহতি পরে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কতিপয় জটিল সমস্যা দেখা দেয়। উক্ত সমস্যা নিরসনে লিডস ইউনিভার্সিটির উপাচার্য স্যার মাইকেল স্যাডনারের নের্তৃত্বে একটি কমিটি গঠন হয়। এ কমিটিতে স্থানীয় শিক্ষাবিদ জনাব জিয়াউদ্দিন আহম্মেদ ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কমিটি TOR ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা ও তার গঠন সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পূর্ণগঠনমূলক সুপারিশ পেশ। স্যাডনার কমিটি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহান্তে উক্ত বিষয়ে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা পেশ করেন ঃ-

(ক) ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধনের জন্য একটি আন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড গঠন।

(খ) বি.এ তে সম্মান কোর্স প্রবর্তন

(গ) ডিগ্রী কালের ২ বছর মেয়াদী কোর্সকে ৩ বছর করা।

(ঘ) ঢাকায় একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি।

৪.১.৬ সার্জেন্ট পরিকল্পনা : (১৯৪৪)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরপরই ভারতবর্ষের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থা নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। এ প্রেক্ষিতে ভারতের বড়লাটের নির্দেশক্রমে শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা স্যার জন সার্জেন্টের

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটি এই বিষয়ে যে প্রতিবেদন পেশ করে তাতে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা অন্তর্ভূক্ত ছিল ঃ-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমশিন গঠন।

(খ) উচ্চ শিক্ষা নির্বাচনভিত্তিক করা।

(গ) ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্তবিনোদনের জন্য ক্রিড়া ব্যবস্থা প্রবর্তন।

(ঘ) মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান।

(ঙ) অবৈতনিক, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন।

(চ) ছয় বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের সেচ্ছায় ব্যক্তিগত উদ্যেগে প্রাক প্রাথমিক ও নার্সারী স্কুলে যাওয়ার ব্যবস্থা করা।

(ছ) শিক্ষকদের চাকরির মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(জ) প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ স্কুলের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

৪.১.৭ আকরাম খান কমিটি (১৯৫২)

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে স্বাধীনতালাভের পর পাকিস্তান সরকার এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পূণর্বিন্যাসার্থে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আকরাম খানের নেতৃত্বে ১৯৫২ সালে একটি কমিটি গঠন করেন।

কমিটি প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার উপর নিম্নোক্ত সুপারিশমালা পেশ করেন ঃ-

(ক) প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তণ ও উন্নয়ন।

(খ) ৬-১৪ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।

(গ) শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(ঘ) কিন্ডারগার্টেন ও নার্সারী শিক্ষার প্রবর্তন।

(ঙ) মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৮ শরিফ কমিশন (১৯৫৮)

পাকিস্তান সৃষ্টির পর শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে নানা সময় নানা ধরণের অভিযোগ অনুযোগ এসেছে। বস্তুত এ প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে জনাব এস. এম শরিফের নের্তৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। কমিশন প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহান্তে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা সরকারের নিকট পেশ করে ঃ

(ক) প্রাথমিক শিক্ষা ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা।

(খ) ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ১৫ বছরের মধ্যে শেষ করা বাধ্যতামূলক করা।

(গ) টেক্সবুক বোর্ড স্থাপন।

(ঘ) শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ও উর্দূকে স্বীকৃতি দান।

(ঙ) বহুমূখী শিক্ষাক্রম চালু করা ইত্যাদি।

৪.১.৯ ডঃ কুদরত-ই-খুদা কমিশন ঃ- (১৯৭৩)

পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর শাসন ও শোষন হতে স্বাধীনতা অর্জনের পর এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে মাটি ও মানুষ অনুযায়ী প্রবর্তনের জন্য সরকার প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ৬০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করে। কমিটি ১৯৭৪ সালে মে মাসে সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করে।

প্রথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ নিচে তুলে ধরা হল ঃ-

(ক) উন্নত দেশ সমূহে আট থেকে বার বছরের শিক্ষা চালু আছে। এজন্য বাংলাদেশে

প্রথম শ্রেনী থেকে ৮ম শ্রেনী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রথমিক শিক্ষারূপে পরিগণিত করে সার্বজনীন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) প্রথম শ্রেনী থেকে পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত যে অবৈতনিক শিক্ষা আছে তা ১৯৮০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করতে হবে। এবং ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ১৯৮৩ সালের মধ্যে প্রবর্তন করতে হবে।

(গ) উপরোক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ ও শিক্ষাঙ্গনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) আর্থিক উপার্জনে নিয়োজিত বালক-বালিকাদের জন্য নৈশ স্কুলের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) বালিকাদের অধিকহারে আকৃষ্ট করার জন্য প্রাথমিক স্তরে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজনবোধে পৃথক বালিকা স্কুল স্থাপন করতে হবে।

(চ) পাঠ্যসূচী ও স্কুলের পরিবেশকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

(ছ) প্রাথমিক শিক্ষা পাঠক্রমের ব্যপক পূণর্বিন্যাস করতে হবে। শিক্ষা পদ্ধতি হবে কর্মমূখী এবং পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনের চাইতে হাতে কলমে শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

(জ) শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহের ব্যপক সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক।

(ঝ) গতিশীল ও বাস্তবানুগ পাঠক্রমের ভিত্তিতে যথার্থ পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে।

(ঞ) প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য এবং দেশব্যপী শিক্ষাকে সুসমন্বিত করার উদ্দেশ্য একটি প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী এবং একটি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা দরকার।

(ট) প্রাথমিক শিক্ষা সংগঠন, তত্ত্বাবধান, পরিচালনা ও উন্নয়ন এবং পরীক্ষা পরিচালনার জন্য জেলা পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠন করতে হবে। বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা ও শিক্ষায়তের প্রতিনিধি, স্থানীয় শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষাকার্যে নিয়োজিত প্রতিনিধি সমন্বয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠিত হবে। এ কর্তৃপক্ষের সভাপতি ও সচীব হবেন যথাক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত ঐ জেলার একজন প্রবীন শিক্ষাবিদ এবং এ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত পূর্ণকালীন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রসাশক। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ কর্তৃপক্ষের হাতে থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। সার্বজনীন এই শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে দেশে ছয় থেকে ১০ বছর বয়সী সকল শিশুর জন্য ৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়।

৪.২.১ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন-১৯৯০

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনকালে ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৯০ জারি করা হয়। এ আইন ১৯৯২ সালে ১লা জানুয়ারী হতে প্রথম পর্যায়ে ৬+ থেকে ১০+ বয়সী শিশুদের জন্য দেশের ৬৮ উপজেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয় এবং ১৯৯৩ সাল থেকে সমগ্র দেশে এ আইন চালু রয়েছে।

আইনে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের অর্থ ঃ-

(ক) অবিভাবক ঃ শিশুর পিতা বা পিতার অবর্তমানে মাতা বা উভয়ের অবর্তমানে শিশুর তত্ত্বাবধানে রয়েছেন।

(খ) কমিটি ঃ গঠিত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি।

(গ) প্রাথমিক শিক্ষা ঃ শিশুদের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বা অনুমোদিত শিক্ষা।

(ঘ) প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ যে কোন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

(ঙ) শিশু ঃ ছয় বছরের কম নয় ও দশ বছরের অধিক নয়, এরূপ বালক বালিকা।

৪.২.২ আইনের আওতাভূক্ত হবে না ঃ-

(ক) অসুস্থতা বা অন্য কোন অনিবার্য কারণ।

(খ) আবাসস্থল থেকে দুই কিলোমিটারের মধ্যে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকা।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) ভর্তির আবেদন সত্ত্বেও শিশুকে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে না পারা।

(ঘ) শিশু বর্তমানে যে শিক্ষা গ্রহণ করছে তা প্রাথমিক শিক্ষার সমমানের না হওয়া।

(ঙ) মানসিক অক্ষমতা।

৪.২.৩ দন্ড ঃ-

১. যদি কোন কমিটি তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তবে এর প্রত্যেক সদস্য অনধিক দুইশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে।

২. যদি কোন অভিভাবক এই আইনে প্রদত্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হয় তবে অনধিক দুইশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন।

৪.২.৪ বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ-

এ আইনের উদ্দেশ্য পুরণের জন্য সরকার সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

৪.৩ বাধ্যতামূলক শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

বাংলাদেশ গ্রাম প্রধান দেশ। গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় পরামর্শক হিসাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিতান্তই কাছের মানুষ। সকলের কাছে তিনি 'মাস্টার সাহেব' হিসেবে পরিচিত এবং সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি একজন সামাজিক নেতার মতো। সৎ পরামর্শের জন্য মানুষ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের কাছেই আসে। সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা মূলতঃ নিরক্ষর গ্রামবাসীর দ্বারাই সৃষ্টি। এসব পরিবার থেকে শিশুকে বিদ্যালয়ে আনার প্রধান দায়িত্ব শিক্ষককেই পালন করতে হয়। নিম্নে শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের কিছু ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলোঃ-

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩.১ বিদ্যালয় এলাকায় শিশুদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা ঃ-

বিদ্যালয় এলাকায় শিশুদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যেমন ঃ ৬-১০ বছর বয়সী কতজন শিশু বিদ্যালয় এলাকায় বাস করে এবং তারা কোন গ্রাম, পাড়া বা পরিবারের শিশু এসব তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। প্রয়োজনে বিদ্যালয় কমিটির সদস্য, ইউপি সদস্য অথবা উৎসাহী সমাজ কর্মীদের সহায়তায় প্রতি বছর বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিশুদের একটি বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত করা।

৪.৩.২ শিশুদের বিদ্যালয় ভর্তি করা ঃ-

অজ্ঞ এক শ্রেণীর অভিভাবক শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর ব্যাপারে অনিহা প্রকাশ করে। তাই সরকার এ ধরনের পরিবারকে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে উৎসাহমূলক অনুষ্ঠান প্রচারসহ শিক্ষকদের উপরও কিছু দায়িত্ব দিয়েছে। শিক্ষকগণ অভিভাবকদের উৎসাহিত করে বা সমাজকর্মী, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও সাধারণ পেশাজীবীদের মধ্যেও বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করতে পারে।

৪.৩.৩ শিশুদের ঝরেপড়া রোধ করাঃ-

শিশুদের বিদ্যালয়ে তালিকাভূক্ত করতে পারাই চূড়ান্ত সাফল্য নয়। বরং ভর্তির পর শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপণ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারলে পূর্ণ সফলতা অর্জন সম্ভব হবে। বিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে আকর্ষণীয় করে তুলে, শিশুদের ঝরেপড়া নিশ্চিতভাবে প্রতিকার করে এবং খেলাখুলা, চারু ও কারুকলা এবং সঙ্গীত ইত্যাদির মাধ্যমে বিদ্যালয় শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

৪.৩.৪ সামাজিক সহযোগিতা লাভের চেষ্টা ঃ-

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নে শিক্ষকগণ সমাজের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ, সচেতন জনসাধারণ ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের সহযোগিতা লাভে সচেষ্ট হবে। জনগণ ২ ভাবে সহযোগিতা করতে পারে।

১। সরকারি পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

২। সরকারি বিদ্যালয়গুলো যদি সকল শিশুর স্থান সংকুলানে অসমর্থ হয় সেক্ষেত্রে বেসরকারি স্কুল স্থাপন ও পরিচালনা।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩.৫ শিক্ষকের গুণাবলী ঃ-

শিক্ষকের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক গভীর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন এবং যোগ্যতাভিত্তিক পাঠদানের নৈপুণ্য আয়ত্ব করতে হবে। সেই সাথে সততা, উদারতা, নিয়মানুবর্তিতা, স্নেহপ্রবনতা, আত্মত্যাগী মনোভাব ও দায়িত্বশীলতার মতো কিছু গুণাবলী তার থাকতে হবে যাতে শিশু নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসতে অনুপ্রাণীত হয়।

৪.৩.৬ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ঃ-

বিভিন্ন আর্থিক ও প্রশাসনিক নীতিমালার অনুসরণে বিদ্যালয় সুষ্ঠু পরিচালনা ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষকগণ এসব নীতিমালা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখবেন এবং তার সুষ্ঠ প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিচালনা করবেন।

৪.৩.৭ হোম ভিজিট ঃ-

হোম ভিজিট বলতে বুঝায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে শিক্ষক কর্তৃক নিয়মিতভাবে নির্ধারিত এলাকার শিশুদের বাড়ি যাওয়া এবং শিশুদের পড়ালেখা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে খোঁজ নেয়া। বর্তমান সময়ে মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মধ্যেও শিক্ষকদের প্রতি সাধারণ মানুষের অনেক আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। কাজেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে হোম ভিজিট কৌশলটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এতে শিশু ও তার অভিভাবকের সাথে শিক্ষকের নিবির সম্পর্ক গড়ে উঠে। ফলে শিশু ভর্তি বৃদ্ধি, নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতসহ ঝড়ে পড়া সমস্যা সমাধান হয়।

৪.৪ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে গঠিত বিভিন্ন কমিটি এবং কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ-

সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় থেকে আরম্ভ করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বেশ কয়েকটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসব কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য আইনে নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নে কমিটিগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো উল্লেখ করা হলো ঃ-

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪.১ আইন বাস্তবায়নে গঠিত বিভিন্ন কমিটি ঃ-

পল্লী এলাকায় ওয়ার্ড কমিটি গঠন

- উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (নির্বাহী অফিসার) কর্তৃক মনোনীত একজন ওয়ার্ড মেম্বার যিনি এই কমিটির চেয়ারম্যান হবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনাক্রমে উপজেলা চেয়ারম্যান/নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত দুজন বিদ্যোৎসাহী পুরুষ ও দুজন মহিলা সদস্য।
- ওয়ার্ডে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী যিনি কমিটির সচিব হবেন।

৪.৪.২ পৌর এলাকায় ওয়ার্ড কমিটি গঠন ঃ-

- পৌর কর্পোরেশনের মেয়র বা পৌরসভা কর্তৃক মনোনীত একজন ওয়ার্ড কমিশনার যিনি এই কমিটির সভাপতি হবেন।
- ওয়ার্ড কমিশনারের সাথে আলোচনাক্রমে মেয়র বা পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত দুজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সদস্য।
- সচিব হবেন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী।

৪.৪.৩ ইউনিয়ন কমিটি ঃ-

- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান-চেয়ারম্যান
- ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড মেম্বার-সদস্য
- ইউনিয়নের কর্মরত সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার-সদস্য
- ওয়ার্ড কমিটির সকল সদস্য সচিব-সদস্য
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সাথে পরামর্শক্রমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষাণুরাগী পুরুষ ও একজন মহিলা-সদস্য
- কমিটির সদস্যগণের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য-সদস্য সচিব

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪.৪ উপজেলা কমিটি ঃ-

- উপজেলা নির্বাহী অফিসার- চেয়ারম্যান
- উপজেলা মেডিকেল অফিসার- সদস্য
- উপজেলা কৃষি অফিসার- সদস্য
- উপজেলা পশু পালন অফিসার- সদস্য
- উপজেলায় কর্মরত সকল সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার- সদস্য
- উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত ৩জন বিদ্যেৎসাহী মহিলা ও ২জন বিদ্যেৎসাহী পুরুষ- সদস্য
- উপজেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক মনোনীত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির ৫জন চেয়ারম্যান- সদস্য
- উপজেলা শিক্ষা অফিসার- সদস্য সচীব

বিশেষ দ্রষ্টব্য: স্থানীয় মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, কমিটির উপদেষ্টা হিসাবে কমিটিকে পরামর্শ প্রদান করবেন।

৪.৪.৫ জেলা কমিটি ঃ-

- জেলা প্রশাসক- চেয়ারম্যান
- পৌরসভার চেয়ারম্যান-সদস্য
- জেলা গণসংযোগ কর্মকর্তা-সদস্য
- উপজেলা নির্বাহী অফিসার-সদস্য
- উপজেলা শিক্ষা অফিসার-সদস্য
- জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত দুজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, তিনজন বিদ্যেৎসাহী মহিলা ও ২ জন বিদ্যেৎসাহী পুরুষ-সদস্য
- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কর্তৃক মনোনীত ২ জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার-সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

- উপজেলা নির্বাহী শিক্ষা অফিসার কর্তৃক মনোনীত দুজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান (পল্লী এলাকার একজন ও পৌর এলাকার একজন)
- উপজেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক মনোনীত ২ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান (পল্লী এলাকার একজন পৌর এলাকার একজন) -সদস্য
- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার-সদস্য সচিব

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিত্বকারী মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও অনুরূপ পদমর্যাদাসম্পন্ন জনপ্রতিনিধি কমিটির উপদেষ্টা হবেন।

৪.৪.৬ জাতীয় কমিটি ঃ-

- শিক্ষা সচিব-চেয়ারম্যান
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব-সদস্য
- তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব-সদস্য
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-সদস্য
- বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক-সদস্য
- বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধি-সদস্য
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কোষের মহাপরিচালক-সদস্য সচিব

৪.৫ বিভিন্ন কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ-

পল্লী এলাকায় ও পৌর এলাকায় ওয়ার্ড কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ-

(ক) কমিটি ওয়ার্ডে বসবাসরত ৬+ থেকে ১০+ বছর বয়সের সকল শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি ও নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করবে।

(খ) কমিটি শিশু জরিপ করে তাতে বিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হতে বাধ্য এবং যারা ভর্তি হওয়া থেকে অব্যাহতি পাবে তাদের নাম লিখবে।

(গ) প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে শিশু জরিপ তালিকা সংশোধন করতে হবে। এ তালিকায় যে শিশুর বয়স ১০ বছর হবে তার নাম বাদ পড়বে এবং ৬ বছর বয়সী শিশুর নাম অন্তর্ভূক্ত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) উক্ত তালিকা ও সংশোধিত তালিকার কপি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড হতে ২ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাতে হবে।

(ঙ) যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া কোন শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি না হলে বা প্রধান শিক্ষকের অনুমতি ছাড়া কোন শিশু ৭ দিন অনুপস্থিত থাকলে কমিটি শিশুর অভিভাবককে লিখিত নোটিশ প্রদান করে শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত নিশ্চিত করবে।

৪.৫.১ ইউনিয়ন কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ-

(ক) ইউনিয়ন কমিটি ওয়ার্ড কমিটিগুলোর কার্যাবলী তদারকী ও সমন্বয় সাধন করে তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও নির্দেশ প্রদান করবে।

(খ) কমিটি প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হয়ে ইউনিয়নে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি পর্যালোচনা করে তা উপজেলা কমিটিকে অবহিত করবে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কোষে প্রেরণ করবে।

৪.৫.২ উপজেলা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ-

(ক) কমিটি উপজেলার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটিগুলোর কার্যাবলী পর্যালোচনা করে তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করবে।

(খ) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য আইনে উল্লেখ নেই অথচ প্রয়োজন এমন কার্যক্রম কমিটি গ্রহণ করতে পারবে।

(গ) প্রতিমাসে কমপক্ষে একটি সভায় মিলিত হবে এবং সভার কার্যবিবরণী জেলা কমিটি ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কোষে প্ররণ।

৪.৫.৩ জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ-

(ক) কমিটি বছরে কমপক্ষে ৩টি সভায় মিলিত হবে। যার একটি শিক্ষাবর্ষের ১ম দিকে ও একটি শিক্ষাবর্ষের শেষ দিকে হওয়া বাঞ্চনীয়।

(খ) কমিটি উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটির কার্যাবলী তদারক করে প্রয়োজনে তাদের সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করবে।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) কমিটি জেলার প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কোষকে অবহিত করবে।

৪.৫.৪ জাতীয় কমিটির দায়িত্ব কর্তব্য ঃ-

এ কমিটি বেতার ও টেলিভিশনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রেষণামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করবে। এ ছাড়া বিভিন্ন কমিটির কার্যাবলী পর্যালোচনা করে তাদেরকে উপযুক্ত উপদেশ ও সহযোগিতা দিয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে গঠিত বিভিন্ন কমিটি এভাবেই তাদের দায়িত্ব পালন করে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে তারা জনগণকে সাথে নিয়ে একযোগে কাজ করে থাকে।

.....

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের প্রাথমিক শিক্ষা

৫.১ বিভিন্ন দেশের প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ঃ-

শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হলো মানুষের দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে সহায়তা করা। এতে সমাজ ও দেশের সবাঙ্গীণ উন্নতি অর্জনে তারা অবদান রাখতে পারে। বিশ্বের প্রতিটি দেশেই শিক্ষার এ লক্ষ্য অভিন্ন হলেও শিক্ষার কাঠামো ও সংগঠনের দিক থেকে দেশে দেশে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। প্রতিটি দেশ নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের লক্ষ্যেই সবচেয়ে উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও উন্নয়ন স্তরের বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে এক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে অন্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পার্থক্য দেখা যায়।

এসব সত্ত্বেও অন্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের পেছনে যে বিরামহীন প্রচেষ্টা, ভূলত্রুটি ও সফলতার অভিজ্ঞতা রয়েছে তা সঠিকভাবে অনুশীলন করে, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষার সাথে যুক্ত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও গুণ আরও গভীর ও কার্যকরভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। এবং সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতায় নিজ দেশের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

৫.২ যুক্তরাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা ঃ-

৫.২.১ যুক্তরাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো ঃ-

ইংরেজ জাতির বৈশিষ্ট্য ও জীবনবোধ তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তাদের শিক্ষা ও সভ্যতার ইতিহাস ঐতিহ্যমন্ডিত। স্বাধীনতার প্রতি সুগভীর মমত্ববোধ, আমলাতান্ত্রিকতা পরিহার, বিকেন্দ্রিকতা, রক্ষণশীলতা, বিবর্তনমূখী উন্নয়ন প্রচেষ্টা, ঐতিহ্যপ্রিয়তা ও তাত্ত্বিক মনোভাব, যুক্তরাজ্যের শিক্ষার রূপদান করেছে। তাই যুক্তরাজ্যকে 'শিক্ষার গবেষণাগার' রূপে অভিহিত করা হয়। তবে এ কথাও সত্য এর শিক্ষা ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছে।

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তরাজ্যের শিক্ষা আইনে ৫(+) থেকে ১৬+ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক, অর্থাৎ ১১ বছর বাধ্যতামূলক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যপ্তিকাল শিশুর ৫+ বয়স থেকে ১১+ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ ছয় বছর ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা।

রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলগুলো কাউন্টি ও সাহায্যপ্রাপ্ত এ দু'ভাগে বিভক্ত। কাউন্টি স্কুলগুলোর সম্পর্কে ব্যয় স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্র বহন করে। অপরদিকে সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলোর অধিকাংশই ধর্মীয় সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। এসব স্কুল সরকারি সাহায্য পেয়ে থাকে। যুক্তরাজ্যের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার নিম্নোক্ত ৪টি ধাপ রয়েছে।

(ক) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

(খ) প্রাথমিক শিক্ষা

(গ) মাধ্যমিক শিক্ষা

(ঘ) উচ্চ শিক্ষা

এসব স্তরে বিভিন্ন ধরণের এবং বিভিন্ন নামের বহু সংখ্যক স্কুল রয়েছে।

নিচের ছকে যুক্তরাজ্যের শিক্ষাস্তরগুলো প্রদর্শন করা হলো ঃ-

শিক্ষাস্তর ও শ্রেণী	**শিক্ষার্থীর বয়স**	**বিদ্যালয়**	**শিক্ষার ধরণ**
প্রাক প্রাথমিক	২+ থেকে ৪+ বছর	নার্সারী স্কুল বা প্রাথমিক স্কুলের নার্সারী শ্রেণী	বাধ্যতামূলক নয়। অবৈতনিক/বৈতনিক
প্রাথমিক	৫+ থেকে ৬+ বছর	শিশু শিক্ষা	বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক
	৬+ থেকে ১১+ বছর	১ম স্তর-প্রাথমিক শিক্ষা (জুনিয়র স্কুল)	
মাধ্যমিক	১১+ থেকে ১৭+ বছর	২য় স্তর মাধ্যমিক শিক্ষা (সিনিয়র স্কুল)	বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক
উচ্চশিক্ষা	১৭ বছর এর উর্ধ্বে	৩য় স্তর-অধিকতর শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষা (বিশ্ববিদ্যালয়)	ঐচ্ছিক ও বৈতনিক।

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তরাজ্যে নার্সারী স্কুলগুলোতে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়। ২+ থেকে ৪+ বয়সের শিশুরা এসব স্কুলে পরাশুনা করে। এ ছাড়া, ইনফ্যান্ট স্কুল সংলগ্ন নার্সারী ক্লাসেও তারা শিক্ষালাভ করতে পারে। কাউন্টি পরিচালিত নার্সারী স্কুলে বা কাউন্টি প্রাথমিক স্কুল সংলগ্ন নার্সারী ক্লাস বা সেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নার্সারী স্কুলের শিক্ষার জন্য বেতন দিতে হয়।

যুক্তরাজ্যে ৫+ বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। ছেলেমেয়েরা ১১+ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে। এ স্তরের শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। শিশুর ৫+ থেকে ৬+ বছর বয়স পর্যন্ত ইনফ্যান্ট স্কুলে ৭+ থেকে ১১+ বছর পর্যন্ত জুনিয়র স্কুলে এবং ৯+ থেকে ১৩+ বছর বয়স পর্যন্ত মিডল স্কুলের জুনিয়র স্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

৫.২.২ যুক্তরাজ্যের শিক্ষা প্রশাসন ঃ-

যুক্তরাজ্যে এককেন্দ্রীক সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় কেন্দ্র সকল ক্ষমতার উৎস। কিন্তু যুক্তরাজ্যের শিক্ষা প্রশাসন বিকেন্দ্রীকৃত। ফলে যুক্তরাজ্যের শিক্ষা পরিচালনায় কেন্দ্র ও স্থানীয় সরকার যৌথ দায়িত্ব পালন করে। কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করে। স্থানীয় স্বায়ওশাসিত সংস্থা গৃহীত নীতি বাস্তবায়ন করে। যুক্তরাজ্যে শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। সেখানে এটি "শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক বিভাগ" নামে পরিচিত। শিক্ষামন্ত্রী এ বিভাগের প্রধান। দু'জন পার্লামেন্টারী আন্ডার সেক্রেটারী তাকে সাহায্য করেন। শিক্ষামন্ত্রী কেবিনেটের পূর্ণ সদস্য। শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা প্রধান কাজ। একজন স্থায়ী সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারী শিক্ষামন্ত্রীকে তার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করেন। স্থায়ী সেক্রেটারী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা।

শিক্ষা প্রশাসনিক ধারায় স্থায়ী সেক্রেটারীর নিচে রয়েছে একজন সিনিয়র চীপ ইন্সপেক্টর, কতিপয় চীপ ইন্সপেক্টর, একদল ইন্সপেক্টর ও অনেকগুলো স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বা লোকাল এডুকেশন অথরিটি (LEA)

ইন্সপেক্টর, মহামান্য রানীর ইন্সপেক্টর বা Her Majesty's Inspectors নামে সুপরিচিত। বিকেন্দ্রীভুত শিক্ষা ব্যবস্থায় এইচ. এম আইগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্থানীয় এলাকার শিক্ষা উন্নয়নে তাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাসহ সকল স্তরের শিক্ষা তাদের আওতাভূক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা স্থানীয় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয় অন্য শিক্ষামন্ত্রীকে অবহিত করেন। অনুরূপভাবে সরকার কর্তৃক গৃহীত শিক্ষানীতি স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে ব্যাখ্যা করেন। এভাবে এইচ. এম আইগণ কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের যোগসূত্র স্থাপন করেন।

উল্লেখ্য যুক্তরাজ্যের ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে শিক্ষা সংক্রান্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো হলো কাউন্টি কাউন্সিল এবং কাউন্টি বোরো কাউন্সিল। এগুলো সাধারণ সায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এদের শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত হয় স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ Local Education Authority (LEA). প্রতিটি LEA একজন করে চীপ এডুকেশন অফিসার নিয়োগ দেয়। তিনি তার অধীনস্থ কর্মচারী ও একদল বিশেষজ্ঞ দ্বারা স্থানীয় এলাকার প্রাথমিক শিক্ষাসহ সকল স্তরের শিক্ষা পরিচালনা করেন।

অপরদিকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে শিক্ষা প্রচেষ্টা জোরদার করার জন্য রয়েছে Divisional Authority, এ প্রতিষ্ঠান কাউন্টি কাউন্সিল, বোরো কাউন্সিল, স্কুল পরিচালনা কমিটির প্রতিনিধি, শিক্ষক ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত। LEA এর নির্দেশে এ প্রতিষ্ঠান কাজ করে। (LEA) গুলো নিজ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষাসহ শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যপক কাজ করে। এছাড়া প্রতিটি (LEA) এর নিচে রয়েছে স্কুল পরিচালনা পরিষদ (Bord of Governors or Management). তবে, স্কুলের অভ্যন্তরীন কার্যক্রম পরিচালনায় প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক পরিষদ প্রভূত ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন।

৫.২.৩ যুক্তরাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ঃ-

প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি স্তর হিসাবে যুক্তরাজ্যে নার্সারী শিক্ষার প্রচলন রয়েছে। নার্সারী শ্রেণীতে কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়া হয় না। শিশুকে পরিবেশকে দেখা ও বুঝতে সাহায্য করাই নার্সারী শিক্ষার উদ্দেশ্য। দর্শন, শ্রবণ, উপলব্ধি করার আগ্রহ বিকাশের প্রতি এ স্তরে গুরুত্ব দেয়া হয়। স্কুলের শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ এমনভাবে বিন্যাস করা হয় যাতে শিশুর পর্যবেক্ষণ ও পরীবিক্ষণ দক্ষতার বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ শিশুকে তার বাড়ি ও বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয়ের সেতুবন্ধন হিসাবে নার্সারী স্কুলগুলো ভূমিকা পালন করে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক শিক্ষার ইনফ্যান্ট স্কুলের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু বর্ধন, শারিরীক, মানসিক, বুদ্ধিমত্তা, আত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন, এ পর্যায়ে জন ডিউই উদ্ভাবিত কর্ম কেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়। দৈনদিন শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে পঠন, শিখন ও গণনা শিক্ষা দেয়া হয়। এসব মৌলিক দক্ষতা শিক্ষাদানে শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষাদান করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার জুনিয়র স্কুলে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের প্রতি নজর দেয়া হয়। মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হবার উপযোগী প্রস্তুতিও এস্তরে দেয়া হয়। এ স্তরে কতিপয় মৌলিক দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিক্ষাদান করা হয় ঃ-

মৌলিক দক্ষতা	বিষয়
১. ভাষা	ইংরেজি (পঠন, সাহিত্য, সৃজনশীল লিখণ)
২. গণনা	গণিত (সংখ্যা ও স্থান সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা)
৩. সৃজনশীল কাজ	অংকণ, হাতের কাজ, কথন, অভিনয়, সঙ্গীত, ইত্যাদি।
৪. পরিবেশ পরিচিতি	সমাজ পাঠ (ইতিহাস, পৌরনীতি, ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ধর্ম ইত্যাদি)
৫. শরীর চর্চা	অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন, খেলাধুলা ইত্যাদি।

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্য বিষয়গুলোতে নতুন নতুন ধারণা ও তথ্য সংযোজন করে আধুনিক করণ করা হয়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষার্থীকে বহুমূখী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা যুক্তরাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য। কিন্তু অভিভাবকগণ ছেলেমেয়েদের একাডেমিক কৃতিত্ব অর্জনের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। ছেলেমেয়েরা যেন ১১+ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাশ করে গ্রামার স্কুলে ভর্তি হতে পারে এটাই তাদের প্রত্যাশা। সেজন্য প্রাথমিক শিক্ষার সর্বশেষ দু'শ্রেণীতে মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষাদানের প্রতি বিশেষ জোর দেয়া হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম প্রণয়নে স্কুল কর্তৃপক্ষের ও শিক্ষকদের স্বাধীনতা রয়েছে। এছাড়া বিশেষ সংস্থা বা কাউন্সিল শিক্ষাক্রম সংস্কার ও উন্নয়নে স্কুল কর্তৃপক্ষের পরামর্শ বা সাহায্য প্রদান করে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.৪ যুক্তরাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় শিখন শেখানো কৌশল ঃ-

যুক্তরাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত, এ পর্যায়ের শিক্ষা আধুনিক মনস্তত্ত্ব, শিখন-শেখাণো পদ্ধতি ও উন্নত কলাকৌশলের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রেণী পাঠ ও শ্রেণীকক্ষের বাইরে উন্মুক্ত ও বাস্তব পরিবেশে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া চলে। অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় পরিবেশে পাঠদান করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে 'Learning by doing' বা কাজের মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হয়। সর্বাধুনিক কৌশল Constructivism এর ব্যবহার শিক্ষাকে আরও কর্মমুখী ও প্রয়োগশীল করেছে। এ ছাড়া নতুন আবিস্কৃত শিক্ষাপোকরণ ব্যবহার করে শিক্ষাদান কার্যক্রমের মানোন্নয়নের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ জন্য স্কুল ব্রডকাস্টিং প্রোগ্রামের দ্রুত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রায় সব স্কুলে টেলিভিশন ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। উপরন্তু শিক্ষাদানে কম্পিউটারের বহুমুখী ব্যবহার শিক্ষা কার্যক্রমে অসাধারণ গতিশীলতা এনেছে। এসব ছাড়া ফিল্ম, স্লাইড, চার্ট, ম্যাপ, মডেল ইত্যাদি শ্রেণী কক্ষে ব্যবহার করা হয়। বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন রেডিও ভিশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে রঙ্গিন ফিল্ম ও টেপ রের্কডার ব্যবহার করা শিক্ষাদানে বৈচিত্র্য এনেছে। অপরদিকে ভাষা গবেষণাগারে বিভিন্ন রকমের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান ক্রমশ সমৃদ্ধশালী হয়েছে।

যুক্তরাজ্যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা ও আগ্রহ অনুসারে শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি ও উন্নত কলা-কৌশলে প্রশিক্ষিত সুদক্ষ শিক্ষকগণ শিক্ষাদান কার্যক্রমকে আকর্ষণীয় করে তোলেন।

৫.২.৫ যুক্তরাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ

যুক্তরাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়নে উদার ও বাস্তব সম্মত দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাদান ও মূল্যায়ন একই সঙ্গে চলে। বছরব্যপী বিভিন্নধর্মী আন্তঃপরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মেধা ও পারগতা যাচাই করা হয়। দুর্বল ও পশ্চাদপদ শিক্ষার্থীকে শ্রেণী পাঠনার বাইরে বিশেষ ব্যবস্থায় সহায়তা করে শ্রেণীর সমতালে আনার চেষ্টা করা হয়। এভাবে শ্রেণী পাঠনা ও শিক্ষাদানকালীণ চালু মূল্যায়ন পক্রিয়ায় বছর শেষে শিক্ষার্থীরা পরবর্তী শ্রেণীতে প্রমোশন লাভ করে। Cumulative

Dhaka University Institutional Repository

Record এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন যাবতীয় তথ্য ধারাবাহিক ভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করা হয়।

শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নে Formative , Summative উভয় ধরণের কৌশল অনুসন্ধান করা হয়। বিষয়ের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। আবার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মেধা যাচাই করা হয়। মোট কথা, শিক্ষার্থীর জ্ঞান, কর্মকুশলতাসহ সার্বিক দিক মূল্যায়নের আওতাভূক্ত।

৫.২.৬ যুক্তরাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ ঃ-

যুক্তরাজ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণে সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্য রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাবিজ্ঞানের আধুনিক জ্ঞান ও ধ্যান ধারণায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য ব্যপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৫৯ সালের ক্রথার রিপোর্টের সুপারিশক্রমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চ যোগ্যতা ও প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রস্তুতির জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৬৭ সালে প্লাউডের রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকের মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণের জন্য কলেজ অব এডুকেশনকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

১৯৭২ সালের জেমস্ রিপোর্টের সুপারিশক্রমে তিন পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমচক্রে প্রশিক্ষণার্থীর ব্যক্তিগত শিক্ষার মান বৃদ্ধি করে দ্বিতীয় স্তরে পেশাগত প্রস্তুতি লাভ করে। শিক্ষকতা কাজে যোগদানের পর এবং কিছুদিন কাজ করার পর শিক্ষক প্রশিক্ষণে যোগদান করে নিজের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধশালী করে। সর্বশেষ চক্রে শিক্ষণ অভিজ্ঞতা সকল শিক্ষকের জন্য আবশ্যকীয়। শিক্ষককে এ সুযোগদানের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় শিক্ষা (LEA) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সহযোগীতা দান করে। এ ধরণের প্রশিক্ষণ এক বছর থেকে তিন বছর ব্যপী হয়ে থাকে।

এ ছাড়া, সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণের (Refresher's Training) এর মাধ্যমে কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষণে দক্ষতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

যুক্তরাজ্যের ৩ পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার বিন্যাস ছকে প্রদর্শন করা হলো ঃ-

Dhaka University Institutional Repository

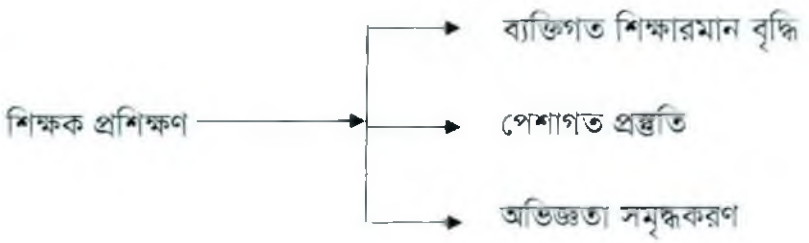

৫.৩ জাপানের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ-

৫.৩.১ জাপানের প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো ঃ-

সংবিধান, আইন ও বিধি অনুসারে কিন্ডারগার্টেন থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত জাপানের শিক্ষা পরিচালিত হয়। নয় বছরের শিক্ষা সকল ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক। শারিরীক ও মানসিক দিক দিয়ে অসুস্থ ছেলেমেয়েদের জন্যও শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এদের জন্য বিশেষ স্কুলের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ৬ বছরের অর্থাৎ ১ম শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেনী পর্যন্ত। ৬ বছর বয়সে শিশুকে ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হতে হয়।

জাপানের শিক্ষার স্তরগুলো নিম্নরুপ ঃ-

১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৩ বছরের
২. প্রাথমিক শিক্ষা ৬ বছরের
৩. নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা ৩ বছরের
৪. উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ৩ বছরের
৫. উচ্চ শিক্ষা ৪ বছরের

জাপানের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত। এ প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্ডারগার্টেন নামে পরিচিত। তিন বছর বয়স থেকে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হবার পূর্ব পর্যন্ত জাপানী শিশুরা কিন্ডারগার্টেনে পড়াশুনা করে। তিন বছর বয়সের শিশুরা তিন বছরের কোর্স, ৪ বছর বয়সের শিশুরা ২ বছরের কোর্স এবং ৫ বছর বয়সের শিশুরা ১ বছরের কোর্সে ভর্তি হয়। বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কিন্ডারগার্টেন স্কুলে বেতন দিতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়া শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ও শিক্ষাদানের জন্য 'Hoiko-J0' বা নার্সারীর জন্য কিছু সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব নার্সারীতে শিশুর জন্মের পর থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। জাপানে প্রথম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরকারের। দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়ের জাতীয় ও স্থানীয় সরকার থেকে স্কুলে দুপুরের খাবার, শিক্ষা, ভ্রমণ, চিকিৎসা, পুস্তক ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের জন্য আর্থিক সাহায্য পায়।

ছয় বছরের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হবার পর ছাত্র-ছাত্রীরা নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হয়। এ স্তরে কোন নির্বাচনী পরীক্ষা নেয়া হয় না।

স্কুল এডুকেশন ল' অনুযায়ী জাপানের প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এ আইনে প্রাথমিক শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য ও বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

নিম্নে জাপানের শিক্ষাস্তরগুলো ছকে দেখানো হলো ঃ-

জাপানের শিক্ষাস্তর

শিক্ষাস্তর ও শ্রেণী	**শিক্ষার্থীর বয়স**	**বিদ্যালয়**	**শিক্ষার ধরণ**
১. প্রাক প্রাথমিক	৩ থেকে ৫ বছর	কিন্ডারগার্টেন	ঐচ্ছিক/বৈতনিক ও অবৈতনিক
২. প্রাথমিক (I-VI)	৬ থেকে ১২ বছর	প্রাথমিক ও এলিমেন্টারী স্কুল	বাধ্যতামূলক শিক্ষা
৩. নিম্ন মাধ্যমিক (VII-IX)	১৩ থেকে ১৫ বছর	নিম্ন মাধ্যমিক বা লোয়ার সেকেন্ডারী স্কুল	বাধ্যতামূলক
৪. উচ্চ মাধ্যমিক (X-XII)	১৬ থেকে ১৮ বছর	উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল বা আপার সেকেন্ডারী স্কুল	ঐচ্ছিক ও বৈতনিক
৫. উচ্চ শিক্ষা	১৮+ থেকে	বিশ্ববিদ্যালয়/বিভিন্ন কলেজ	ঐচ্ছিক ও বৈতনিক

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.২ জাপানের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ঃ-

বর্তমানে জাপান সারা বিশ্বে অন্যতম উন্নত ও অগ্রসর দেশ। জাপানের শিক্ষাব্যবস্থা সে দেশের জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যপক উন্নতি ঘটেছে।

জাপানের শিক্ষাপ্রশাসন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নতুন শিক্ষাপ্রশাসন প্রবর্তনে তিনটি আইনের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হলো ঃ-
১৯৪৭ সালের শিক্ষা বোর্ড আইন। ১৯৪৯ সালের নতুন শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা আইন। ও পরবর্তীতে বেসরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠা আইন।

জাপানে শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব তিন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত। এগুলো হচ্ছে-
(ক) জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়
(খ) আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রিফেকচার শিক্ষা বোর্ড ও
(গ) স্থানীয় পর্যায়ে মিউনিসিপ্যাল শিক্ষা বোর্ড।
এসব কর্তৃপক্ষ পরস্পর স্বাধীন। তবে, এগুলো পরস্পর সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করে।

৫.৩.২.১ শিক্ষায় জাতীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা ঃ-

জাপানে জাতীয় শিক্ষা কর্মকান্ড পরিচালনার দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয় পালন করে। এটি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণকারী অপেক্ষা পরামর্শদানকারীর ভূমিকা পালন করে।

জাপানের শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা বিজ্ঞান, ক্রিড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় বা Ministry of Educaton Science, Sports and Calture (MESSC) নামে পরিচিত। মন্ত্রণালয়ের প্রধান একজন মন্ত্রী। তিনি কেবিনেটের একজন পূর্ণ সদস্য। তিনি দুজন উপমন্ত্রী, স্থায়ী সচিব ও সচিবালয়ের কিছু ব্যুরো ও কাউন্সিলের সাহায্যে মন্ত্রণালয়ের কাজ সম্পাদন করেন। জাপানে শিক্ষা প্রশাসন বিকেন্দ্রীভূত। আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা শিক্ষা পরিচালনার মূল ও সার্বিক দায়িত্ব পালন করে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.২.২ শিক্ষায় আঞ্চলিক ও স্থানীয় সরকারের ভূমিকা ঃ-

আঞ্চলিক ও স্থানীয় এলাকায় স্বায়ত্বশাসন প্রদানের উদ্দেশ্যে জাপানে 'প্রিফেকচার' ও 'মিউনিসিপ্যালিটি' রয়েছে। নির্বাচিত পরিষদের মাধ্যমে নিজেদের এলাকার শাসন কাজ পরিচালনার জন্য এসব স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সংবিধানের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এরা নিজেদের এলাকার জন্য আইন প্রণয়ন করে। অপরদিকে এগুলো নিজ নিজ শিক্ষা পরিচালনার জন্যও প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে।

প্রিফেকচার শিক্ষা বোর্ড ঃ-

জাপানে ৪৭টি প্রিফেকচার রয়েছে। প্রিফেকচারের প্রধান একজন গভর্ণর। প্রতি প্রিফেকচার এ একটি শিক্ষা বোর্ড আছে। বোর্ডের সদস্যগণ প্রিফেকচার আইন পরিষদের সম্মতিতে একজন চেয়ারম্যান নিয়োগ করেন। বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে বোর্ড একজন সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগ করে। নিজস্ব এলাকার প্রাথমিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাসহ সকল স্তরের শিক্ষা পরিচালনা প্রিফেকচার শিক্ষা বোর্ডের কাজ।

মিউনিসিপ্যাল শিক্ষা বোর্ড ঃ

জাপানে প্রায় তিন হাজারের উপর মিউনিসিপ্যালিটি আছে। মেয়র মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান। প্রতি মিউনিসিপ্যাল এ একটি করে শিক্ষা বোর্ড রয়েছে। বোর্ডের সদস্যগণ মিউনিসিপ্যাল আইন পরিষদের সম্মতিক্রমে একজন চেয়ারম্যান নিয়োগ করেন। অপরদিকে মিউনিসিপ্যাল আইন পরিষদের অনুমোদনক্রমে মেয়র মিউনিসিপ্যাল শিক্ষা বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করনে। পাঁচ বা তিন সদস্য সমন্বয়ে মিউনিসিপ্যাল শিক্ষা বোর্ডে একজন করে সুপারিনটেন্ড নিয়োগ করা হয়। নিজ এলাকার প্রাথমিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাসহ সকল স্তরের শিক্ষা পরিচালনা মিউনিসিপ্যাল শিক্ষা বোর্ডের কাজ।

প্রিফেকচার ও মিউনিসিপ্যাল শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বেসরকারি সংস্থা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারে। তবে, এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার জন্য বেতন ও অন্যান্য ফিস প্রদান করতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.৩ জাপানের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ঃ-

জাপানের কিন্ডারগার্টেনগুলোর শিক্ষাক্রম শিক্ষামন্ত্রণালয় (MESSC) কর্তৃক নির্ধারিত হয়। সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে পরিচিতি, ভাষা, অংকণ, সঙ্গীত, শরীরচর্চা ইত্যাদি বিষয় কিন্ডারগার্টেন স্কুলে শিক্ষা দেয়া হয়। এসব স্কুলে শিশুদের জন্য ব্যপক খেলাখুলা ও সৃজনশীল কার্যাবলীর ব্যবস্থা রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম রচনা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে জাপানের প্রাথমিক স্কুলের ৮টি বিষয় যেমন- জাপানী ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, পরিবেশ পরিচিতি, সঙ্গীত, চারুকলা ও হস্তশিল্প, নৈতিক ও শারীরিক শিক্ষা শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

এসব নিয়মিত বিষয় ছাড়া বিভিন্ন প্রকার শিক্ষামূলক কার্যক্রম যেমন-ছাত্র সমাবেশ, ক্লাব গঠন, হোমরুম, উৎসব ও বিভিন্ন ধরণের সমাবেশে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

প্রাথমিক স্তরের কার্যকালে বছরে ৩৫ সপ্তাহে শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করাই প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। জাপানের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মতভাবে সুনিয়ন্ত্রিত। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরণের প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়।

জাপানে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম প্রণয়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় (MESSC) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মন্ত্রণালয়ের "Enforcement Regulation for the School Education Law" এর অর্ডিন্যান্স অনুসারে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা বিষয় কি হবে, সপ্তাহে বা বছরে কোন বিষয় কত ঘন্টা পড়ানো হবে তা নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া প্রত্যেক পাঠ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে নির্দেশাবলী শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারী করা হয়। মন্ত্রণালয় নির্ধারিত প্রয়োজনে ও চাহিদা অনুসারে শিক্ষাক্রম বিন্যাস করে। ধারাবাহিক পক্রিয়া হিসাবে জাপানে প্রথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠবিষয়ের সংস্কার ও আধুনিকীকরণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.৪ জাপানের প্রাথমিক শিক্ষায় শিখন শেখানো কৌশল ঃ-

মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল অবলম্বনে জাপানে কিন্ডারগার্টেন ও প্রাথমিক স্কুলে পাঠদান করা হয়। সেজন্য এসব স্কুলের শিক্ষকদেরকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা উপকরণ দ্বারা শ্রেণীকক্ষকে আকর্ষণীয়ভাবে সজ্জিত করে উন্নত শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। শিক্ষা শিক্ষন প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞান সম্মত ও আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের শেখানোর কৌশল হিসাবে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। শ্রেণীকক্ষে ও শ্রেণীকক্ষের বাইরে বৃহত্তর সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষার্থীদেরকে হাতে কলমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রেণী পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পাঠকে প্রাণবন্ত ও আনন্দময় করে তোলা হয়। অভিভাবক ইচ্ছে করলে শ্রেণী কক্ষের বাইরে বা পেছনে দাঁড়িয়ে থেকে শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

এ ছাড়া শ্রেণী কক্ষের শিক্ষাদানের মান উন্নয়নের জন্য বহু ধরণের আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা হয়। এ জন্য স্কুলগুলোতে ফিল্ম, টেপ রেকর্ডার, রেডিও, টেলিভিশন ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। বর্তমানে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যপকহারে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি স্কুলেই গবেষণাগার, ওয়ার্কসপ ও লাইব্রেরীর ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্ডারগার্টেন ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের উপযোগী সরঞ্জামাদি ও বইপত্র এসব জায়গায় রয়েছে।

৫.৩.৫ জাপানের প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ-

জাপানের প্রাথমিক স্তরে আন্তঃ ও বহিঃ উভয় প্রকারের পরীক্ষার প্রচলন রয়েছে। এ পর্যায়ে মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠোন্নয়নে সাহায্য করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকের ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষক নিজস্ব বিষয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করেন। পাঠ বিষয়ের কৃতিত্ব মূল্যায়ন ছাড়াও স্কুল পরিবেশে শিক্ষার্থীর আচরণ যাচাই করা হয়। সেজন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্ড ব্যবহার করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষাশেষে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের দ্বারা প্রিন্সিপাল তাদেরকে ডিপ্লোমা প্রদান করেন। এ ডিপ্লোমা দ্বারা শিক্ষার্থীরা যেকোন জুনিয়র স্কুলে ভর্তি হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.৬ জাপানে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ ঃ-

জাপানে Education personnel certificate law অনুযায়ী কিন্ডারগার্টেন ও প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদের প্রিফেকচার শিক্ষা বোর্ড প্রদত্ত সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয়। সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

জাপানে শিক্ষক প্রশিক্ষণ দু'ধরণের ঃ-

১. জুনিয়র কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জনের পর শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সার্টিফিকেট অর্জন।

২. নবনিযুক্ত শিক্ষকদের জন্য মাস্টার শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে এক বছর সময়ব্যাপী শিক্ষানবীশ হিসাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। স্বল্প মেয়াদী এসব প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রভূত সাহায্য করে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে শিক্ষা বিষয় হিসাবে জাপানী ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, পরিবেশবিদ্যা, সঙ্গীত, অংকণ, কারুশিল্প, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও শারিরীক শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত আছে। শিক্ষা বিষয় (Specialized Subjects) হিসাবে শিক্ষার মৌলনীতি (Basic theory of Education); শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষা পদ্ধতি (Teaching Method) পড়ানো হয়। এসব বিষয়ের সাথে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে এলিমেন্টারী স্কুলে ব্যপক অনুশীলনী পাঠদান করে শিক্ষকতা পেশার জন্য প্রচুর দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ ছাড়াও প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদেরকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রিফেকচার ও মিউনিসিপ্যাল শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে আয়োজিত চাকুরীকালীন স্বল্পমেয়াদী (Inservice Short course training) প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪ ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা

৫.৪.১ ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো

বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ভারতের শিক্ষা কাঠামো বর্তমানে নিম্নরূপে বিদ্যমান আছে ঃ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

ভারতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে বিবেচনা করাহয়।প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এক থেকে তিন বছর মেয়াদী। এ স্তরের শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়। তবে, এ শিক্ষার জন্য সরকার পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সাহায্য করে থাকে। ভারতে অধিকাংশ রাজ্যে বেসরকারি উদ্যোগে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে কিন্ডারগার্টেন ও নার্সারী স্কুল চালু আছে।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাকে ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশের আলোকে ও ১৯৯২ সালের Plan of Action এর আলোকে দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

১। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী বা প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত নিম্ন প্রাথমিক স্তর।

২। পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণী বা ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উচ্চ প্রাথমিক স্তর।

অর্থাৎ ৮ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা। কিন্তু সকল রাজ্যে ৮ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা সম্ভব হয়নি। ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ৫ বছর মেয়াদী এবং তা সার্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে, একুশ শতকের আগেই সকল ছেলেমেয়ের জন্য ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক (৮ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা) করার জন্য জোর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। বর্তমানে ভারতের বাধ্যতামূলক শিক্ষা ৫ বছর মেয়াদী। ৬+ বয়সে শিশুর ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া বাধ্যতামূলক।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারি প্রাথমিক স্কুলের পাশাপাশি ভারতে বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত অসংখ্য স্কুল রয়েছে। তবে, এসব স্কুলে পড়াশুনার জন্য ছেলেমেয়েদেরকে বেতন দিতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.২ নিম্নে ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার স্তর ছকে প্রদর্শন করা হলো ঃ

শিক্ষাস্তর ও শ্রেণী	শিক্ষার্থীর বয়স ও শ্রেণী	বিদ্যালয়	শিক্ষার ধরণ
১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	শিশুর ৩ থেকে ৫ বছর	১. প্রাক-প্রাথমিক স্কুল ২. প্রাক-মৌলিক স্কুল ৩. নার্সারী স্কুল ৪. কিন্ডার গার্টেন স্কুল	১. বাধ্যতামূলক নয় ২. বেসরকারি পর্যায়ে ৩. প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতিমূলক।
২. প্রাথমিক শিক্ষা	শিশুর ৬ থেকে ১১, ১২, ১৩, ১৪, বছর		১. কোন কোন রাজ্যে ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা।
ক) নিম্ন প্রাথমিক	১-৪ শ্রেণী (I-IV)	১. লোয়ার প্রাইমারী স্কুল ২. জুনিয়র বেসিক স্কুল ৩. লোয়ার এলিমেন্টারী স্কুল	২. কোন কোন রাজ্যে ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা।
খ) উচ্চ প্রাথমিক	১-৫ শ্রেণী (I-V) ৫-৭ শ্রেণী (V-VII) ৬-৮ শ্রেণী (VI-VIII)	১. জুনিয়র হাই স্কুল ২. উচ্চ প্রাথমিক স্কুল ৩. সিনিয়র বেসিক স্কুল ৪. সিনিয়র এলিমেন্টারী স্কুল	৩. সকল রাজ্যে ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

৫.৪.৩ ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা নিম্ন-প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক এ দু'স্তরে বিভক্ত। এ দু'স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য হলো ঃ

(ক) শিশুকে মৌলিক জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈপূণ্য যেমন, গঠন, লিখন ও গণনা শিক্ষাদান করা।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) স্বাস্থ্য সম্মত জীবন-যাপনের রীতিনীতির সাথে শিশুর পরিচয় করা।

(গ) প্রাকৃতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভে শিশুকে সহায়তা করা।

(ঘ) দৈনন্দিন জীবনে শিশুকে বিজ্ঞানের অবদান বুঝতে ও উপলব্ধি করতে সাহায্য করা।

(ঙ) বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শিশুর মুক্ত চিন্তা ও সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশের সুযোগ দান করা।

(চ) জাতীয় প্রতীকের প্রতি সম্মান ও জাতীয় উৎসব পালনের মাধ্যমে শিশুর দেশপ্রেম বোধের বিকাশ সাধন করা।

(ছ) শিশুকে শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি ও শারীরিক শ্রমে উদ্বুদ্ধ করা।

(জ) শিশুর সামাজিক গুণ বিকাশ করা।

(ঝ) ধর্মের প্রতি শিশুকে শ্রদ্ধাশীল করা।

এ সব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য বিষয় নিম্নরূপে বিন্যাস করা হয়েছে ঃ-

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য বিষয়

নিম্ন প্রাথমিক	উচ্চ প্রাথমিক
১। দু'টি ভাষা	১। তিনটি ভাষা-
(ক) মাতৃভাষা	(ক) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা
(খ) আঞ্চলিক ভাষা	(খ) হিন্দী/ইংরেজী
	(গ) ঐচ্ছিক ভাষা
২। গণিত	২। গণিত
৩। পরিবেশ পরিচিতি	৩। বিজ্ঞান
৪। সৃজনশীল কাজ	৪। সমাজ পাঠ
৫। কর্ম অভিজ্ঞতা	৫। চারুকলা
৬। স্বাস্থ্য	৬। কর্ম অভিজ্ঞতা
	৭। শারীরিক শিক্ষা
	৮। নীতি শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত বিষয়গুলোর পাশাপাশি কুটির শিল্প, কৃষি কাজ ও অন্যান্য উৎপাদনমূলক কাজ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এ সব কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্থানীয় সমাজের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। এ ছাড়াও শিক্ষার্থীরা পাঠক্রমের কার্যাবলীর অংশ হিসেবে স্থানীয় এলাকার স্বাস্থ্য উন্নয়ন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও কৃষি উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করে স্কুল ও স্থানীয় পরিবেশের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। মোট কথা, কর্ম অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাদান করে শিক্ষার্থীকে উপযুক্তরূপে গড়ে তোলা হয়।

ভারতে National Council of Educution Research (NCERT) প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করে। এ সব পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রয়োজনীয় পরিমার্জন সাপেক্ষে রাজ্য সরকারগুলো গ্রহণ করে।

৫.৪.৪ ভারতে প্রাথমিক শিক্ষায় শিখন-শেখানো কৌশল

সাধারণতঃ শ্রেণী কক্ষের এক ঘেয়ে পরিবেশে ভারতের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে। শিক্ষকগণ মৌখিক পদ্ধতিতে (Oral Method) পাঠদান করেন। কোন কোন রাজ্যে আধুনিক শিক্ষা সরঞ্জামাদি দ্বারা সুসজ্জিত শ্রেণী কক্ষে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে পাঠদান কাজ পরিচালনা করা হয়। শ্রেণী পাঠদান ছাড়াও শ্রেণী কক্ষের বাইরে বিভিন্ন প্রজেক্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে হাতে কলমে শিক্ষাদান করা হয়। শিক্ষা ভ্রমন, গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও স্থাপনা পরিদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমেও শিক্ষার্থীদেরকে বাস্তবজ্ঞান লাভে সাহায্য করা হয়। শিক্ষাদানে সাধারণ উপকরণের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে গ্রামীন এলাকায় শিক্ষাদানে আধুনিক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

৫.৪.৫ ভারতে শিক্ষায় মূল্যায়ন পদ্ধতি

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে আন্তঃ পরীক্ষা চালু আছে। আন্তঃ পরীক্ষা অর্থাৎ স্কুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ পরীক্ষার মাধমে শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণী প্রোমোশন দেয়া হয়। এ ধরনের পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নতি অপেক্ষা তাদের মুখস্ত করার দক্ষতা পরিমাপ করে বেশি। তাই, পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার করে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর মৌলিক দক্ষতা, বাঞ্ছনীয় অভ্যাস ও মনোভাব মূল্যায়নের প্রতি বর্তমানে গুরুত্বারোপ করা হয়। এ স্তরের শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব উপায় অগ্রগতি সাধনের সহায়তার জন্য ১ম থেকে ৪র্থ

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে 'Ungraded Unit' হিসেবে গন্য করা হয়। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে লিখিত ও মৌখিক উপায়ে শিক্ষার্থীর পাঠোন্নতি মূল্যায়ন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা স্তর শেষে 'State Evaluation Organization' -এর প্রশ্ন দ্বারা শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়ন এবং বিশেষ বহিঃ পরীক্ষার সাহায্যে কৃর্তী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও মেরিট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

৫.৪.৬ ভারতে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ

ভারতে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষকদের জন্য প্রাক-কর্মকালীন (Pre-Service) ও (In-Service) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। উভয় প্রকার কোর্সের মেয়াদ এক বছর। প্রশিক্ষণ ছাড়া প্রাথমিক স্তরে সাধারণতঃ মন্ত্রীকে তার কাজে সহায়তা করার জন্য রয়েছে একজন স্থায়ী সচিব। সচিবকে সাহায্য করেন অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপ সচিব ও সহকারী সচিবগণ। ভারতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৪৬টি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে এসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সকল পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সাহায্য করে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্তরাজ্য ও জাপান এবং ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার তুলনা ঃ

বিষয়	দেশ			
	বাংলাদেশ	যুক্তরাজ্য	জাপান	ভারত
১। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	(ক) ৪ থেকে ৫ বছর। (খ) অনানুষ্ঠানিক ও বাধ্যতামূলক নয়। (গ) সরকারি পর্যায়ে অবৈতনিক, বেসরকারি পর্যায়ে বৈতনিক (ঘ) প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতিমূলক।	(ক) ২ থেকে ৪ বছর। (খ) অনানুষ্ঠানিক ও বাধ্যতামূলক নয়। (গ) সরকারি পর্যায়ে অবৈতনিক ও বেসরকারি পর্যায়ে বৈতনিক। (ঘ) প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতিমূলক।	(ক) ৩ থেকে ৫ বছর। (খ) অনানুষ্ঠানিক ও বাধ্যতামূলক নয়। (গ) সরকারি পর্যায়ে অবৈতনিক, বেসরকারি পর্যায়ে বৈতনিক। (ঘ) প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতিমূলক।	(ক) শিশুর ৩ থেকে ৫ বছর। (খ) অনানুষ্ঠানিক ও বাধ্যতামূলক নয়। (গ) সরকারি পর্যায়ে অবৈতনিক ও বেসরকারি পর্যায়ে বৈতনিক। (ঘ) প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতিমূলক। (ঙ) অভ্যাস গঠন।
২। প্রাথমিক শিক্ষা (ক) শুরু ও ব্যাপ্তি (খ) শ্রেণী (গ) সময়কাল (ঘ) বাধ্যতামূলক শিক্ষার সময়কাল	(ক) ৬+ থেকে ১১+ বছর (খ) I – V (গ) ৫ বছর (ঘ) ৫ বছর (I – V)	(ক) ৫+ থেকে ১১+ বছর (খ) (I – VI) (গ) ৬ বছর (ঘ) ১১ বছর (৩-৩৮)	(ক) ৬+ থেকে ১২+ বছর (খ) (I – VI) (গ) ৬ বছর (ঘ) ৯ বছর (I-IX)	(ক) শিশুর ৬ থেকে ১১,১২,১৩,১৪ বছর (খ) ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী/৮ম শ্রেণী (গ) ৫ বছর, কোন কোন রাজ্যে ৮ বছর। (ঘ) ৫ বছর।
৩। স্কুল সিস্টেম (ক) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (খ) প্রাথমিক শিক্ষা (গ) মাধ্যমিক	(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন নার্সারী ক্লাস, নার্সারী ও কিন্ডারগার্টেন স্কুল। (খ) প্রাথমিক বিদ্যালয়	(ক) নার্সারী ও কিন্ডার গার্টেন স্কুল (খ) ইনফ্যান্ট স্কুল (গ) জুনিয়র স্কুল (ঘ) সিনিয়র স্কুল	(ক) নার্সারী ও কিন্ডার গার্টেন স্কুল (খ) এলিমেন্টারী স্কুল (গ) লোয়ার সেকেন্ডারী স্কুল	(ক) প্রাক-প্রাথমিক স্কুল/মৌলিক শিক্ষা স্কুল/নার্সারী/কিন্ডার গার্টেন

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়	দেশ			
	বাংলাদেশ	যুক্তরাজ্য	জাপান	ভারত
শিক্ষা (ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (ঙ) উচ্চ শিক্ষা	ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক শাখা (গ) মাধ্যমিক স্কুল (ঘ) স্কুল ও কলেজ (ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ	(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়	(ঘ) আপার সেকেন্ডারী স্কুল (ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ	স্কুল। (খ) প্রাথমিক বিদ্যালয়/জুনিয়র বেসিক স্কুল/জুনিয়র হাইস্কুল ইত্যাদি। (গ) মাধ্যমিক বিদ্যালয় (ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ/ডিগ্রী কলেজ সংলগ্ন। (ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ইন্সটিটিউট।
৪। প্রাথমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (ক) মনস্তাত্ত্বিক রীতি (খ) মৌলিক দক্ষতা শিক্ষাদান (গ) বাস্তব কাজে অংশগ্রহন	(ক) শিক্ষার্থীর সহজাত গুণ বিকাশে গুরুত্ব আরোপ (খ) জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীকে সহয়তা করা। (গ) যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম অনুসারে কর্ম অভিজ্ঞতায় বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণের সুযোগ।	(ক) আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাঠদানের প্রতি গুরুত্বারোপ। (খ) একাডেমিক কৃতিত্বের প্রতি গুরুত্বারোপ। (গ) Activity Centred ও Constructivism প্রক্রিয়ায় কাজের সুযোগ।	(ক) শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের প্রতি গুরুত্বারোপ (খ) মৌলিক দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা (গ) স্কুলে ব্যাপক কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ।	(ক) জীবনকে জানা ও স্বাস্থ্য সম্মত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া। (খ) মৌলিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। (গ) কর্ম অভিজ্ঞতায় বাধ্যতামূলকভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়	দেশ			
	বাংলাদেশ	যুক্তরাজ্য	জাপান	ভারত
৫। শিক্ষাক্রম (ক) দায়িত্ব (খ) শিক্ষাক্রম (গ) শিক্ষাদান	(ক) কেন্দ্রীয়ভাবে NCTB প্রণয়ন করে। (খ) আবশ্যকীয় শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম (Competency based Curriculum) (গ) শিক্ষাদান পদ্ধতি গতানুগতিক। তবে উন্নত পদ্ধতি ও কলা কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগের চেষ্টা চলছে।	(ক) স্থানীয় শিক্ষা পর্তৃপক্ষ LEA-এর আওতায় স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকগণ প্রণয়ন করে। HMI এবং বিশেষ সংস্থা বা কাউন্সিল সহায়তা করে। (খ) যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম। (গ) শিক্ষাদান পদ্ধতি আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত।	(ক) কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রণয়ন করে। (খ) আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রায়োগিক শিক্ষাক্রম। (গ) শিক্ষাদানে শিক্ষা প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার।	(ক) কেন্দ্রীয়ভাবে (NCERT) প্রণয়ন করে। রাজ্যে সরকারগুলো পরিমার্জন করে গ্রহণ করে। (খ) কর্ম অভিজ্ঞতা ভিত্তিক। (গ) শিক্ষাদান পদ্ধতি গতানুগতিক। কোন কোন রাজ্য উন্নত শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কলাকৌশল অনুসরণ করে।
৬। শিক্ষা প্রশাসন	(ক) কেন্দ্রীভূত। (খ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। (গ) শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত।	(ক) বিকেন্দ্রীভূত (School based) (খ) স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বা LEA শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। (গ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সহায়তাদান করে।	(ক) বিকেন্দ্রীভূত (School based) (খ) শিক্ষার তিন কর্তৃপক্ষ ঃ জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষামন্ত্রণালয়, আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রিফেকচার ও স্থানীয় পর্যায়ে মিউনিসিপ্যালিটি শিক্ষা বোর্ড তা-পরিচালনা করে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরামর্শকারীর ভূমিকা পালন করে।	(ক) বিকেন্দ্রীভূত। (খ) পৌর এলাকায় মিউনিসিপ্যালিটি এবং পল্লী এলাকায় জেলা বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা করে।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়	দেশ			
	বাংলাদেশ	যুক্তরাজ্য	জাপান	ভারত
৭। শিক্ষণ-শিখন কৌশল	গতানুগতিক। তবে, উন্নত শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কলাকৌশল প্রয়োগে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।	শিক্ষাদানে আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কলাকৌশল অনুসরণ।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কলাকৌশল অনুসরণ।	(ক) গতানুগতিক কোন কোন রাজ্যে আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কলাকৌশল অবলম্বন।
৮। মূল্যায়ন	(ক) অবিভক্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ (খ) ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শ্রেণী প্রমোশন।	(ক) শ্রেণী পাঠদান ও মূল্যায়ন ধারাবাহিক ও শিক্ষক ভিত্তিক। (খ) শিক্ষাবর্ষ শেষে স্বাভাবিক নিয়মে শ্রেণী প্রমোশন।	(ক) শ্রেণী পাঠদান ও মূল্যায়ন একই সঙ্গে চলে। (খ) বার্ষিক পরীক্ষা শেষে শ্রেণী প্রমোশন।	(ক) ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণী Ungraded unit. নমনীয় প্রমোশন। (খ) উচ্চ প্রাথমিক স্তরে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা।
৯। শিক্ষক প্রশিক্ষণ	(ক) এক বছর ব্যাপী সি-ইন-এড কোর্স। (খ) চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ (গ) স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ (ঘ) বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ নেই।	(ক) এক বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স (খ) তিন পর্যায়ে বিন্যাসকৃত প্রশিক্ষণ কোর্স। (গ) সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ কোর্স Refresher's Training Course. (ঘ) স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স। (ঙ) বিদেশে প্রশিক্ষণের সীমিত সুযোগ।	(ক) এক বছর ব্যাপী নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্স। (খ) মাস্টার শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষানবীশ হিসেবে এক বছর ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স। (গ) চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ (ঘ) শিক্ষা সংক্রান্ত লেকচার, ওয়ার্কসপ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সুযোগ। (ঙ) বিদেশে প্রশিক্ষণের সীমিত সুযোগ।	(ক) জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে বা কোন কোন রাজ্যে প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজে দুই বছরের প্রশিক্ষণ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন দেশের প্রাথমিক শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে, যুক্তরাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ৫ বছর বয়স থেকে, অন্যদিকে বাংলাদেশ, জাপান ও ভারতে শুরু হয় ৬+ বছর বয়স থেকে। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় বাংলাদেশে ৪ বছর থেকে যদিও যুক্তরাজ্যে এটা শুরু হয় ২বছর বয়স থেকে। অন্যদিকে জাপান ও ভারতে ৩ বছর বয়স থেকে শুরু হয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। বাংলাদেশে যেহেতু শিশুদের বুদ্ধিমত্তা ভাল সেহেতু ৩ বছর বয়স থেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা যেতে পারে।

যুক্তরাজ্যের মতো আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে বাংলাদেশে। এতে শিক্ষার্থী স্থায়ীভাবে পড়াটা মস্তিষ্কে ধারণ করতে পারবে। তাছাড়া জাপানের মতো স্কুলের কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে আমাদের দেশে। বাংলাদেশের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম পদ্ধতিটাকে যুক্তরাজ্যের মতো যুগোপযোগী, জাপানের মতো প্রায়োগিক ও ভারতের মতো কর্ম অভিজ্ঞতা ভিত্তিক করা যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থীর জন্য সুফল বয়ে আনবে। আমাদের শিক্ষাদান পদ্ধতিটাও গতানুগতিক। এক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের মতো আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রণয়ন করতে পারলে ভাল হবে এবং জাপানের মতো শিক্ষাদানে প্রযুক্তির ব্যবহারও সুফল বয়ে আনবে।

শিক্ষাদানে যুক্তারাজ্য ও জাপানের মতো আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার করা হলে সুফল পাওয়া যাবে। তাছাড়া বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। যুক্তরাজ্যের মতো সঞ্জিবণী প্রশিক্ষণ কোর্স এর ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া জাপানের মতো শিক্ষা সংক্রান্ত লেকচার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে। প্রয়োজনে বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ করতে হবে। এভাবে দক্ষ শিক্ষক তৈরী করে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি সম্ভব হবে।

.....

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষানীতি ২০০৯ এ প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কিছু নীতিমালা ঃ-

নতুন শিক্ষানীতি ২০০৯ এ প্রাথমিক শিক্ষা

৬.১ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করার আগে প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবেশ তৈরী করা প্রয়োজন। তাই তাদের জন্য বিদ্যালয়-প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি। অন্যান্য শিশুর সঙ্গে একত্রে এই প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা শিশুর মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। কাজেই ৫+ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে হবে। এই পর্যায়ে শিক্ষাক্রম হবে ঃ

- শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টিমূলক এবং সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন
- অন্যদের প্রতি সহনশীলতা এবং পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া।

কৌশল ঃ

- অন্যান্য গ্রহণযোগ্য উপায়ের সঙ্গে ছবি, রং, নানা ধরণের সহজ আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ, মডেল, হাতের কাজের সাথে সাথে ছড়া, গল্প, গান ও খেলার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে।
- শিশুদের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা ও কৌতুহলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তাদের স্বাভাবিক প্রাণশক্তি ও উচ্ছাসকে ব্যবহার করে আনন্দময় পরিবেশে মমতা ও ভালোবাসার সাথে শিক্ষা প্রদান করা হবে। শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যেন তারা কোনভাবেই কোনরকম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের শিকার না হয়।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে বাড়তি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধি করতে হবে। তবে সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে এ কাজটি দেশের সকল বিদ্যালয়ে একই সঙ্গে বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলে ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- মসজিদ, মন্দির ও প্যাগোডায় ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সকল ধর্মের শিশুদেরকে ধর্মীয়জ্ঞান, অক্ষরজ্ঞানসহ আধুনিক শিক্ষা ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদানের কর্মসূচী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে।

৬.২ প্রাথমিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। দেশের সব মানুষের শিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলার ভিত্তিমূল প্রাথমিক শিক্ষা। তাই মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সম-সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। এ কাজ করা রাষ্ট্রের সংবিধানিক দায়িত্ব। শিক্ষার এই স্তর পরবর্তী সকল স্তরের ভিত্তি সৃষ্টি করে বিধায় যথাযথ মানসম্পন্ন উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষার পর অনেকে কর্মজীবন আরম্ভ করে বলে মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা তাদের যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান ও বিদ্যালয় ভেদে সুযোগ-সুবিধার প্রকট বৈষম্য, অবকাঠামোগত সমস্যা, শিক্ষক-স্বল্পতা ও প্রশিক্ষণের দুর্বলতাসহ বিরাজমান সমস্যাসমূহ দূর করে জাতির সার্বিক শিক্ষার ভিত শক্ত করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক, এবং সকলের জন্য একই মানের। অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক এবং ভৌগোলিক কারণে বর্তমানে শতভাগ শিশুদের প্রাথমিক স্কুলের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না, ২০১১-১২ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে।

৬.২.১ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

- মানবিক বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।
- কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সব ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ানো বাধ্যতামূলক করা হবে

Dhaka University Institutional Repository

- শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহজীবন যাপনের মানসিকতা, কৌতূহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশগঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা।
- শিক্ষার্থীর যথাযথ মানসম্পন্ন নিজ স্তরের প্রান্তিক দক্ষতা নিশ্চিত করে তাকে উচ্চতর ধাপের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী এবং উপযোগী করে তোলা। এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। এছাড়া ভৌত অবকাঠামো, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক আকর্ষণীয়করণ এবং মেয়েদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা।
- শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবন-দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহ ও মর্যাদাবোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীতে প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতি সত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ নজর দেয়া।
- প্রতিবন্ধীসহ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদেরে জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সম-সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- বিভিন্ন ধরণের (কমিউনিটি বিদ্যালয়, রেজিষ্ট্রিকৃত নয় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রেজিষ্ট্রিকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ ও শহুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার যে প্রকট বৈষম্য বিরাজমান তা দূরীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া। সাধারণ ও মাদরাসাসহ (আলিয়া ও কওমী) সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় রেজিষ্ট্রেশন করা।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.২ কৌশল

রাষ্ট্রের দায়িত্ব ঃ

সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার তাগিদ সংবিধানে বিধৃত আছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং রাষ্ট্রকেই এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব বেসরকারি বা এনজিও খাতে হস্তান্তর করা যাবে না। কোনো ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা কোনো এনজিও প্রাথমিক শিক্ষাদানকল্পে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতে চাইলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান পালন করে করতে হবে।

৬.২.৩ প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ঃ

- প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৫ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৮ বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করা হবে। এটি বাস্তবায়নে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অবকাঠামোগত এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা।

  ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করার জন্য অনতিবিলম্বে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;
- প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার নতুন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা;
- প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষাক্রম বিস্তারসহ শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ওপর ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করা।

প্রাথমিক শিক্ষার এই পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে আট বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ২০১৮-এর মধ্যে ছেলে-মেয়ে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জাতিসত্তা নির্বিশেষে পর্যায়ক্রমে বিভাগওয়ারী সারা দেশের সকল শিশুর জন্য নিশ্চিত করা হবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর্যায়ক্রম বিবেচনায় রেখে অর্থ যোগানের দিকে নজর দেয়া হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.৪ বিভিন্ন ধারার সমন্বয় ঃ

- একই পদ্ধতির মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বাংলাদেশের সংবিধানে ব্যক্ত করা হয়েছে। সাংবিধানিক তাগিদে বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত বিষয়সমূহে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করা হবে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারা যথা সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, ইবতেদায়ি মাদরাসা ও বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়/শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর জন্য এই ব্যবস্থা চালু করা হবে। নির্ধারিত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যান্য নিজস্ব কিংবা অতিরিক্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে বিভিন্ন ধারায় সন্নিবেশ করা যাবে।
- শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ইবতেদায়ি ও কওমী মাদ্রাসাসমূহ আট বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবে এবং প্রাথমিক স্তরের নতুন সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে।

৬.২.৫ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবস্তু ঃ

- প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ধারা (সাধারণ, মাদরাসা) নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট শ্রেণীর পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলভাবে পড়তে হবে। সর্বত্র অবকাঠামো তৈরি এবং কম্পিউটার সরবরাহ ও কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ না দেয়া পর্যন্ত তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ও মূল্যায়ন, তথ্যপ্রযুক্তি-সহজপাঠ ও অনুশীলন-পুস্তকভিত্তিক হবে। মানসম্পন্ন ইংরেজি লিখন-কথনের লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম শুরু থেকেই গ্রহণ করা হবে এবং ক্রমান্বয়ে ওপরের শ্রেণীসমূহে প্রয়োজনানুসারে জোরদার করা হবে। প্রথম শ্রেণী থেকে সহশিক্ষাক্রমিক বিষয় থাকতে পারে; তৃতীয় শ্রেণী থেকে মূলত জীবনী ও গল্পভিত্তিক বিভিন্ন ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এবং শেষ তিন শ্রেণীতে অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জীবন পরিবেশের উপযোগী প্রাক-বৃত্তিমূলক এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান করা হবে, যাতে যারা কোনো কারণে আর উচ্চতর পর্যায়ে পড়বে না এ শিক্ষার ফলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি লাইব্রেরি স্থাপন করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের উপযোগী বই দিয়ে তা সমৃদ্ধ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.৬ ভর্তির বয়স ঃ

- বর্তমানে চালু ৬+ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হবে। এর সঠিক বাস্তবায়নের জন্য জন্ম (এবং মৃত্যু) নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক করা আবশ্যক।
- প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ঃ৩০। এ লক্ষ্য পর্যায়ক্রমে পাঁচ বছরে অর্জন করতে হবে।

৬.২.৭ বিদ্যালয়ের পরিবেশ ঃ

- সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীর সুরক্ষার অনুকূল পরিবেশ জরুরী।

৬.২.৮ শিক্ষা-সামগ্রী ঃ

- প্রাথমিক শিক্ষার নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীর ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম কাঠামো অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য পৃথক বিষয়-ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা এবং শ্রেণীগত যোগ্যতা নির্ধারণ করে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা সামগ্রী যথা পাঠ্যপুস্তক এবং প্রয়োজনবোধে সম্পূরক পঠন সামগ্রী এবং অনুশীলন পুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা (বিশ্লেষণ, উদাহরণ ও এক্সারসাইজ সংবলিত পুস্তক) প্রণয়ন করবে। সকল পাঠ্যপুস্তক সহজ, সাবলীল ভাষায় রচিত, আকর্ষণীয় এবং নির্ভুল হতে হবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.২.৯ ঝরে পড়া সমস্যার সমাধান ঃ

- দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য উপবৃত্তি সম্প্রসারণ করতে হবে।
- স্কুলের পরিবেশ আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তুলতে হবে। এই লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মান সম্পন্ন ভিন্ন টয়লেট, খেলাধূলার সুব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের আগ্রহ, মমত্ববোধ ও সহানুভূতিশীল আচরণ এবং পরিচ্ছন্ন ভৌত পরিবেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ। শারীরিক শাস্তি সম্পূর্নরূপে বিলুপ্ত করা হবে।
- দুপুরের খাবার ব্যবস্থা করা জরুরি। পিছিয়ে পড়া এলাকাসহ গ্রামীণ সকল বিদ্যালয়ে দুপুরে খাবার ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে চালু করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- পাহাড়ি এলাকায় এবং দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ে হোস্টেলের ব্যবস্থা করার দিকে নজর দিতে হবে।
- হাওর এবং একসঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয় এমন এলাকাসমূহের বিদ্যালয়ে সময়সূচী এবং ছুটির দিনসমূহের পরিবর্তন করার সুযোগ থাকবে। এ সকল বিষয়ে স্থানীয় সমাজভিত্তিক তদারকি ব্যবস্থার সুপারিশে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।
- মেয়ে শিশুদের মধ্যে ঝরে পড়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে অধিক, তাই এই সকল শিশু যাতে ঝরে না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। মেয়ে শিক্ষার্থীরা যেন বিদ্যালয়ে কোনোভাবে উত্যক্ত না হয় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
- বর্তমানে ৫ম শ্রেণী শেষ করার আগে প্রায় অর্ধেক এবং যারা পরবর্তী পর্যায়ে যায় তাদের প্রায় ৪০ শতাংশ দশম শ্রেণী শেষ করার আগে ঝরে পড়ে। ঝড়ে পড়া দ্রুত কমিয়ে আনা জরুরী। ২০১৮ সালের মধ্যে সকল শিক্ষার্থী যেন ৮ম শ্রেণী শেষ করে সেই লক্ষ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপগুলোসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দ্রুত গ্রহণ করতে হবে।

৬.২.১০ আদিবাসি শিশু ঃ

466339

- আদিবাসি শিশুরা যাতে তাদের নিজেদের ভাষা শিখতে পারে সেই লক্ষ্যে আদিবাসি শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করতে হবে। এই কাজে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক তৈরিতে, আদিবাসি সমাজের সম্পৃক্ততা জরুরি।
- আদিবাসি প্রান্তিক শিশুদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।
- যে সকল আদিবাসি অধ্যুষিত (পাহাড় কিংবা সমতল) এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। যেহেতু কোনো কোনো এলাকায় তাদের বসতি হালকা তাই একটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আবাসিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হলে সেদিকেও নজর দিতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.১১ প্রতিবন্ধী শিশু ঃ

- বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনানুসারে শৌচাগার ব্যবহার ও চলাফেরার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।
- তাদের প্রয়োজনের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

৬.২.১২ পথশিশু ও অন্যান্য অতিবঞ্চিত শিশু ঃ

- এদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনার এবং ধরে রাখার লক্ষ্যে বিনা খরচে ভর্তির সুযোগ, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, দুপুরের খাবার ব্যবস্থা এবং বৃত্তিদানসহ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয়ে তাদের সুরক্ষার দিকে প্রয়োজনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.২.১৩ বিভিন্ন ধরনের এবং এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বিদ্যমান প্রকট বৈষম্য ঃ

- এই বৈষম্য ধাপে ধাপে কমিয়ে আনতে হবে। সেই লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া এলাকাসমূহে অবস্থিত স্কুলসহ গ্রামীণ বিদ্যালয়সমূহকে বিশেষ সহায়তা দিতে হবে, পরিকল্পিত কর্মসূচীর ভিত্তিতে যাতে কয়েক বছরের মধ্যে বৈষম্য নিরসনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে।

৬.২.১৪ শিক্ষন পদ্ধতি ঃ

- শিশুর সৃজনশীল চিন্তা ও দক্ষতার প্রসারের জন্য সক্রিয় শিক্ষন পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীকে এককভাবে বা দলভিত্তিক কার্য সম্পাদনের সুযোগ দেওয়া হবে। ফলপ্রসূ শিক্ষাদান পদ্ধতি উদ্ভাবন, পরীবিক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য গবেষণাকে উৎসাহিত করা হবে এবং সহায়তা দেওয়া হবে।

৬.২.১৫ শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ঃ

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণীতে অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু থাকবে। পঞ্চম শ্রেণী শেষে সকলের জন্য উপজেলা/পৌরসভা/থানা (বড় বড় শহর) পর্যায়ে স্থানীয় সমাজ-কমিটি ও স্থানীয় সরকারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় সমাপনী পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণী শেষে বিভাগভিত্তিক পাবলিকপরীক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

হবে। এই পরীক্ষাটি প্রাথমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা নামে পরিচিত হবে। সকল পরীক্ষায় মুখস্তকে নিরুৎসাহিত করা এবং সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হবে। পঞ্চম শ্রেণী শেষে সংশ্লিষ্ট এলাকা-ভিত্তিক পরীক্ষার ফলাফলের নিরিখে এলাকা-ভিত্তিক অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে। অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিভাগ-ভিত্তিক বৃত্তি প্রদান করা হবে।

৬.২.১৬ বিদ্যালয়ের উন্নতি ও শিক্ষার মানোন্নয়নে তদারকি এবং তাতে জনসম্পৃক্ততা ঃ

- বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ বিবেচনার ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আরো সক্রিয় করার লক্ষ্যে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কমিটিকে প্রয়োজনে আরো ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে। তবে পাশাপাশি কমিটির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
- সক্রিয় অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি প্রতিষ্ঠা করে অভিভাবকদেরকে বিদ্যালয় ও তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার বিষয়ে আরো উৎসাহী করার পদক্ষেপ নেয়া হবে।
- এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ও তা সর্বগ্রাহ্যভাবে যাচাইয়ের লক্ষ্যে শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় সরকারের উদ্যোগে অভিন্ন প্রশ্নপত্র ও যথোপযুক্ত ইনভিজিলেশন সাপেক্ষে পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণীর প্রাক-পাবলিক পরীক্ষা,আর যতদিন পর্যন্ত এসএসসি পরীক্ষা থাকবে ততদিন পর্যন্ত টেষ্ট পরীক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য উৎসাহ দেয়া হবে ও সহায়তা করা হবে। এছাড়া, এই কমিটির পক্ষ থেকে বিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনো বিদ্যালয়ে কোনো সমস্যা থাকলে তা সমাধানে সহায়তা করবে। ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থানীয় উৎসাহ উদ্দীপনা ও দায়-দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার গতিশীল হবে। স্থানীয় উদ্যোগই হবে এই কাজের মূল চালিকা শক্তি। শিক্ষার মানোন্নয়ন ফাউন্ডেশন বা অন্য কোন উপযুক্ত নামে প্রাথমিকভাবে ২০-২৫ লাখ টাকার একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করলে এর আয় থেকে এই কার্যক্রমের খরচ সংকুলান হতে পারে। আর এই তহবিলের অর্থ মূলত স্থানীয় বিত্তবানদের দান থেকে সংগৃহীত হতে পারে। সরকারও এই তহবিলে অনুদান দিতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.১৭ শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষকদের পদোন্নতি ঃ

- প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগের সর্বনিম্ন সাধারণ যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি/মাধ্যমিক পাশ এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর জন্য দ্বিতীয় বিভাগসহ স্নাতক ডিগ্রিধারী মহিলা বা পুরুষ। তবে নিচের শ্রেণীতে মহিলা শিক্ষকদের প্রাধান্য দেয়া হবে। পরবর্তী সময়ে এ সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে এবং সি এন এড/বি.এড অর্জন করতে হবে। প্রধান শিক্ষকের সরাসরি নিয়োগের জন্য নূন্যতম যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক; এবং তিন বছরের মধ্যে সিএনএড বা বি.এড (প্রাইমারি) ডিগ্রি অর্জন করতে হবে। শিক্ষকদের স্তর এবং বেতন স্কেল বস্তুনিষ্ঠভাবে বিন্যাস করে (যথা-সহকারী শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক) তাদের পদন্নোতির সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষকদের উৎসাহিত করা হবে। অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে শিক্ষকদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বিবেচনায় নিয়ে তাদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা হবে; পাশাপাশি তাদের জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করতে হবে।
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং কর্মকালীন প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। প্রয়োজনবোধে ও সম্ভাব্যক্ষেত্রে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। উপযুক্ত প্রশিক্ষক ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ সামগ্রীসহ একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি যেন এই প্রতিষ্ঠানগুলো পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সঙ্গে পদোন্নতির যোগসূত্র স্থাপন করা আবশ্যক। উচ্চতর ডিগ্রীধারী এবং প্রশিক্ষিত যোগ্যতাসম্পন্নদের সরাসরি নিয়োগ এবং ত্বরান্বিত পদোন্নতির মাধ্যমে উচ্চতর পদ পূরণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রয়োজনে পদ উন্নীত (আপগ্রেইডিং) করা যেতে পারে। তবে এর জন্য যথাযথ বিধি-বিধান তৈরী করতে হবে।

৬.২.১৮ শিক্ষক নির্বাচন ঃ

- সরকারি অনুমোদন ও সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ী মাদরাসার জন্য মেধাভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ একটি পৃথক **বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন ও উন্নয়ন কমিশন** গঠন করা হবে। এই কমিশন শিক্ষা ও প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হবে। যথাযথ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে কমিশন শিক্ষক নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পাদন করবে। এই নির্বাচন উপজেলা বা জেলা ভিত্তিক হতে পারে। কমিশন দ্বারা নির্বাচিতদের মধ্য থেকে যথাযথ নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দিবে। বিদ্যালয়গুলি প্রত্যেক বছর তাদের কোন বিষয়ে কতজন শিক্ষক প্রয়োজন তা উপজেলা ভিত্তিক সমন্বয় করে কমিশনকে জানাবে আর এই ভিত্তিতে একটি বছরে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচনের থান্য ভিত্তিক লক্ষ্য স্থির করা হবে। এই কমিশনকে মাধ্যমিক ও বেসরকারি (সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত) ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক নির্বাচনের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

৬.২.১৯ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ ঃ

- বিদ্যালয়ে আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মূলত প্রধান শিক্ষকের ওপর: তাই এই দায়িত্ব দক্ষতার সাথে যাতে প্রধান শিক্ষকগণ পালন করতে পারেন সেইজন্য তাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের বহিঃ তত্ত্বাবধানের ও পরিবীক্ষণের কাজ যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করা আবশ্যক। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে স্থানীয় সরকারকে সংশ্লিষ্ট করা বাঞ্চনীয়। এই কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে (যেমন-এটিপিও) বাস্তবসম্মতভাবে বিদ্যালয়ের সংখ্যা নির্ধারণ করে দিতে হবে যাতে তারা তত্ত্বাবধায়ন ও পরিবীক্ষণ কাজ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যথেষ্ট সময় সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন। স্থানীয় জন-নজরদারি ব্যবস্থার (কৌশল ১৮) সঙ্গে এই কর্মকর্তা তার কাজ সমন্বয় করবেন।
- প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। কোন গ্রামে বিদ্যালয় নেই বা কোন গ্রামে আরো বিদ্যালয় প্রয়োজন তা জরিপের মাধ্যমে নির্বাচন করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বেসরকারি বিদ্যালয় স্থাপনকে উৎসাহিত করা হবে। তবে সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সকল বিদ্যালয়ে যেন উন্নত সম-মানের শিক্ষাদান করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

৬.২.২০ অন্যান্য ঃ

- ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারি এডুকেশন (নেপ)-কে অভীষ্ট মানের শীর্ষ পর্যায়ের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে যেন তা প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন উদ্ভাবনমূলক

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম কার্যকরভাবে সম্পন্ন করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ পিটিআইগুলোর অ্যাকাডেমিক স্টাফদের এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও প্রজেক্টভুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, মৌলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম তৈরী ও অনুমোদন, প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান, প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষা পরিচালনা ও ডিপ্লোমা প্রদান করা, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা, কর্মশালা, সম্মেলন পরিচালনা ইত্যাদি।

- প্রত্যেক পিটিআইতে বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরী।
- সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমগ্র জাতিকে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে হবে।

৬.৩ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ২০১০ সালের মধ্যে অর্জিতব্য কৃতিসূচকসমূহ ঃ

১. শিক্ষাখাতে বর্তমান সরকারি ব্যয় মোট জাতীয় উৎপাদনের ন্যূনপক্ষে (GNP) ২.৮% বৃদ্ধিকরণ।

২. প্রাথমিক স্তরের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য ব্যয় মাথাপিছু GNP- এর ১০%-এ উন্নীতকরণ।

৩. শিক্ষাখাতে মোট সরকারি ব্যয়ের ৪৭-৪৮% প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয়করণ।

৪. প্রথম শ্রেণীতে শিশুদের স্থূল (gross) ভর্তির হার ১০৩%-এ উন্নীতকরণ।

৫. শিশুদের প্রথম শ্রেণীতে প্রকৃত (net) ভর্তির হার ৯০%-এ উন্নীতকরণ।

৬. স্থূল (gross) ভর্তির হার ১০৭%-এ উন্নীতকরণ।

৭. প্রকৃত (net) ভর্তির হার ৮৮%-এ উন্নীতকরণ।

৮. শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪৬-এ হ্রাসকরণ।

৯. ৫০ শতাংশ বিদ্যালয়কে এক শিফটে রূপান্তরকরণ এবং সকল শ্রেণীর পাঠদান-সময় বছরে মোট ৯০০ ঘন্টায় উন্নীতকরণ।

১০. শ্রেণীপাঠদানরত সি-ইন-এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ৯৫ শতাংশ উন্নীতকরণ।

১১. শিক্ষকদের অনুমোদিত অনুপস্থিতির হার ১০% ভাগে হ্রাসকরণ।

১২. বিদ্যালয়ের নির্ধারিত সময়ে শিক্ষকদের উপস্থিতির হার ৯০% ভাগে উন্নীতকরণ।

১৩. সকল শ্রেণীতে পুনরাবৃত্তির হার ২০%-এ হ্রাসকরণ।

১৪. ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্তির হার ৮২%-এ উন্নীতকরন।

১৫. প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তিকাল ৫.৮ বছরে স্থিরীকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ন্যূনপক্ষে ৫০% শিক্ষার্থীর জন্য জাতীয়ভাবে নির্ধারিত শিখনযোগ্যতা অর্জনের ব্যবস্থাকরণ।

১৭. বিদ্যালয়-বহির্ভূত প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা ৩০%-হ্রাসকরণ।

১৮. বালক-বালিকা নির্বিশেষে শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতি হার ২০%-এ হ্রাসকরণ।

১৯. মেয়েদের শিক্ষা অর্জনের মান অন্তত ছেলেদের সমপর্যায়ে উন্নীতকরণ।

২০. গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের ভাষা ও গানিতিক জ্ঞান অর্জনকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০%-এ বৃদ্ধিকরণ।

২১. ৫ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর হার ৫০%-এ উন্নীতকরণ।

২২. ৫ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় পাশের হার ৬০%-এ উন্নীতকরণ।

২৩. বালক-বালিকা নির্বিশেষে ৫ম থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তরণের হার ৪০%-এ বৃদ্ধিকরণ।

২৪. প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপনকারী ৬৫% শিক্ষার্থীর জাতীয়ভাবে নির্ধারিত শিখনযোগ্যতা অর্জনের ব্যবস্থাকরণ।

৬.৪ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ২০১০ সালের মধ্যে অর্জিতব্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানের সূচকসমূহ ঃ

১. বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধিকরণ।

২. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের (special needs children) ভর্তির হার বৃদ্ধিকরণ।

৩. শ্রেণীকক্ষপ্রতি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০-এ হ্রাস বা সীমিতকরণ।

৪. শিক্ষক-শিক্ষার্থীর বিদ্যমান অনুপাত ১:৪৬-এ হ্রাসকরণ।

৫. সারা দেশে ৩০,০০০ শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ।

৬. শ্রেণীকক্ষসমূহ হবে-

- টেকসই উপকরণ দিয়ে যথাযথভাবে নির্মিত
- পর্যাপ্ত আকারের (অন্তত ২৬'-০" চ ১৯'-৬") পরিমাপের ।
- যথাযথভাবে আলোকিত ।
- যথাযথভাবে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা সংবলিত ।
- শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের ব্যবহারোপযোগী ।

৭. শিক্ষার্থীদের বয়স ও উচ্চতা অনুসারে আসবাবপত্র, চকবোর্ড (১২' চ ৪' মাপের) ইত্যাদি সরবরাহ এবং নিরাপদে সংরক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৮. বালক-বালিকাদের জন্য পৃথক পৃথক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের উপযোগী স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণ।

৯. ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থাকরণ।

১০. সকল শিক্ষার্থীর জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাদি নিশ্চিতকরণ।

১১. বার্ষিক মোট পাঠদান-সময় ন্যূনপক্ষে ৯০০ ঘন্টায় উন্নীতকরণ।

১২. শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনেই সকল শিক্ষার্থীর হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেওয়া।

১৩. শিক্ষার্থীদের কাছে সব বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

১৪. প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণ, সহায়ক পুস্তক ও শিখনসামগ্রী সরবরাহ।

১৫. সকল শিক্ষককে প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ (ন্যূনপক্ষে সি-ইন-এড) প্রদান।

১৬. একজন প্রশিক্ষিত শিক্ষককে প্রতিটি শ্রেণীর জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্বে নিয়োজিতকরণ।

১৭. শিক্ষকদের চাকুরিকালীন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৮. প্রত্যেক শিক্ষককে প্রতিটি শ্রেণী ও বিষয়ের শিক্ষক সহায়ক সামগ্রী, যেমন শিক্ষক সংস্করণ, শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষক সহায়িকা, প্রশ্নপুস্তিকা, বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা ও ক্লাশ রুটিন প্রভৃতি সরবরাহ।

১৯. প্রধান শিক্ষকদের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক সহায়তা ও তত্ত্বাবধান এবং সামাজিক সমাবেশ ও অংশগ্রহণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।

২০. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

.....

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায় ঃ

৭.১ কেস স্টাডিঃ (সানারপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়)

ঢাকার নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সিদ্ধিরগঞ্জ থানার 'সানারপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়' একটি বহু পুরনো প্রাথমিক বিদ্যালয়। এটি ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এলাকার আপামর জনসাধারনের প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে এই বিদ্যালয়। প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণার সুবিধার্থে উক্ত স্কুলে জরিপ কার্য চালানো হয়েছে। নিম্নে সানারপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, বিদ্যালয়ের পারফরমেন্স এবং বিদ্যালয়ের ভৌত অবস্থার বর্ণনা সম্পর্কিত তথ্যাদি ছকের সাহায্যে তুলে ধরা হলো ঃ-

ছাত্রছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য ঃ-

(১) ২০০৯ সালে মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ঃ

মোট ছাত্র ছাত্রী	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
১৩.৪৩ জন	৬২৮ জন	৭১৫ জন

(২) ২০০৯ সালের শ্রেণীভিত্তিক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ঃ-

১ম শ্রেণী (২৫০)		২য় শ্রেণী (২৭৬)		৩য় শ্রেণী		৪র্থ শ্রেণী		৫ম শ্রেণী (২০৩)	
বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা
১২৫	১২৫	১২৮	১৪৮	১৩৬	১৪৪	১৫২	১৮২	৮৭	১১৬

(৩)২০০৮ সালের ছাত্রছাত্রী ২০০৯ সালে একই শ্রেণীতে রিপিটার বা পুনরাবৃত্তির সংখ্যা ঃ মোট ১৩৯

১ম শ্রেণী (৩৫)		২য় শ্রেণী (৩০)		৩য় শ্রেণী (৩৬)		৪র্থ শ্রেণী (৩৮)		৫ম শ্রেণী (নাই)	
বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা
১৫	২০	১০	২০	১৫	২১	১৮	২০	নেই	নেই

এই বিদ্যালয়ে ২০০৯ সালে বিভিন্ন শ্রেণীতে মোট ১৩৯ জন ছাত্রছাত্রী পুনরাবৃত্তি হয়েছে। ৫ম শ্রেণীতে কোন ছাত্রছাত্রী পুনরাবৃত্তি হয়নি।

(৪) ২০০৯ সালে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের কতজন প্রাক প্রাথমিক বা শিশু শ্রেণী সমাপ্ত করে এসেছে।

বালক	বালিকা
৫০	৪৫

(৫) ২০০৯ সালে শ্রেণীভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর গড় উপস্থিতির সংখ্যা (%) ঃ-

১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	৫ম শ্রেণী
৮০%	৮২%	৭১%	৮১%	৮৩%

Dhaka University Institutional Repository

(৬) উপবৃত্তি কর্মসূচীর আওতাভূক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ঃ উপবৃত্তি প্রযোজ্য নয়।

(৭) প্রতি শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীদের শাখার সংখ্যা ঃ-

১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম
৫টি	৫টি	৩টি	৪টি	২টি

(৮) প্রতি শ্রেণীতে বয়স অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ঃ-

শিশু শ্রেণী	১ম শ্রেণী		২য় শ্রেণী		৩য় শ্রেণী		৪র্থ শ্রেণী		৫ম শ্রেণী	
৫ বছরের নিচে/উপরে	৬ বছর	বেশি	৭ বছর	বেশি	৮ বছর	বেশি	৯ বছর	বেশি	১০ বছর	বেশি
(৫+)	৬	+	৭	+	৮	+	৯	+	১০	+

(৯) ক্যাচমেন্ট এলাকার বাইরে থেকে আগত ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ঃ- মোট ৪৬ জন ঃ-

শিশু শ্রেণী		১ম শ্রেণী		২য় শ্রেণী (১৩)		৩য় শ্রেণী (১৩)		৪র্থ শ্রেণী (২০)		৫ম শ্রেণী	
বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা
×	×	×	×	৭	৬	৩	১০	১০	১০	×	×

শিক্ষক শিক্ষিকা সংক্রান্ত তথ্য ঃ-

(১০) বিদ্যালয়ে অনুমোদিত পদসংখ্যা ১১ টি ঃ- (২০০৯ সাল)

প্রধান শিক্ষক	সহকারী শিক্ষক	পিয়ন/অন্যান্য	মোট
১ জন	১০ জন	নাই	১১ জন

(১১) পদবী ঃ-

	কর্মরত শিক্ষিকার সংখ্যা
পদবী	
প্রধান শিক্ষক	১ জন
ভারপ্রাপ্ত প্রঃ শিক্ষক	নাই
সহকারী শিক্ষক	১০ জন
অন্যান্য	নাই
মোট	**১১ জন**

Dhaka University Institutional Repository

(১২) শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং প্রশিক্ষণ অনুসারে শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ-

পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা			প্রশিক্ষণ		
	এস.এস.সি সমমান	এইচ.এস.সি সমমান	স্নাতক/সমমান ও উচ্চতর ডিগ্রী	সি ইন এড	বি এড, এম এড	অন্যান্য প্রশিক্ষণ
প্রধান শিক্ষিকা			√	√		√
সহকারী শিক্ষিকা	৩ জন	৩ জন	৪ জন	√		√

(১৩) শিক্ষিকাদের পারফরমেন্সের মূল্যায়ন ঃ-

	(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)	(ঙ)	(চ)	(ছ)
শিক্ষিকাদের নাম	প্রতিশিক্ষিকা দ্বারা হোম ভিজিটের সংখ্যা (২০০৯ সালে মোট)	অভিভাবকদের সাথে কথা বলেন	সহশিক্ষাক্রমিক কর্মসূচীতে সময় ব্যয় করেন	প্রতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডে প্রধান শিক্ষিকাকে সহায়তা করেন	ছাত্রছাত্রীদের সুনির্দিষ্ট দক্ষতায় পৌছানোর উপর জোর দেন	ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক, সামাজিক শারিরীক এবং বুদ্ধি বিকাশের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করেন	শিক্ষিকাগন নিজেদের পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন
জরিনা আক্তার	১২টি	৩	২	৩	৩	৩	৩
খন্দকার নাছিমা আক্তার	১২টি	৩	২	৩	৩	৩	৩
রাজিয়া আক্তার	১২টি	৩	২	৩	৩	৩	৩
জাহানারা বেগম	১২টি	৩	২	৩	৩	৩	৩
শামসুন্নাহার	১২টি	৩	২	৩	৩	৩	৩
জাহানারা আফরোজ	১২টি	৩	২	৩	৩	৩	৩
কহিনুর আক্তার	১২টি	৩	২	৩	৩	৩	৩
সুলতানা মেহেরুন্নেছা	১২টি	৩	২	৩	৩	৩	৩
সাবরিনা সুলতানা	১২টি	৩	২	৩	৩	৩	৩
লাভলী আক্তার	১২টি	৩	২	৩	৩	৩	৩
আলেয়া আক্তার	১২টি	৩	২	৩	৩	৩	৩
			৩-বেশি	২-মধ্যম	১-কম		

Dhaka University Institutional Repository

(১৪) শিক্ষিকাদের উপস্থিতির মোট কর্মদিবস ২০০৯

সকল শিক্ষিকা	
মোট দিন	উপস্থিতি
৩৬৫ দিন সাধারণ ছুটি ৭৫ দিন নৈমত্তিক ছুটি ১০ দিন ছুটি মোট ৮৫ দিন ৩৬৫ দিন -৮৫ দিন বাকী ২৮০ দিন	১০০%

বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষিকাই নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন। ২০০৯ সালে ৩৬৫ দিনের মধ্যে সাধারণ ছুটি ৭৫ দিন এবং নৈমত্তিক ছুটি ১০ দিন মোট ৮৫ দিন ছাড়া বাকী ২৮০ দিনই বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন।

(১৫) বিদ্যালয় পরিদর্শন ও একাডেমিক সুপারভিশন ঃ- মোট ৫টি। আকস্মিক পরিদর্শন নাই।

তারিখ	উদ্দেশ্য	পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা	
২৫-১-২০০৯	নিয়মিত পরিদর্শন	নাম	পদবী
		পরিমল চন্দ্র দেবনাথ	সহঃ উপজেলা শিক্ষা অফিসার (AUEO)
৭-৪-২০০৯	ঐ	ঐ	ঐ
৩-৬-২০০৯	ঐ	ওয়াসিমা আক্তার	ঐ
১০-১০-২০০৯	ঐ	ঐ	ঐ
১৮-১২-২০০৯	ঐ	ঐ	ঐ

(১৬) ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত SMC সভা সংক্রান্ত তথ্যঃ-

অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	গৃহীত সিদ্ধান্তের সংখ্যা	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সংখ্যা	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা
১২টি (প্রতি মাসে)	২৪টি	১০টি	প্রত্যেক সভায় ৫জন করে।

২০০৯ সালে প্রত্যেক মাসেই SMC সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যেক সভায় ৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। SMC সভায় বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলেও বাস্তবায়িত হয়নি তার পুরোপুরি। কিছু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে।

(১৭) ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত অন্যান্য সভার সংখ্যাঃ-

পিটিএ	মা সমাবেশ	উঠান বৈঠক	র‍্যালি	অন্যান্য
৫টি	৫টি	৩টি	৩টি	নেই

(১৮) পড়াশুনায় দূর্বল ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে কি না ?

হ্যা [√] না [ ]

Dhaka University Institutional Repository

(১৯) বিদ্যালয়ে কোন জরুরী প্রয়োজন বা সমস্যা আছে কি না? (সংক্ষেপে)

অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রীর জন্য আরও কমপক্ষে ৫টি শ্রেণীকক্ষ এবং ৫জন শিক্ষক জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বেঞ্চ এবং পাঠাগার প্রয়োজন।

(২০) বিদ্যালয়ে ২০০৯ সালে ব্যবহৃত রেজিষ্টারের সংখ্যা ঃ

হালফিল করা রেজিষ্টারের সংখ্যা ৪২ টি

যথাযথভাবে রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা হয় কি না?

হ্যা [√] না [ ]

বিদ্যালয়ের ভৌত অবস্থার বিবরণ ঃ

মোট কক্ষ	শ্রেণী কক্ষ	অফিস কক্ষ	শিক্ষিকাদের কক্ষ	পাঠাগার	উপকরণ প্রদর্শণী কক্ষ	স্টোর রুম	অন্যান্য
১২ টি	৮টি	১টি	১টি	নাই	১টি	১টি	নাই

(১) বিদ্যালয় ভবন ঃ

মোট ভবনের সংখ্যা ৩ টি

(২) বিদ্যুৎ সরবরাহ আছে কি না?

হ্যা [√] না [ ]

(৩) খেলাধুলার মাঠ আছে কি না?

হ্যা [√] না [ ]

(৪) স্কুলের জমির দাগ ও খতিয়ান নং

দাগ নং	খতিয়ান নং	মৌজা নং	জমির পরিমাণ
৩১	১.৪৯ শতাংশ	খর্দ ঘোষ পারা ১৪৭	৪১ শতাংশ

Dhaka University Institutional Repository

(৫) পানির সরবরাহ ঃ

পাবলিক সাপ্লাই	
নলকুপ	√
পুকুর	
নদী	

(৬) খাবার পানি আর্সেনিক মুক্ত কিনা

হ্যা	√	না	

(৭) বিদ্যালয় ভবন ঃ

পাকা	২টি	আধা পাকা	১টি	কাচা	নাই

৭.২ বিদ্যালয়ের বর্তমান সমস্যাবলী ঃ

সানারপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা 'জরিনা বেগম' সাক্ষাতকারকালে বিদ্যালয়ে বিদ্যমান নিম্নোক্ত সমস্যাবলীর কথা উল্লেখ করেন ঃ

(ক) শিক্ষক সমস্যা ঃ বিদ্যালয়ের মোট ১,৩৪৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য শিক্ষিকা রয়েছেন মাত্র ১১ জন। এই বিপুল ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় শিক্ষিকার সংখ্যা অপ্রতুল। এর কারণে সঠিক শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যহত হচ্ছে।

(খ) শ্রেণীকক্ষের সমস্যা ঃ

বিপুল পরিমান ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় শ্রেণীকক্ষ অপ্রতুল। তাই বিদ্যালয়ের একই কক্ষে অধিক পরিমানে ছাত্র-ছাত্রী বসতে হয় বিধায় পাঠদান ব্যহত হচ্ছে।

(গ) বাথরুমের সমস্যা ঃ

বিদ্যালয়ে বাথরুমের সমস্যা বিদ্যমান। শৌচাগার সমস্যাও রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) খাবার পানি সমস্যা ঃ

বিদ্যালয়ে খাবার পানির চরম সংকট রয়েছে। পাশের হাইস্কুল থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয়।

(ঙ) জলাবদ্ধতা সমস্যাঃ

বিদ্যালয়ের মাঠে বর্ষা মৌসুমে সামান্য বৃষ্টি হলেই পানি জমে যায়। এমনকি নিচু ভবনগুলোতেও পানি উঠে আসে।

(চ) বর্ষাকালে পানি পড়ে কক্ষে ঃ

টিন দেয়া শ্রেণীকক্ষগুলোতে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি পড়ে। ফলে পড়ালেখায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

(ছ) শুষ্ক মৌসুমে মাঠে বালি উড়ে ঃ

শুষ্ক মৌসূমে একটু বাতাস প্রবাহিত হলেই বিদ্যালয় মাঠে প্রচুর বালি উড়ে।

৭.৩ বিদ্যালয়ে জরুরী ভিত্তিতে যা প্রয়োজন ঃ

প্রধান শিক্ষিকার মতে বিদ্যালয়ে জরুরী ভিত্তিতে যা লাগবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. অতিরিক্ত ৫টি শ্রেণী কক্ষ।

২. অতিরিক্ত ৫জন শিক্ষক।

৩. অতিরিক্ত বেঞ্চ ও টেবিল

৪. শ্রেণীকক্ষের জন্য অন্যান্য আসবাবপত্র।

নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় অবস্থিত সানারপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি চারপাশের বিরাট এলাকাজুড়ে একমাত্র সরকারি বিদ্যালয়। তাই এতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও বেশি। বিদ্যালয়ের ফলাফল বরাবরই ভাল। প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় মোট ১৬০জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করেছে। পাস করেছে ১৪১জন। বৃত্তি পেয়েছে ৪জন। বিগত বছরগুলোতেও কিছু ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি পেয়ে আসছিল। শিক্ষিকাদের ১০০% উপস্থিতিসহ শিক্ষার মানও সন্তোষজনক। দিন দিন ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিতির হারও বাড়ছে এবং ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়া হার কমছে। সুতরাং কর্তৃপক্ষের উচিত বিদ্যমান সমস্যাবলী দ্রুত সমাধান করে শিক্ষার মান উন্নত করা।

.....

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

৮.১ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে কিছু সুপারিশমালা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

- শিক্ষার্থীদের চাহিদা ভিত্তিক বিদ্যালয় কর্মসূচী প্রনয়ণ ঃ
- শিক্ষক স্বল্পতা রোধকল্পে শহরাঞ্চলে যেসব বিদ্যালয়ে অধিক সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন সেখান থেকে বিদ্যালয়ের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষকদের পোস্টিং দেয়া। এ ক্ষেত্রে কোন রকম চাপ বা তদবির যাতে না হয় সেজন্য উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে সচেতন থাকতে হবে।
- শূন্য পদ পুরণের জন্য দীর্ঘ সূত্রিতা পরিহার করতে হবে। প্রয়োজনে অস্থায়ী ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া উচিৎ। যাতে বিজ্ঞাপন, যাচাই, নিয়োগ প্রভৃতি প্রক্রিয়া শেষ হবার আগেই জরুরী নিয়োগ দেয়া যায়।
- শিক্ষিত, সচেতন, বেকার যুব সমাজের শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করার জন্য আগ্রহী করে তুলতে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে অগ্রনী ভূমিকা পালন করা উচিত। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের বেতন, মর্যাদা, বোনাস ও বিভিন্ন ভাতা যাতে আর্কষণীয় হয় এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পদক্ষেপ নিতে হবে।
- আবাসস্থলের কাছাকাছি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যাতে মেয়ে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত হয়।
- শিক্ষকদের জেন্ডার বিষয়ে অবহিত করণ এবং সচেতন করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ে যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- পাঠ্যক্রম, শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষণ-শিখণ কার্যক্রম আর্কষণীয় করণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুদের আকর্ষণীয় করে তোলা।
- ছেলে মেয়ে বৈষম্য দূরীকরণ।
- শিক্ষকদের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে SMC সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালনে আন্তরিক হতে হবে।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে এলাকাবাসী,এস. এম. সি সদস্য, শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবক ও অভিভাবক মহলকে সচেতন করে তোলা। এক্ষেত্রে DPEO (District Primary Education Office). AUEO (Assistant Upazillah Education Officer). ADPEO. ANO কর্মকর্তাদের কাজ করে যেতে হবে।
- বিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধি করতে হবে।
- বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ বন্ধুভাবাপন্ন হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- এলাকার অভিভাবক, ধর্মীয় নেতা, প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব , রাজনৈতিক নেতৃবর্গকে শিক্ষা বিষয়ে ভাল জ্ঞান দিতে হবে।
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, প্রশাসনিক ইউনিট এবং সামাজিক সংস্থাগুলোকে মেয়ে শিশুদের নিরাপত্তা বিধানে অধিক শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে হবে।
- বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে। যেমন- খেলাধুলা, বাগান করা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি।
- SMC (School Managing Committee) তে অভিভাবকদের অংশগ্রহণ করাতে হবে।
- দরিদ্র পরিবারের শিশুরা যাতে আসে সে ব্যাপারে অধিক সুবিধা প্রদান।
- সামাজিক আন্দোলন, পোস্টার, স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, গণসংযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে, গ্রামাঞ্চলে জারীগান ও নাটকের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। যেমন- মিনা কার্টুন উল্লেখযোগ্য।

৮.২ উপসংহার ঃ

বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন ও বিভিন্ন তথ্যের আলোকে গবেষণা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ অতীতের তুলনায় বর্তমানে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০ সাল থেকে স্কুল ভর্তির হার ৯৭% ছাঁড়িয়ে গেছে। সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অঙ্গীকার, জনগণের সচেতনতা এবং যুগান্তকারী কিছু কর্মসূচী গ্রহণের ফলেই এই অর্জন সম্ভব হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার ইতিবাচক দিকটির কথা চিন্তা করে প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অনুকূলে আনতে হবে। যাতে সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের কোন প্রশ্ন না উঠে। প্রাথমিক শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, ব্যয় বরাদ্দ এবং সাম্য এনে কাঠামোগত সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের আর্থসামাজিক কাঠামোর সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি, বিদ্যালয় ত্যাগের প্রবনতা প্রতিরোধ করার জন্য বিদ্যালয় ভিত্তিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। সে সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি, আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মন মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষাদানের প্রয়াস সৃষ্টি করতে হবে।

অতীতের অর্জিত সাফল্যকে সুসংহত করা এবং নব নব ধ্যান-ধারণার সমন্বয়ে এই শতকের উপযোগী কার্যকরী, বিজ্ঞান ভিত্তিক ও শিশু কেন্দ্রিক একটি মানসম্মত শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষক-ছাত্র সুবিধার সম্প্রসারণ, সর্বস্তরে ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উন্নয়ন, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য অব্যাহত, আর্থিক সহায়তা কর্মসূচী, বিনামূল্যে পুস্তক, শেখণ-শিক্ষণ উপকরন সরবরাহ, বিদ্যালয় ফিডিং কর্মসূচীর সম্প্রসারণ, অর্থবহ সমাজ সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আরো দক্ষ ও সক্রিয় করা, বিদ্যালয় পর্যায়ে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয়ে সহ পাঠ্যক্রম বিষয়, পুস্তক সরবরাহ, PTI, NAPE ও উপজেলা রিসোর্স সেন্টারগুলোর প্রশিক্ষণ প্রদান, সুযোগ সুবিধার ব্যাপক সম্প্রসারণ, পরিদর্শন ও সুপারভিশন কার্যক্রম জোরদার এবং বিদ্যালয়গুলোতে ব্যাপক পাঠ্যসূচী বহিভূর্ত কর্মকান্ডের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যদি এসব কার্যক্রম গ্রহণ এবং এর সফল বাস্তবায়ন করা যায় তবে আশা করা যায় প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে। "সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা" বিশ্বের এই অঙ্গীকার ও অমর বানীকে বাস্তবায়িত করা হলে অভিভাবক, শিক্ষক, সমাজ ও রাষ্ট্রের গভীরতর অনুপ্রেরণা দরকার।

আমাদের ভৌত অবকাঠামো, খনিজ সম্পদ ও বনজ সম্পদ তুলনামুলকভাবে অনেক কম। তাই শিল্প কারখানা স্থাপন করে, দক্ষ মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর শ্লোগান হচ্ছে শিক্ষা সমৃদ্ধি অর্জনের শক্তিশালী হাতিয়ার। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গবেষণার মাধ্যমে প্রযুক্তির সত্যতা প্রমানিত হয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে মানবসম্পদ সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে যে সহায়ক শক্তি তা বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ দক্ষিণ এশিয়ার কতগুলো দেশ যেমন- মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সিংগাপুর ও জাপান প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী ডেনিসন ও সলোর গবেষণায় দেখা গেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের এক-তৃতীয়াংশ পুঁজির বিকাশের মাধ্যমে এবং দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষার মাধ্যমে আবিস্কার, অর্থনৈতিক মান এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দ্বারা অর্জিত হয়েছে। সাম্প্রতিক বিশ্ব ব্যাংকে এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, জাপানের অর্থনৈতিক সম্পদের মধ্যে ১% প্রাকৃতিক পুঁজি, ১.৫% ভৌত বা বস্তুগত পুঁজি, এবং ৮৫% শিক্ষা সংক্রান্ত মানবিক ও সামাজিক পুঁজি। পূর্ব এশিয়ার টাইগার বলে খ্যাত দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে শতভাগ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার মাধ্যমে। শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি দারিদ্র হ্রাসের সহায়ক। মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে এবং মালয়েশিয়া, সিংগাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশে যেখানে দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন, সেসব দেশে শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনকারী দক্ষ মানব সম্পদকে প্রতারক চক্রের হাত এড়িয়ে সরকারীভাবে প্রেরণ করা উচিত। এর ফলে দেশে বেকারত্ব কমে আসবে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে এবং কারিগরী শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনকারী যুবকদের দেশে এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

REFERENCE:

১. শিক্ষা ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন

- মোঃ আব্দুল কাদের মিয়া

২. শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও মূল্যায়ন

- এম. এ ওহাব মিয়া

৩. বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

- আশরাফুল আলম ও এ.এ. খান

৪. শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ভাবনা

- এ. এস. এইচ. কে সাদেক

৫. শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা

- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

৬. প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং বিভিন্ন দেশে প্রাথমিক শিক্ষা

- লুৎফর রহমান খান

এবং

- এ. এইচ. এম মহীউদ্দীন

৭. প্রাথমিক শিক্ষা পরিচিতি

- প্রফেসর ডঃ মোঃ আনোয়ারুল আজিজ

- প্রফেসর মোঃ তবারক-উল-ইসলাম

৮. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা নীতি, কৌশল ও সংগঠন

- ডঃ ইকবাল আজিজ মুত্তাকী

- ডঃ মোঃ আবুল এহসান

- কাজী আফরোজ জাহান আরা

৯. শিক্ষার অভিযাত্রা

- টোরিন এম. ফিসনার

১০.শিক্ষা প্রসঙ্গে

- ব্রট্রান্ড রাসেল

Dhaka University Institutional Repository

১১.শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতার জয় হোক

- মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

১২.শিক্ষা

-শ্রী নিলীমা ঘোষ

ও

-শ্রী সন্তোষ কুমার কুন্ডু

১৩.আমাদের স্কুল, আমাদের আনন্দ

- শওকত আলম সিদ্দিকী

১৪.দৈনিক ইত্তেফাক

- ১০ই ফেব্রুয়ারী-২০০৯

১৫.দৈনিক প্রথম আলো

- ১৫ই ফেব্রুয়ারী-২০০৯

১৬.দৈনিক সংগ্রাম-

- ২৪শে মে-২০০৮

১৭. দৈনিক ইত্তেফাক

- ১৪ ই নভেম্বর, ২০০৯ইং